

*The Panacea in context of Bangladesh: - The Truth in seemingly vulgarity?*

**Prescription**

**Dated: .....**

ডাঃ বদরুদ্দোজা

আপনার নামার্থক শান্তি বর্ষিত হোক

আপনার হয়তো জানা আছে, অমাবশ্যার পরের পূর্ণিমা চাঁদকে আরবীতে “বদরুদ্দোজা” বলা হয়। সত্য আলো। মিথ্যা অন্ধকার। সত্য নিরাময়। মিথ্যা রোগ। বিশ্ব মিথ্যা রোগের মহামারীতে আক্রান্ত। তাতে বাংলাদেশ হ্যাট্টিক। শুধু সত্য দিয়ে মিথ্যার চিকিৎসা হয়। আল্লাহ সত্য দিয়ে মিথ্যার চিকিৎসা শাস্ত্র নাযিল করেছেন। গোটা বিশ্ব মিথ্যা রোগে আক্রান্ত। তার ক্যান্সার *Malignant capital growth*, নগর সভ্যতা।

গোটা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ শবে ক্বদরে তাঁর *Remedial Prescription* অবতীর্ণ করেছেন। যেদিন আপনি “ইফতার পার্টি” করেছেন।

২৭শে রমজান পাকিস্তান হয়েছিলো। সত্য নামে মিথ্যাবাদের পাপে পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়। আপনার ২৭এর ইফতার পার্টি সে রকম কিছু নয়তো? “বদরুদ্দোজা” হবেন, না “বদের বোঝা” নিয়ে মরবেন? এখন মাথায় বদের বোঝা।

*Truth is singular. False are innumeral plural.*

সত্য সর্বাবস্থায় একবচন, তাওহীদ। মিথ্যা সর্বদা বহুবচনিক, শিরক। সত্য ঈমান। বহুবচনিক গনতন্ত্র মিথ্যা মানব সার্বভৌমত্বে গনতন্ত্রীরা মুশরিক।

আল্লাহ সত্যকে “আলো” বলেছেন। মিথ্যাকে বলেছেন “যুলুমাত”, অন্ধকারের মাতৃজঠর। সত্য ঈমান। মিথ্যা কুফর। তার বিপরীত নূর। নূর সর্বদা এক বচন নূর ঐক্য আনে। বিশ্ব মিথ্যায় জর্জরিত।

আমি অমর বয়সের অধিকারী অমর আত্মা। আমি তিনকাল দেখি। এককাল আমার জীবন নয়। পার্থিব জীবনের বাস, ভোগ, ও বিলাসীরা জন্মান্ন, এক কাল দ্রষ্টা। পার্থিব “দিন কাল” দেখে। “তিনকাল ” অর্থাৎ রহানী অতীত, দৈহিক বর্তমান ও কর্মফলের পরকাল দেখেনা।

আপনি কি দেখেন? না দেখলে আপনি “বদরুদ্দোজা” নন। আপনার নাম *Misnomer*।

আমি দেখি। তাই দৃষ্টি দিতে আপনাকে এই প্রেসক্রিপশন।

সম্ভবতঃ ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর। রমনা থানার পূর্বপার্শ্বে ১১০ নং এলিফেন্ট লেনে এক ছাত্রকে আল ক্বোরআন পড়াচ্ছিলাম। ছাত্রটি মুহাম্মাদ আলি জিন্নাহর পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা ও বানিজ্য মন্ত্রী। নাম ফজলুর রহমান। যেরূপ জিন্নাহ ইসলামী বিশারদ! তার শিক্ষা মন্ত্রীও সেরূপ ইসলামী পন্ডিত!

একবার খাজা নাজিমুদ্দিন ফজলুর রহমানের উপস্থিতিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “বলতো দেখি পৃথিবীর সাত আশ্চর্যগুলো কি কি?” উত্তরে বলেছিলাম, “আমি শুধু প্রথমটি জানি।” সেটি জানতে চাইলে বলেছিলাম: “ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে ২৭ শে রমজানে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ ক্বোরআন জানতোও না মানতোও না। তার শিক্ষা মন্ত্রীও ক্বোরআন জানতোও না, বুঝতোও না!”

আমার উত্তরে উভয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, খাজা নাজিমুদ্দিন ক্বোরআন পড়তে জানতেন ও কিছুটা বুঝতেনও।

সেদিন থেকে ফজলুর রহমানের আমার প্রতি আবেদন ছিলো, “আমাকে তুমি ক্বোরআন শেখাও। না শেখালে রোজ ক্লেয়ামতে আমি আল্লাহর দরবারে নালিশ করবো, তুমি আমাকে ক্বোরআন শেখাওনি।”

তারপর থেকে আমি তাকে প্রতিদিন সকালে ক্বোরআন পড়াতে আরম্ভ করি।

এমনি সময় পৌষের এক শীতে কানটুপী মুড়ে, পুরু চশমা এঁটে একটি গোলা বেত লাঠি হাতে এক আগন্তুক “সালামালেকুম” বলে ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে একটি কিশোর বালকের ন্যায় ফজলুর রহমান নিচে কার্পেটে বসে দরাজ গলায় আল ক্বোরআন পড়ছেন। আগন্তুকের নাম কফীলুদ্দিন চৌধুরী। তিনি সম্ভবতঃ সার্কুলার রোডে থাকতেন।

ফজলুর রহমানের পড়া দেখে তার আত্মীয় বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদও একদিন স্তম্ভিত হয়েছিলেন। পরপারে চলে যাওয়া আপনার বাবা ফজলুর রহমানকে বলে ছিলেন, “আমি কি আপনার সহপাঠি হয়ে পড়তে পারি?”

উত্তরে বলে ছিলেন, তা’হলে তো ভালোই হয়। বুড়ো বয়সে আমরা আল ক্বোরআন বুঝে পড়ার সহপাঠি হই!

তিন চার দিন এসে আমার পদ্ধতি দেখে কুফীলুদ্দিন চৌধুরী বলে ছিলেন, “ফজলুর রহমান সাহেব, শৈশবে এ ওস্তাদের দরকার ছিলো। এখন বুড়া কালে বুড়া হাড়িতে এতো সুন্দর ও শুদ্ধ পড়া ঢুকেনা”। এ বলে তিনি *Discontinue* করলেন।

ক্বোরআন ছাড়া ইসলাম! ইসলাম ছাড়া মুসলমান! এ ঈমান ছাড়া উপবাসি রোজা, অপচয়ের ইফতার পার্টি ও ২৭শে রোজার প্রহসন! কতো দূর্বোধ্য আচার! এ আচারীরা সুশীল, ও তাদের সমাজ সুশীল সমাজ! এর পরিণাম, পরকালে কি ভাবা যায়!?

আল্লাহর সীমাহীন করুণায় আমি এক ঐশি আলো প্রাপ্ত ঘরে চোখ খুলি। বুঝা হওয়ার পর থেকে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে নিষ্ঠার পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আমার শিক্ষা দিক্ষা ও জীবন অনুশীলন। পারিবারিক ঐতিহ্যে আমাদের চার পাঁচটি ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। আমি তার *Remnant*. আমার ছেলে মেয়েরাও তাই।

আমি আল্লাহর বিশেষ দানে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক, খন্ডিত রাষ্ট্র ও জাতিয়তা ভিত্তিক মুসলমান নই। ইব্রাহিমী মিলাতের মুসলিম। গোটা বিশ্ব আমার সংসার, পরিবার।

একটি “বাংলাদেশ চাই” একটি “পাকিস্তান চাই” একটি “আফগানিস্তান চাই বা একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র চাই”, এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টি নেই। এর দিন অতীত হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বজনীনতা, বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব মানব পরিবার পুনর্গঠনের ক্রান্তিকাল এখন। তবে তা শুরু করতে একটি আদর্শ পন্থীর প্রয়োজন। সে পন্থীটিই এ বাংলাদেশ হতে পারে। যদি আপনারা চান।

আপনি একজন চিকিৎসক। মানব দেহের রক্ত মাংস, মল মূত্র, হাড়ি চর্ম ও মেরু মজ্জা প্রভৃতি নশ্বর বস্তুর কিছু সীমিত ঘাটা ঘাটি আপনার বিদ্যার চার দেয়ালী। অবিনশ্বর, অমর আত্মার নিয়ন্ত্রনাধীন সুস্থ দেহ ও মানব সমাজ কল্লনার শিক্ষা আপনার বরাতে জুটেনি, পাননি। তাতে আপনার ত্রুটি নেই। সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা সেজন্যে দায়ী।

আপনার শিক্ষা বলা যেতে পারে মেট্রিক পর্যন্ত। তারপর চিকিৎসা কারিগরি শিক্ষা ও তার পেশাদারী জীবন। তাই। তা সত্ত্বেও আমার কাছে মনে হয়, কোথাও থেকে আপনার একটি সুশীল ধ্যানসূত্র প্রাপ্তিতে রয়েছে।

আমার ছোট ভাইটিও ডাক্তার। ওকে স্টেটস এ উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। ও ফেরৎ এসে ডাক্তারী পেশা না করে বড়ো সড়ো কম্পিউটার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করে তা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্য ক্বোরআনী দিকদর্শন আছে। সেও বাচাল তুখোড় বক্তা।

আপনি হালকা ফুলকা, বাকপটু, সাবলীল ভাষী। প্রয়াতঃ ডঃ হাসান জামান স্মরণ হয় আপনার কথা শুনলে। পাকিস্তানের সুশীলদের একত্র করে তিনি তার পাকিস্তান (?) কে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ষড়্যতার জন্যে তা পারেন নি। আপনার সুশীলদের পরিণাম যেনো সে রূপ না হয়।

আপনি এক সুশীল। শাহ আজিজ এক সুশীল ছিলেন। ডঃ কামাল হোসেন একজন সুশীল। বদরগদ্দিন ওমররাও সুশীলের দাবিদার। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া এক গৃহবধুর ছাঁক খেয়ে আপনাকে অপদস্থ হতে হয়েছে। শাহ আজীজ মুকুট অভিষেকের আয়োজন করেও রক্ষা পায়নি। কসমেটিক ম্যাডামের পা কাটার রোগ সেনাখত করতে গিয়েই নাকি আপনি নিজেই রোগী হলেন। ফলে স্বামী হত্যার দোষের ছিঁটাও লাগতে শুরু করে।

ডঃ কামাল হোসেন আরেক অর্ধশিক্ষিতা নেত্রী কর্তৃক অপদস্থ হন। অথচ, কামাল হোসেন ও মোহাম্মাদ হানিফই তাকে মসনদে বসায়। যেমন আপনি মুখ্য ভূমিকা নিয়ে জেনারেল ম্যাডামকে বসান। “ঘর ভাঙা কামাল” হয়ে ডঃ কামালকে বিতাড়িত হতে হয়।

আপনাদের এ পরিনতি কেনো, তা’ কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

স্রষ্টা আল্লাহ ইউনিপোলার। তাঁর সৃষ্টি বাইপোলার। আদম হাওয়া প্রথম মানব দম্পতি। নরনারীতে তাঁর সমাজ। নরনারীতে কোনো সাম্য নেই, বৈষম্য নেই। বৈশিষ্ট্য আছে। তা’ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তা’না হলে বিপর্যয় অনিবার্য। আদম থেকে হাওয়ার সৃষ্টি। কিন্তু হাওয়া ছাড়া আদম চলেনা। এখানে বৈষম্য নেই। তবে বৈশিষ্ট্য আছে। আদম বাহির। হাওয়া ঘর। মুদ্রার এপিঠ ও পিঠ। মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মিলে একটি মুদ্রা হয়। সেরূপ স্বামী-স্ত্রী মিলে দুজনে এক সত্ত্বা। মাঝে ফাঁক, ফাটল হয়না হবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সর্বনাশ। ঘর ভেঙে যায়। পরিবার ভেঙে যায়। রাষ্ট্র ও জাতির পতন ঘটে।

বাংলাদেশ এ সংকটে হ্যাট্রিক। যেমন দুর্নীতিতে হ্যাট্রিক। দু' ঘর ভাঙা নারীর একশ জুতো ও একশ পেঁয়াজ আপনার, শাহ আজীজ, কামাল হোসেন ও হানিফদের নসীব হয়েছে। এখন হাওয়া ভবনে একজন মর্দ আদম চাই।

আমি আল্লাহর এক নগন্য দাস। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত আলোতে তিনকাল দেখার দান প্রাপ্ত। সে আলোতে দেখি যে মুসলিম নামধারী জাতির পতনের পেছনে মূল কারণ হলো আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত নরনারীর বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন। বাগদাদ, স্পেন ও দিল্লির পতনের পেছনেও সে একই কারণ। পাকিস্তানের পতনের ব্যাপারেও তা সত্য।

১৯৪৪সনের ঘটনা। বঙ্গ মুসলিম লীগের মহাসম্পাদক আবুল হাশেম ও মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক শাহ আজীজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন আদায় করতে বরিশালের শরিনায়া যায়। তারা ভরা মাহফিলে লক্ষ লোকের সমাবেশে অনল বর্ষী বাগ্মিতায় সাধারণ মানুষের মুহূর্মূহ নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবার, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিনকে লেঙ্গে হিন্দুস্তান, প্রভৃতি হর্যধ্বনী পায়। পীর সাহেব সরল মানুষ ছিলেন। তিনিও বিমোহিত হয়ে, মারহাবা, মারহাবা, বলেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটান আমার মরহুম পিতা। তিনি আবুল হাশেম ও শাহ আজীজদের হাল-সূরতের তিন কাল দেখে ভরা মজলিসে ধমক দিয়ে তাদের বসিয়ে দেন, এবং বলেন, “তোমাদের দ্বারা যে পাকিস্তান হবে, তা জাতি ও ধর্মের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। যাদের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম ও ঈমানের স্বাক্ষর নেই, তার পরও ধর্ম ও রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলে, তারাই দাজ্জাল”।

আবেগের বানে ভেসে ভেসে যেমন বাংলাদেশ হয়, তেমনি পাকিস্তানও হয়েছিলো। এখন আমি দেখছি, বাংলাদেশও পাকিস্তানের পরিনতির দিকে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে যখন পুনঃ আবুল হাশেম আইউব খাঁ কতৃক মুসলিম লীগের চীফ অর্গানাইজার হয়, আমি তখন পাকিস্তানের মৃত্যু দেখতে পাই। পত্র-পত্রিকায় “কানা দাজ্জালের ডায়েরী” নামে আবুল হাশেম ও আইউব খাঁর বিরুদ্ধে লিখে সতর্কবাণী উচ্চারণ করি। পাকিস্তান তার পরিনতির দিকে এগোয়। আমি কফিন ও জানাযা দেখি।

১৯৭১ সাল। আমি তদানিন্তন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে পাকিস্তানের এয়ার মার্শাল আসগার খানের সাথে পাকিস্তানের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে যেনো শেষ কথা বলছিলাম। হোটেলের একটি কনফারেন্সের আয়োজন হচ্ছিলো বলে মনে হয়। লাউঞ্জে আমি ও আসগার খান বসা, এমন সময় এক মাংস বহুল লম্বা চওড়া মহিলা উৎকট সাজে আবির্ভূত হয়ে চিৎকার দিয়ে সবাইকে গুনিয়ে বলতে শুরু করে “নিয়াজী, ফরমান আলী ব্যস্ত, আসতে দেবী হবে, ইত্যাদী”। তার কথা শুনে আসগার খাঁ বলে উঠে “ইয়েহ বেগম সাহেবা কৌন হায়, জু হামারে জেনরেলৌকা নাম নৌকরৌ কি তারাহ লে রাহি হ্যায়”? খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে মহিলা তদানিন্তন *KDH* লেবোরেটরীর মালিক আনওয়ারা বেগম, ইয়াহইয়া খাঁর “রানী ক্যাবিনেটের” অন্যতম। এ শ্রেণীর ম্যাডামদের চক্রে বর্তমান বাংলাদেশে আপনারা জিন্মী! পজিশন কি অপজিশন।

এ থেকে কি মুক্ত, পবিত্র হতে চান?

মুক্তি পেতে চাইলে বড়ো ক্লোরবানী দিতে হবে। ক্লোরবানী আসছে। পশুর মাধ্যমে আত্ম ক্লোরবান হতে হয়। তা না হলে পশু হত্যা হয়। ক্লোরবানী নয়। ক্লোরবান হতে চান? বয়স তো আর কম হয়নি! আসুন। “গাইও বুড়া, বিয়ানো শেষ” বলে ক্লোরবান হওয়ার Last Chance রয়েছে শুধু।

২৭শে রমজান সে মুক্তির তাবিজ অবতীর্ণ হয়েছে। “ভয় নাই তোর গলায় তাবীজ বাঁধা যেরে তোর পাক ক্লোরান”। গত রমজান মাসে যুগপৎ চন্দ্রগ্রহন ও সূর্যগ্রহন হয়েছে। বদরুদ্দোজা ও সামসুদ্দোহা উভয়ই নিঃপ্রভ হয়েছে! তাবলীগ জামাতের ডেভোটারী বলে যে এ বছরই নাকি রমজান থেকে হজ্জের মাসে বিশ্ব মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটবে।

বর্তমান বিশ্ব ঘাতক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সনাতন হিন্দু ও মুসলিমরা সবাই এক বিশ্বত্রাতার অপেক্ষা করছে। *Killer* ব্যাধি *H.I.V*, *AIDS* সর্বগ্রাসী সংহারী রূপে ধৈর্যে আসছে। *Healer* অবশ্যম্ভাবী। *Viscera*, *Anatomy* ঘাটার শাস্ত্র শিখেছিলেন। আজ বয়সের যে প্রাপ্তে দাঁড়িয়ে, তাতে যে কোনো মুহূর্তে তা ফেলে আত্মার জগতে প্রত্যাবসান হতে পারে। যেমন আপনার এলাকার পূর্বসূরী ফজলুর রহমান, সামসুদ্দোহা ও আপনার পিতা কফিলুদ্দিনদের যেতে হয়েছে। তাদের সকলের নাম ইসলামী *Nomenclature* এর সাক্ষ্য বহন করে। আমার আপনার নামও। আপনি কি আপনার নামের যথার্থ উপলব্ধি করেন, বা তাতে বিশ্বাসী?

দিঘির পাড়ের সামসুদ্দোহা জীবনের শেষ অধ্যায় তার ছেলে মেয়ের দুর্ব্যবহারের নালিশ নিয়ে আসতেন আমার কাছে। পার্শ্ববর্তী জীবনের বিভূ-বৈভব, সন্তান-সন্ততি ও আইয়ুব খাঁর সাহচর্য প্রভৃতির কথা তুলে পরপারের পাথেয় শূণ্যতা নিয়ে অশ্রু ঝারাতে দেখেছি।

সে আইয়ুব খাঁদের বাঙালী মিনিয়চার জিয়াউর রহমানের আজীবন বসংবাদ হয়ে গনজীবনে আপনার পদচারণা। তার করুণ পরিনতির চাক্ষুষ স্বাক্ষর আপনি। একবার কি ভাবতে পারেন যে সে যাত্রায় আপনিও তার সঙ্গি হয়ে বিদায় নিলে এখন রুহানী জগতে বসে দেশের বর্তমান রাজনীতির কি মূল্যায়ন হতো আপনার? এখানে বসে যে সেখানে দেখে, সে তার উত্তর দিতে পারে।

বলুন তো আল্লাহ যদি তাঁর কুদরতে মুজিব ও জিয়াকে কাফনে মুড়িয়ে পুনঃ বাংলাদেশে পাঠান, তা হলে হাসিনা খালেদা কি তাদের জন্য গদি ছাড়বে, না ভূত বলে ওদের পুনঃ মোল্লা পুরুত ডেকে মাটি চাপা দেবে? উইনী মেডেলা নেলসন মেডেলার জন্য ছাড়েনি। ওরাও তাই করবে।

কবরের রাজনীতি করেছেন?! কবর পূজায় একটু ব্যত্ন ঘটায় ফল যদি পৃথিবীতে এ পরিনতি হয়, তা হলে আল্লাহর দাসত্বের খাতায় শূন্যতা, তা পূর্ণ করার ভাবনা কি আছে?

আল্লাহর বিধানে মৃত ব্যক্তির কবর পূজা, বা কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান গর্হিত কাজ। আল্লাহর রাসুলের কবর জিয়ারাত, বা মাদীনা দর্শন হজ্জের অংশ নয়। কেউ তা মনে করলে তার হজ্জ বরবাদ হয়ে যাবে। দুনিয়া ছেড়ে কবরে যেতে হবে, তা স্মরণ করতেই শুধু ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের কবর জিয়ারত বৈধ। খালেদার ও হাসিনার স্বামী ও পিতার কবর জিয়ারত কবর পূজার নামান্তর। গোটা জাতি সে পাপে পাপীঠ।

অষ্টম শ্রেণী পাশ খালেদার মূর্ত্যতাকে ঢাকার জন্য যে বদরুদ্দোজা পার্লামেন্টে রাসূল সঃ এর নিরক্ষরতার সাথে তুলনা করেছিলো, সে পাপ মোচনের শেষ সুযোগ হিসাবে বদরুদ্দোজাকে জীবনের বাকি দিন গুলো কাটাতে হবে। নবী আদর্শে তওবা করে খালেদাকেও সে পথ নির্দেশের মাধ্যমে গৃহবধূর দায়িত্বে ঘরমুখী করতে হবে। পার্থিব জীবনে নর নারী মাঠ ও ঘরের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট। মাঠ ঘাটের উৎপাদনশীল দায়িত্ব পুরুষের। ঘর সংসারের স্বর্গরাজ্য নারীর। মূর্ত্ত নর নারীরা এ সীমা লঙ্ঘন করে। ফলে বিশ্ব আজ ঘরভাঙ্গা নর নারীর বাজার, বেশ্যালয়। বাজার অর্থনীতি, সেক্স ইন্ডাস্ট্রী, যৌন কর্মী, সমকামিতা, গে, লেসবিয়ানের পরিভাষা তাদের পরিচয়। এইড্‌স্‌, এইচআইভি, প্রভৃতির সন্তান।

বাংলাদেশ, দুর্নীতি ও দারিদ্র্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কিছু দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ এইড্‌স মহামারীতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতকে বিট করে প্রথম হবে। তারও সুনির্দিষ্ট ইংগিত আমি দেখছি।

আমি গত অর্ধ শতাব্দী থেকে স্রষ্টার প্রকৃতি-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে অর্থে আমি যথার্থ *Guided*. এর শিক্ষা দীক্ষা *First hand knowledge*. মানব রচিত শিক্ষা *Second hand, third hand, fourth hand, obsolete*, অচল। এ শিক্ষার ছাত্র আপনারা, এবং এর রাজনীতি আপনাদের জীবন মরণ।

বর্তমান নৈরাজ্য চলতে থাকলে অবশ্যই যে বাংলাদেশ *AIDS, HIV* তে প্রথম স্থান দখল করবে, তার একটি প্রাকৃতিক প্রমাণ আপনাকে দিচ্ছি।

বাংলাদেশ নৃশংস মারামারি ও কাটাকাটির বাইরেও সড়ক দুর্ঘটনায়ও প্রথম। পাশব যৌনাচার ও অন্যমনস্ক গাড়ি চালনা এর প্রধান কারন।

কেন?

একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

আমি নিজে গাড়ি চালনা করে গত দু তিন বছর ঢাকা থেকে রংপুর হয়ে দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও তেতুলিয়া যাতায়াত করি। “টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সবাই বলে জিয়া জিয়া, বা খালেদা জিয়া”র টেকনাফ যাই না। প্রয়োজন হয় না বলে। আমার ভ্রমণ কালে আমি দেখি চলার পথের সড়ক, মাঠ ঘাট, গাছ পালা, ক্ষেতের ফসল ও ধূলীকণা, সবাই বলে “সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার” প্রভৃতি।

বছরের দশ মাস ৫০০ কিলো মিটার পথে পাঁচটি কি সাতটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত কুকুর কুকুরী নজরে পড়ে। কিন্তু বছরের দুমাস, অর্থাৎ আশ্বিন কার্তিক মাসে দেখতে পাই, ন্যূন অর্ধ শত মৃত কুকুর কুকুরী।

কারণ, মানুষের গৃহ পালিত পশুর মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কুকুর গুলো এ দুমাস কুকুরীর পেছনে ধায়। তাই এদের এ অপমৃত্যু। এদের মিলন প্রজননের তাগিদে। এ প্রজনন কাল উত্তীর্ণ হতেই এরা শান্ত। ম্যাডাম কুকুরীর পেছনে ধায়না। তাই অপমৃত্যু হয় না বললে চলে।

মানুষ কুকুর থেকে পৃথক। মানুষ কুকুরের মনিব। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই মানুষের দাম্পত্য জীবন কুকুর কুকুরীর থেকে আলাদা।

মানুষের বেলায় *Lads First, not Ladies First*. আদম পূর্বে সৃষ্টি। তাঁর প্রয়োজনে পরে *Lady* মা হাওয়ার সৃষ্টি।

মা দের পর্দা বা হিজাব অবশ্য। তা না হলে বর্তমান অবস্থা অনিবার্য।

বাংলাদেশে বারো মাস নয়, এক যুগের বেশী দু' বেপর্দা, বেপরওয়া লেডীর রাজত্ব।

আল্ ক্বোরআনে সূরা আ'রাফের ১৭৫-১৭৭ আয়াতে আল্লাহর নিদর্শন ত্যাগ কারী মানুষদের কুকুর বলে তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার নীরখে মহা পণ্ডিত, বাকপটু ও উচ্চাভিলাষী বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন সাহেবরা দু' কুকুরীর পেছনে কুকুর রূপে এমন ভাবে পতিত যে, আপাত দৃষ্টিতে তার কোন বিকল্প নেই। গোটা জাতিকে বদরুদ্দোজা ও মহা আইনজ্ঞ কামাল হোসেনরা এমন ভাবে দু'নেত্রীর পেছনে ধাবিত করেছে যে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এ জাতি কুকুর কুকুরীর পেছনে মরছে। এ ধারা চলতে থাকলে কি আপনাদের বাংলাদেশ দাতা ও দাদাদের *AIDS/HIV* র তৃতীয় চ্যাম্পিয়ান ট্রফীটি জিতবেনা?

মূর্খতা ও নিরক্ষরতার পার্থক্য বুঝতে হবে।

মূর্খ *Illiterate* এবং নিরক্ষর *Unlettered*. বহু অক্ষর জ্ঞানের পরও মানুষ পশুর চেয়ে নির্বোধ ও মূর্খ হয়। যেমন বর্তমান বিশ্বের শিক্ষিতরা। কুকুর শূকর যৌনমিলন পারতঃপক্ষে মানবদৃষ্টির আবডালে গিয়ে সারতে চেষ্টা করে। তাদের মিলন দৃশ্য প্রদর্শন করতে চায়না। অক্ষর জ্ঞানে উন্নত (?) বিশ্বের উন্নত লর্ড ও লেডীরা পিঠে কুকুর চড়িয়ে তার ভিডিও অডিও করে ব্যবসা করে!

এ *Lord* ও *Lady* দের মূর্খতা ঢাকার জন্য যারা এদের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী শিক্ষাপ্রাপ্ত নবী সঃ এর সাথে তুলনা করেছে, তাদের আল্লাহ ভোগের ইফতার পার্টি করে সুশীল সমাজের মঞ্চ তৈরীর ঘোষণা দিলেই রেহাই দেবেন না। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তওবা ও ত্যাগের অগ্নী পরীক্ষা দিয়ে। ঐশী জ্ঞানের লোকেরা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিরক্ষর হন। যাতে অক্ষর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তাদের *Corrupt* করতে না পারে। *They are unlettered literate. So was the prophet, not your madam!* কথা বলতে সাবধান হতে হবে।

ত্যাগের দ্বারা মানুষ ধন্য হয়। ধনী হয় না। যে ত্যাগে যতো নিঃশেষ, সে ততো ধন্য। আপনারা ভোগে ধনী হয়ে ধন রক্ষার্থে, বা আরো ভোগ ও ধনের জন্য কি এসব বলছেন? পদলোভীরা পদ চায়। পদ পেলে পদাঘাত ছাড়া পদত্যাগ করে না।

সৃষ্টির ত্যাগী সেবক কুল, ত্যাগে ধন্য হতে চান। পদ চান না, নেন না। এমনকি চুমু খাওয়ার জন্য পা চাইলেও তারা পা বাড়িয়ে দেননা। তারা পদচ্যুত হন, না কেউ তাদের পদাঘাতে পদচ্যুত করতে পারে?

ত্যাগীদের হারাবার কিছু থাকেনা। ভোগীরা সর্বদা হারানোর ভয়ে ভীত কাতর থাকে। তারা কাপুরুষ ও কাপুরুষদের পিতা হয়ে থাকে।

ভোগীর সন্তানরা ভোগের নিমিত্ত পিতা-মাতার সঙ্গী হয়। স্ত্রী-পরিজনরাও। যখনই তাদের ভোগের বেল্ট টাইট দেয়া হয়, ঠিক তখনই তাদের মূল চেহারা ভেসে উঠে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সচ্ছলতার পর কৃচ্ছতার পরীক্ষা নেন। রাসূল সঃ তাঁর স্ত্রী ও সঙ্গীদের পরীক্ষা করেছেন। তাঁর স্ত্রীরা তাতে ব্যর্থ হলে আল্লাহ তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। একমাত্র হযরত ইব্রাহীম সপরিবার সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানরা ইব্রাহীমী মানদণ্ড হারিয়ে পরস্পর নিধন যজ্ঞে লিপ্ত হয়ে বর্তমান বিশ্ব সম্রাসের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বকে সম্রাসের অভিশাপ মুক্ত করতে সর্বপ্রথম এক ইব্রাহীমী চরিত্রের অভ্যুদয় ঘটতে হবে।

বর্তমান ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম সম্রাসের ত্রিশূল ভাঙতে পারলেই বিশ্ব শান্তি আসবে।

অন্যথা নয়।

বিশ্বের চরম দুর্দশাগ্রস্ত দেশ ও জাতির মধ্য থেকে সে দ্রাতার আবির্ভাব হবে বলে আল-ক্বোরআন ও রাসূল সঃ এর ইঙ্গিত রয়েছে। আপনারা বাংলাদেশকে যেখানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে ভূ-পৃষ্ঠে এই দেশের চেয়ে নরক তো আর কোথাও নেই! অমাবশ্যার পর আলোর ইঙ্গিত নিয়ে যে চাঁদ ওঠে, আল্ হেলাল। তারপর যে চাঁদ পূর্ণত্ব লাভ করে সকল অশঙ্কার দূর করে, তা' বদরুদ্দোজা। আমাদের বদরুদ্দোজাদের কি সে ঈমান আছে?

ইসলামে বিশ্বাসী প্র্যাকটিসিং মুসলিম জাতির মধ্যে বেতনভূক লোক হতে পারেনা। বেতনভূক লোক পরাধীন, স্বার্থপর হয়। আর মুসলিম মানেই নিজে স্বাধীন হয়ে অন্যকে স্বাধীনতার পথ দেখায়।

ইসলামে বেতনভূক লোকের নেতৃত্ব নেই। বেতনভূকদের শাসনই উপনিবেশবাদ। এ শাসকরা দেশীয় হলেও শোষণক। বিদেশ থেকে এসে কোনো লোক কোনো দেশ দখল করে বিনা বেতনে প্রয়োজনে শুধু জীবন ধারণের ভাতা নিয়ে সে দেশ শাসন করলে, সে ও তার লোকেরা সে দেশের সেবক।

বিশেষ করে ইসলামে কোনো অবস্থাতেই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারীরা বেতনভূক হতে পারবেনা।

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বিচারক ও উকিল শ্রেণী পেশাদার হতে পারেনা।

ইসলামে জননিরাপত্তা বিধায়করা বেতনভূক হতে পারবেনা। যেমন পুলিশ বাহিনী। ইসলামে চিকিৎসকরা কোনোমতেই পেশাদার হতে পারবেনা। তারা সেবক হবে।

ইসলামে সেনাবাহিনীও পেশাদার হতে পারবেনা। হলে তারা দেশ বিক্রি করে।

বর্তমান বেতনভূক সরকার, আমলার শাসন, স্বদেশী উপনিবেশবাদ।

আলেমরা ধর্ম ব্যবসায়ী। এদের পেছনে সালাত অবৈধ।

পুলিশরা দুর্বৃত্ত, ডাকাত।

উকিলরা ক্রাইম ব্রীডার ও লালনকারী।

চিকিৎসক ডাক্তাররা মানব শকুন। পার্থক্য হলো, পাখী শকুন মরলে খায়, আর চিকিৎসকরা আমরণ মানব দেহ চুষে খায়। ঔষধ প্রস্তুতকারীরা সমাজকে বৃণ্ন করে ডাক্তারদের হাতে তুলে দেয়, এবং পরস্পর বৃণ্ন সমাজকে শোষণ করে। প্রাচুর্যের সংসার পোষ্যদের নির্দয় শোষণরূপে পালন করে সমাজকে ব্যাধীগ্রস্থ করে। এরা এদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের প্রতিও নিষ্ঠুর হয়। কৃচ্ছ, ত্যাগী জীবন তার বিপরীত।

বেতনভূক সেনাবাহিনী দেশের শোষণকদের নিরাপত্তা প্রদানকারী বাজেটের সিংহ ভাগ ভোগী সশস্ত্র শোষণক, বর্গী।

সোহেল-সালমানের বাবা, ফজলুর রহমান নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতেন। ওদের মা স্কুল চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করতেন। এখন তার ছেলেরা নীচ শ্রেণীর ভোগবাদী, জনগণের সম্পদ অস্বাৎকারী, ঋণ খেলাফী!

শামসুদ্দোহা একজন মধ্যবিত্ত মুখতারের সন্তান ছিলেন। পরবর্তি প্রাচুর্যের জীবন তার চার ছেলে মেয়েদের এমন সীমা লংঘনকারী করেছিলো যে তাদের দুর্ব্যবহারে তাকে পক্ষাঘাতে পড়ে বিদায় নিতে হয়েছে।

আপনাদের পাড়ার নিকাহ্ রেজিস্ট্রার গোলাম আযমদের বাপ-দাদা দরিদ্র ধার্মিক পরিবার ছিলো। কিন্তু প্রাচুর্যের স্বাদ ও সাধ গোলাম আযমকে এমন অন্ধ করে যে এ দেশের সুশীল সমাজ গড়তে যে চারিত্রিক যুব শক্তির প্রয়োজন, তার সম্ভাবনাময় শক্তিকে ইসলামী আন্দোলনের নামে জড়ো করে আপনার অষ্টম শ্রেণী পড়ুয়া কসমেটিক ম্যাডামের বেদীতে বলী দিয়েছে। এ লোকটি এখন একটি জাহান্নামের কীট। সম্ভবতঃ এ গোলাম আযমের পিতাই আপনার বিয়ের কাজী!

এ পরিস্থিতিতে আপনার ও ডক্টর কামাল হোসেন আপনাদের পেশাদারী চমক দিয়ে ঘড়ির কাঁটা কোনো কল্যাণের দিকে ঘোরাতে পারবেন না বলে দিচ্ছি। পত্র-পত্রিকার কার্টুনে ও লেখায় আপনাদের দু'জনকে দু'নেত্রী ছাগীর তৃতীয় বাচ্চা বলে উপহাস করছে!

*Cosmatic Outfit* উৎখাত করতে *Cosmic Charisma* চাই। শাহ্ আজিজ প্রসাধনীর পথ বুখতে পারেনি। নিজেই মিলিয়ে গিয়েছে। তখন সম্ভবতঃ আপনি ম্যাডামের পক্ষে ছিলেন!

বিশ্ব আজ *Debauch Delusion* এর প্রাবণে প্রাবিত, *Deluged*.

এ অবক্ষয়ের চরম নির্দেশক আপনার খালেদা ও কামাল হোসেনের হাসিনা।

এদের *Deluge of Noah* ই ঘরে ফেরাতে পারে।

ঐশি ধর্ম বা *Divine Faith* এখন একমাত্র *Panacea*.

আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মে দু'ছাগীর তৃতীয় বাচ্চাসম ফালতু তৃতীয় শক্তি না হয়ে দু'ছাগীর নিয়ন্ত্রক পাঠাসম প্রথম শক্তির প্রয়োজন। জাতীয় বিবেক অতিষ্ঠ হয়ে পাঠার নিয়ন্ত্রন চায়। ছাগী পাঠির নর্তন কুর্দন চায়না।

### কেইস হিন্দুর নিরীখে ব্যবস্থা পত্র:

মানুষ ঐশ্বরিক, নয় অসুরিক, *Divine or Devil*, কিন্তু মানব প্রকৃতি ঐশ্বরিক।

ত্যাগ ও নির্লোভতা মানুষকে ঐশ্বরিক করে। ভোগী ও বিলাসী শাসকরা মানুষকে অসুরিক করে। আবু সাঈদ চৌধুরীকে নৈরাশ্য বা পদলোভ প্রেসিডেন্সী থেকে মোশতাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্বে নামিয়ে অপমানিত করে। এবার যেনো বি, চৌধুরী তার শিকার না হয়। নারী গৃহে গৃহলক্ষী, জায়া, জননী। রাজপথে বেশ্যা ও বারবনিতা। মা বোনের সাথে বিবাদ বাড়ির চার দেয়ালে নিষ্পত্তি করতে হয়। কখনো রাজপথে, ঘরের বাইরে নয়। রাজপথে নামা মাত্র রাজপথের লুচা-লম্পট নারীর পক্ষ নেয়। নারী জিতে, নর হারে। বাংলাদেশে মহাবিপদ! দু'ঘর ভাঙ্গা নারীকে বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন রাজমঞ্চে, রাজপথে নামিয়েছে। হাটবাজারের সকল অসুর তাদের পেছনে উন্মত্ত কুকুর। ওদের ঘরে ফেরাতে, জনতাকে ঘরমুখো করতে ঐশ্বরিক পথ ও পাথেয় চাই। বাচালতার সুশীলতা কোনো কাজে আসবেনা। বুশ-ব্ল্যেয়ারকেও শয়তান ধর্মের ডিভাইনিটির পতাকা দিয়ে বিশ্ব বাজারে নামিয়েছে। তাদের কোয়ালিশন সেনারা *Army of God*, যেমন তাদের ডলারে লেখা *IN GOD WE TRUST*। এখন মিথ্যা গডের মোকাবেলায় ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের গড আল্লাহর পতাকা নিয়ে নামতে হবে। তবে বিন্ লাদেন ও মোল্লা উমরদের সন্ত্রাসী আল্লাহকে নিয়ে নয়। আরবরা তাদের তেল সম্পদ, খনিজ সম্পদ শত্রুদের দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের গ্যাস দিলে বদরুদ্দোজারাও শেষ হবে। যেমন তেল দিয়ে ফাহুদ, সাদ্দাম ও গাদ্দাফীরা শেষ হয়েছে।

বিশ্ব গোলকের *Devil* কে ঠেকাতে বিশ্ব পালকের *Divine* নেতৃত্ব চাই। ডিভাইন শাসন জাতির জন্য ভাত-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান নিশ্চিত করে। শাসক শ্রেণী শাসিতদের মাঝে কৃচ্ছতার আদর্শ স্থাপন করে। শাসকদের বিলাসী জীবন জাতিকে বিলাসিতার নরকে নিক্ষেপ করে।

নগর সভ্যতা ও নগর জীবন পাপাচারের লীলাভূমি। সূদী অর্থনীতি ও “হোটেল ব্রোথেল” তার ব্যবসা-জীবিকা।

“গৃহের জন্য নারী, বাসের জন্য বাড়ি, চাষের জন্য ভূমি ও কর্জে হাসানার জন্য পুঁজি” আল্লাহর বিধান। হোস্ট এ্যান্ড গেস্ট, সরাইখানা ও অনাথ আশ্রম তাঁর বান্দাদের পার্থিব জীবনের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, ও সমাজ ব্যবস্থা।

আমেরিকা পুঁজির সূদ প্রায় মওকুফ করে শতকরা ১.৫% সার্ভিস চার্জে নামিয়েছে। অথচ আমাদের জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ প্রভৃতির মাধ্যমে চড়া সূদ চাপিয়ে দেশ, জাতি ও মা বোনদের বেশ্যালয়ের বিশ্বায়নে নিক্ষেপ করছে। বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনের খালেদা ও হাসিনার রাজনীতি তার নির্দেশক। ইউরোপ আমেরিকায় কি হাসিনা খালেদার মতো নারীর অভাব? বদরুদ্দোজাদের অন্তর চক্ষু খোলার জন্য এই নির্দেশক কি যথেষ্ট নয়?।

আল্লাহ কর্তৃক, তাঁর করুণায় আমি ঐশি আদর্শে লালিত পালিত তাঁর বিশেষ দাস। নবী রাসূলরা আমার আদর্শ। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসে লিপ্ত ইয়াহুদীবাদ, খ্রিষ্টানবাদ ও মোহামেডানবাদকে নির্মূল করার জন্য আল্লাহ আমাকে ইব্রাহীম খলীলের আদর্শের আলো দান করেছেন। যার আদর্শের দাবিদার এ তিন সম্প্রদায়। মূলে তারা মিথ্যুক। তারা কেউই মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের মানেনা। তাই এখন জাতি সাম্প্রদায়িকতা দ্বন্দ্বের মূর্তি-মীনার ভাংতে ইব্রাহীমী কুড়াল চাই।

৭১ সালে আমি ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের দালালীর বিরুদ্ধে ছিলাম। ৭৩ সনে আমাকে আল্লাহ মক্কা নিয়ে যান। সেখানে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকুসার নির্মাতা বাবা ইব্রাহীমের রুহের সাথে সাক্ষাত মেলে। মুহাম্মাদ সঃ-এর পূর্ণ রিসালাতের আদর্শের দিকদর্শন দেখতে পাই। দেখতে পাই, মক্কা, মদীনা ও আকুসা সবই জায়নবাদী, খৃষ্টানবাদী ও নব্য আরব আবু জেহ্লদের পদতলে বন্দী। আমি বাদশাহ ফয়সালকে কিছু সত্য কথা বলি। তাতে সে আমাকে সে দেশের নাগরিকত্ব দান করে। সে দেশের শিক্ষাক্রম সংস্কার করে তার দৃষ্টান্তে মুসলিম বিশ্বের পাঠ্যক্রম তৈরীর উদ্যোগ নেই। সে উদ্দেশ্যে বাংলার ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ হাসান জামান ও ডঃ আলী আশরাফ ও অন্যান্য দেশের তথাকথিত মুসলিম স্কলারদের জড়ো করার

প্রয়াস নেই। কিন্তু মূল ঈমানের ধনে দেউলিয়ারা রেয়াল, দীনার, দিরহাম ও ডলারের লোভ ও ভোগে ভেসে যায়। আমি তাতে আরো সত্যের গভীরে ডুবে যাই। প্রাপ্তি হয় আমার নতুন মেরাজের। দেখতে পাই সকল নবীদের মসজিদে হারাম, মসজিদে আকুসা ও মসজিদে নববীর চত্বরে।

ফলে অপর দিকের অসুরদেরও দেখতে পাই কা'বার চত্বরে। মিশরের সাদাত, ইরানের শাহেনশাহ, লিবিয়ার গাদ্দাফী, মরোক্কোর হাসান, জর্ডানের হোসেন, ইরাকের হাসানাল বাকর, ইয়ামেনের হামদী, কুয়েতী আল সাবাহ ও আমিরাতের আল নাহইয়ান দুর্বৃত্তদের।

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে স্বদেশী মুজিব, জিয়া, ভুট্টো ও ইয়াহুইয়া খাঁদের কুৎসিত কদাকার চেহারা।

কা'বা ঘর ধরে এদের নির্মূলের জন্য কাতর মিনতি করি।

মালিক হয়তো শোনেন।

শুরু হলো এদের নিধন, অপমৃত্যু। প্রায় এরা সবাই শেষ হলো।

এর মধ্যে বদরুদ্দোজার মেন্টর জিয়ার উদয় হলো। তার লোক আমার সাথে যোগাযোগ করে আমার সহযোগিতা চাইলো। একবার তার ক্ষমতা দখলের সাথী এম, এ, তাওয়াব রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করে বললো, *My chief seeks your help.* উত্তরে আমি বলেছিলাম, *"You guys are time server actors. Islam is the Deen of Allah. It warrants action, not acting. Very soon your chief would oust Sayem. Till now he is under the cover of Sayem. A sharp shooter is perhaps in wait. The moment the bird would come out clear, you may hear a bang..... So is the history."*

আমি জিয়ার দূত হুমায়ূন রশীদে *Diplomatic* ডাকে জিয়াকে বলেছিলাম *If you mean action, Allah would help you. You would not need person like me. If you want acting, the God of Ayyub, Yahya and Mujib is there. You would get your due.*

সবশেষ কথা, বিশ্বে নূহের প্লাবনসম পরিবর্তন আসছে। সে মহা কল্যাণের সূচনা বাংলাদেশ থেকে হতে পারে। কারণ, এদেশ দারিদ্র্য ও দুর্নীতিতে তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়ে চতুর্থবার হতে যাচ্ছে।

পঞ্চমবার হওয়া থেকে রোধ করতে নমরুদের ব্যাবিলোনিয়ান নগর পাপাচার ও ভ্রষ্টাচার নির্মূলের পদক্ষেপ নিতে হবে।

নমরুদের ব্যাবিলোনিয়ায় বাড়ি ভাড়া, দেহ ভাড়া ও অর্থ ভাড়া (সূদী অর্থনীতি) প্রবর্তিত ছিলো। ফলে ব্যাবিলোনিয়া পাপাচারের নগরী ও ব্যাবিলোনবাসী পাপিষ্ঠ জাতিরূপে অভিধান ভুক্ত হয়।

নমরুদ ও ব্যাবিলোনিয়ার সমাজের বিরুদ্ধে বুখে দাঁড়ান হযরত ইব্রাহীম। শোষণের প্রতীক সকল *Sculpture* গুড়িয়ে তিনি দেশান্তরীত হয়ে মক্কা ও মসজিদে আকুসার নগরীর পত্তন করেন। সে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ ইব্রাহীম ও মুসলিম জাতির নগর ও পল্লী উন্নয়নের আদর্শ। সে সমাজে বাড়ি ভাড়াও হয় না ও বেশ্যালয় হয় না। সমাজে সকলের সমান অধিকার হয়। *Guest and Host* তাদের বিনোদন। *Hotel Brothel* অচিন্তনীয়।

সে নিয়ম ত্যাগ করার পাপে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আপনারা নিজ নিজ নগরীর বেশ্যালয়ের বাসিন্দা হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সম্রাসের সহায়ক।

কবিরাজ বদরুদ্দোজা!

এ বিশ্ব আল্লাহর। ঈমানহীনতার রোগে বিশ্ব রুগ্ন। নগর সভ্যতার অসভ্যতা এর ক্যান্সার।

এ রোগে নাস্তিক রাশিয়ার মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে ওর ছাগল ছানারাও মরেছে ও মরছে। আস্তিক বিশ্বের ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডাদেরও মরার মড়ক লেগেছে। ম্যাড কাউ রোগের ন্যায় রোগে ওরা আক্রান্ত।

মধ্যপ্রাচ্যের নব্য নমরুদ ও ফারাও সাদাম, ফাহুদ ও গাদ্দাফীরা মরেছে ও মরছে। ওদের লাশের উপর বুশ, ব্ল্যার ও শ্যারনরা হায়েনা রূপে শেষ দিন গুনছে।

ইব্রাহীম খলীলের নামে এরা তিন জাতি মিথ্যাচারের পাপে অভিযুক্ত। মধ্যপ্রাচ্যে ওদের কবর হবে। তাই আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরের ওপার থেকে এনে আল্লাহ তাঁর পবিত্র ভূমিতে জড়ো করেছেন।

আমি নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের সূত্রধর, ইব্রাহীমী নিরাময় শাস্ত্রের সুসংবাদ প্রদানকারী। এ বিশ্বে মানবতা রুগ্ন হয়েছে বলে গোটা সৃষ্টিকূল রোগাক্রান্ত। এইড্‌স্, এইচ আই ভি, আনবিক ও দানবিক সকল সমস্যার মূলে মানবতা বর্জিত মানুষের দুঃশাসন।



আল্লাহ এক, সৃষ্টি এক ও মানবজাতিও এক। এদের মাঝে দূরত্ব ও বিভাজন সৃষ্টিকারী শয়তান। এর একমাত্র সমাধান, এক আল্লাহ, এক বিশ্ব ও এক মানব জাতি। ঐক্যের বাঁধন মন্ত্র, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।

বর্ণ ও গোত্রবাদহীন বাংলাদেশ থেকে বিশ্ব ঐক্যের ঐশি পতাকা তুলতে হবে। আজ বা কালই। হাতের পাঁচ আঙ্গুলের অংকে পাঁচ দফার কর্মসূচী নিয়ে আযান উচ্চারিত হতেই মুক্তির ভূকম্পন সূচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বুশ, র্লেয়ার ও শ্যারন কিন্তু ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে এসেছে। এর ক্রুসেডই বুশ ঘোষণা করেছে। এ কথা সর্বদা স্মরণ রেখে কর্মসূচী ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

পাঁচ দফা নিরূপ ঘোষণা করা যেতে পারে।

**এক) শাসকরা প্রহরীহীন জীবন যাপন করবে।** শোষক শ্রেণী জালেমদের বিলাসী জীবন বিসর্জন দিয়ে ত্যাগী জীবন যাপন করবে। মনে রাখতে হবে যে যাকাত নিতে গিয়ে মানুষ মরে। যাকাত দিতে গিয়ে কেউ মরেনা। যাকাত দান ত্যাগ। ত্যাগের প্রতিযোগী হয়না। হলেও ত্যাগীদের সংখ্যা এতো হয়না যে ভীড়ের চাপে মৃত্যু হয়। ভোগের প্রতিযোগীর সংখ্যা অগনিত। তাই ভোগের প্রতিযোগীতায় অপমৃত্যু হয়।

শাসকরা কখনো বেতন-ভুক হবেনা। যেমন পিতা বেতন-ভুক হয়না। প্রয়োজনে শুধু ভাতাভুক হতে পারে। তবেই শাসকের পেছনে নামাজ হবে। যে নামাজ সমাজকে ঐশিক সুশীল করে। হযরত ইব্রাহীম সে সুশীল মানবজাতির আদর্শ পিতা।

এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টান্ত স্থাপন মাত্রই বিশ্বের সুশীল ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা নূহের প্লাবনের ন্যায় ঐক্যের জোয়ারে ভেসে আসবে। আল্‌ক্বোরআনে হযরত ইব্রাহীমকে নূহের একান্ত অনুসারী বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে বিশ্বে সম্ভ্রাসে লিপ্ত যে ইয়াহুদীবাদী জু, খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার ও বিন্‌ লাদেনী মোল্লারা রয়েছে, ইব্রাহিমী বিশ্বায়নের ডাক কানে পৌছাতেই ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সকল শান্তি প্রিয় মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের উপর বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী ওদের সম্ভ্রাসী গডফাদারদের ত্যাগ করে বিশ্ব শান্তির কাফেলায় যোগ দিবে। ইনশা আল্লাহ। বিশ্বের ঈমানদার মানুষ সম্ভ্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বিশ্ব চায়। সম্ভ্রাসকে ঘৃণা করে।

হে মানব দেহের চিকিৎসক! ক্ষনিকের জন্য আমার সাথে মানব অট্টা ও মানব মনের সাহচর্যে অবস্থান নাও। আল্লাহর সৃষ্টির সর্বসেরা দান মানুষ। এখন যে জাতি ঐশি আদর্শে মানব সম্পদের উন্নয়ন করবে, সে জাতি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে। শুধু বস্তুবাদী, ভোগবাদী মানব উন্নয়নকারীদের দিন শেষ। এখন মানব প্রতিভার উন্নয়নের জন্য নবী রাসুলদের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। এখন নবী-রাসুল হওয়ার সুযোগ নেই। প্রয়োজনও নেই। নবুওত্‌ রিসালাতের ধারা আল্লাহ শেষ করে দিয়েছেন এখন মহাসুযোগ, সকল নবীদের আদর্শের ধারক বাহক হওয়ার। তবেই বিশ্বের সকল আদম সন্তানদের নেতৃত্ব দেয়া যাবে।

আমি আল্লাহর নবীদের একাত্ম অনুসরণের অবস্থান নিয়ে বিশ্বের মানুষকে শান্তির পতাকা উড়াতে আযান দিচ্ছি। সে লক্ষ্যে আমি মক্কা মাদীনা ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসেছি। প্রথমে আমার ঘর-বাড়ি ও সন্তানদের সে পথে দাঁড় করিয়ে আপনাকে এ পত্র লিখছি। ফয়সাল আমাকে সৌদী নাগরিকত্ব প্রদান করে ছিলেন। কিন্তু ওদের ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সেবাদাসত্ব দেখে আমি সে দেশ ত্যাগ করেছি।

আমার দু’হাতের কামাই দিয়ে সোয়া দু’বিঘা জমি ক্রয় করে তাতে সম্ভব্য স্ট্রাকচার নির্মাণ করে তাকে, আল্লাহর পাঁচ নবী নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃদের অনুসারীদের বিশ্বায়নের কেন্দ্র রূপে উৎসর্গ করেছি।

বিশ্ব এখন মহাউত্থান, অথবা মহাপ্রলয়ের মুখোমুখি। বুশ, র্লেয়ার ও বিন লাদেনদের সম্ভ্রাস বিশ্বে মহা প্রলয়ের আগ্রাসন। বুশ-র্লেয়ার প্রক্লিতে শেরনের পক্ষ। বিন লাদেন আরবী বর্বরতার প্রতীক। এরা সবাই ধর্মের বর্ম পরে মানব সভ্যতা ধ্বংসের ত্রিশূল আকার ধারণ করেছে। এ ত্রিশূল ভাঙতে স্রষ্টা আল্লাহর সাহায্য চাই। খাঁটি ঈমানদার হলে অবশ্যই আল্লাহ আমাদের। ওদের জন্য শয়তান ইব্লিস।

আজ একাত্তরের রেজাকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও মুক্তিবাহিনী বঙ্গবীর একত্র হয়েছে।

হাসিনার বিরুদ্ধে খালেদা, ও খালেদার বিরুদ্ধে হাসিনাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশকে পৃথিবির পয়লা নম্বর দূর্নীতি পরায়ণ দেশ ও তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়িতে পরিনতকারী বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন তাদের কৃত পাপের সাক্ষ্য রূপে বিবেকের আদালতে পরস্পর মুখোমুখি। হযরত ঈসাকে শূলীবিদ্ধকারী ইয়াহুদীদের সাথে কথিত হযরত ঈসার অনুসারী খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে একত্র হয়েছে।

ইরানের শিয়া বিপ্লবের নেতা আমেরিকাকে ভূপৃষ্ঠে ‘মহা শয়তান’ বলেছিলো। খ্রিষ্টান ক্রুসেডের বুশ ইরানকে এক্সিজ অব ইভিলের অন্যতম বলেছিলো। এখন আল্লাহর মারে মধ্যপ্রাচ্যে ফাঁদে পড়া বুশ ও খোমেনীর শিষ্যরা পরস্পরের আলিঙ্গনের কাছাকাছি। বাম নগরীতে এক ভূকম্প বোম মেরে আল্লাহ ওদের বিধিবাম ঘটিয়েছেন।

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর এ বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় আল্লাহর সেনা দলে যোগদানে ধন্য হওয়ার ঐশি ঈমান ও *IQ* কি *AQ* বদরুদ্দোজার রয়েছে? ডঃ কামাল, গামছা সিদ্দিকী ও বিশ্বাসহীন আব্দুর রহমান বিশ্বাসদের ঈমানের বৈদ্যুতিক শক দিয়ে পাকা বয়সে বদরুদ্দোজাকে তার চিকিৎসা বিদ্যার চমক প্রমাণ করতে হবে।

বিশ্ব আজ স্বর্গীয় উত্থান ও নারকীয় পতনের কিনারে দাঁড়িয়ে। নারকীয়দের ধাক্কা মেরে নরকে ফেলে স্বর্গীয়দের স্বর্গারোহন ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে তার সূচনা সম্ভব। কারন, বাংলাদেশ গোত্র ও জাত-জাতি দ্বন্ধের অভিশাপ থেকে মুক্ত ভূ-খন্ড। ডঃ কামালের পাপ হাসিনার পিতা ও ডঃ বদরুদ্দোজার পাপ খালেদার স্বামী জিয়ার বাঙ্গালীত্ব ও বাংলাদেশীত্বের পাপ থেকে বাংলার মাটিকে পবিত্র ঘোষণা করতে হবে। মুজিব ও জিয়া এ পাপে অপমৃত্যু বরন করে আল্লাহর বিচারের হাজত বাসী। ক্লেয়ামত আসন্ন। কোনো ঐশি বিশ্বায়নের ইমামের হাতে তওবা করে ঈমান নবায়ন না করলে বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনদের, মিথ্যা জাতীয়তাবাদের পাপী হাজতবাসী, জিয়া, মুজিব ও জিন্নাহদের সাথে বিচারের জন্যে পরকালে মিলিত হতে হবে।

তওবার ঘোষণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ ক্ষুদ্র বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যে তথাকথিত উপজাতিরা রয়েছে, প্রথমে বাঙ্গালীরা তাদের বাঙ্গালী উপজাতিয়তা ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে উপজাতিয়দের সাথে এক ও অভিন্ন ‘আদি জাতি’ হতে হবে। আদম-হাওয়ার সন্তানরা এক অভিন্ন আদি জাতি। এ এক মানব জাতির সর্বশেষ ঐশি আদর্শ মুহাম্মাদ সং। তাঁকে আরবরা, আরবী, কোরেশী ও সাইয়েদ প্রভৃতি বানিয়েছে। যেমন বদরুদ্দোজারা চৌধুরী প্রভৃতি বৈষম্যবাদের সূচক!

বাংলাদেশ থেকে এ আদি সত্যবাদের পতাকা উত্তোলন করলে শুধু বাংলাদেশের উপজাতীয় সমস্যার সমাধান হবেনা, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদে পিষ্ট সকল উপজাতীয়রাও ইসলাম গ্রহন করে এক আদি জাতের প্লাবনে গোটা ভারতবর্ষকে হিন্দুত্ববাদ, তথা ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে পবিত্র করে তার সকল প্রতিমাকে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জিত করবে। সম্ভবতঃ এটাকেই বিশ্ব নবী সং গায়ওয়াতুল হিন্দ বা ‘মহা ভারত অভিযান’ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।

#### দুই) নারীর ক্ষমতায়ন, বৈশিষ্ট্যন :-

আল্লাহর বিধানে নর ও নারীতে কোনো বৈষম্য নেই। বৈশিষ্ট রয়েছে। বৈষম্য সৃষ্টি শয়তানের রাজনীতি। বৈশিষ্ট্যন আল্লাহর বেহেশতী বিধান।

পুরুষ বৈশিষ্ট্যে পুরুষ অনন্য, অতুলনীয়। নারী বৈশিষ্ট্যে নারী অনন্য, অতুলনীয়। আল্লাহর ধরায় ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত চাষাবাদের ভূমি না থাকলে মানব সংসার অকল্পনীয়। ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন মাটির ভূমি, তেমনি মানব সংসারের মানব উৎপাদনের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান নারী। তবে ভূমির ফসল উৎপাদনে কৃষকের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা মুখ্য। কিন্তু আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ উৎপাদনে নর-নারীর স্বেচ্ছাচারীতার অধিকার নেই। মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর লা শারীক দাসত্বের জন্য। ‘যার যার দেহ, তার তার ইচ্ছা’ এ স্বাধীনতা নেই। মানবদেহ, নর কি নারী, উভয়ের মালিক আল্লাহ। কৃষক-কৃষাণী। কৃষককে মালিকের আদিষ্ট ফসলের চাষ করতে হবে। কৃষাণীর ক্ষেতের মালিকও আল্লাহ। কৃষাণী শুধুমাত্র তার মনিবের আদিষ্ট পথে কৃষককে তার জঠরে ফসল উৎপাদন করতে দিবে। তা’ হলেই পুরুষ পিতা ও নারী মাতার সে সন্তান হবে, যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পিতা মাতার সুশীল সন্তান হয়ে পিতা মাতার বাধ্য ও সেবক হবে। বার্বক্যে পিতা মাতাকে পরিত্যক্ত হয়ে ওল্ড হোমে মানবের জীবন যাপন করতে হবেনা। বুড়োরা দাদা-দাদি, পিতা-মাতা রূপে ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি পরিবেষ্টিত পার্থিব স্বর্গীয় জীবন যাপন করে আল্লাহর এবাদাত করে পরকালে জান্নাতবাসী হবেন।

নর-নারী স্বেচ্ছাচারী হলে ব্যাভিচারী হবে, পারিবারিক জীবন থাকবে না। ফলে তাই হয়, যা বর্তমানে বিশ্বময় পারিবারিক বাঁধন ছিন্ন হয়ে এইড্‌স নামক ব্যাধির ক্লেয়ামত শুরু হয়েছে।

নারীর গৃহস্বর্গের ক্ষমতায় পুরুষ গৃহ স্বর্গের দাস হয় বলা চলে। নারীর গুছানো ঘর মানব পুরুষের পার্থিব স্বর্গ। পুরুষ ঘরের বাইরের কাজ সমাধা করেই গৃহাভিমুখে ধায়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

নারী ঘর ছেড়ে বাহির মুখি হলেই পুরুষ ঘর ছেড়ে রাস্তা মুখি হয়ে যায়। বর্তমানে নারী ঘর ছেড়ে রাস্তা সাজাচ্ছে বলে বাজারের প্রসাধনী ও বাজারের পন্য হয়ে তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা হারিয়ে যৌনকর্মী, যৌনশীল্লের পন্য হয়েছে। এ সত্য অস্বীকার করার জো আছে?

আল্লাহর পৃথিবীর মাঠ, ফসলের ক্ষেত। মানুষের ঘর বীজ রক্ষণাগার ও ফসলের ভান্ডার। নারী তার রক্ষক। আদম-হাওয়ার সন্তান পৃথিবীতে কিষাণ-কিষাণী। কৃষি করেই তারা বাঁচবে মরবে। কৃষি কাজে সহায়তায় প্রয়োজন শিল্পই শুধু স্থাপিত হবে। কৃষি কাজকে গৌন করে শিল্প গড়ার ফলেই ‘মানুষের মরণ পরিবেশ দূষণ’ এর অভিশাপ জন্ম নিয়েছে। বিকৃত ইয়াহুদী-খ্রিষ্টবাদী ধর্মীয় শোষণবাদের বিরুদ্ধে ফরাসী শিল্প বিপ্লব পৃথিবীকে এখানে পৌঁছিয়েছে যে ডি,এন,এ পরীক্ষা ছাড়া পিতৃত্ব নির্ণয় করা যায় না। হারামজাদা-হারামজাদীদের বিশ্ব খামার আজ মানব সমাজ। পশুর পেড্রিগী কিন্তু ঠিকই রক্ষা করা হয়। মানুষের নাই!

এ বিশ্বকে পুনঃ মানুষের বাসোপযোগী করতে নারীর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ক্ষমতায়ন এখন একমাত্র করণীয়। যে জাতি ঠিক এ মুহূর্তে তাদের মাতৃজাতিকে তাদের গৃহ সিংহাসনে বসাবে, আগামী দিনের বিশ্ব ও বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের গৃহের ভূতা হবে। এটাই নারীর ক্ষমতায়ন। তার বিপরীত বেশ্যায়ন।

বাংলাদেশ বর্তমানে ঘরভাঙ্গা নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্রষ্টাচারে শীর্ষে। সরকার ও বিরোধী দলীয় পাপাচারে পার্থিব জাহান্নাম বাংলাদেশ। এর জন্য প্রধান দু’ আসামী ডঃ কামাল ও ডাঃ বদরুদ্দোজা। এটাই আল্লাহ নির্দেশিকা যে বাংলাদেশ থেকেই নারীর স্বর্গীয় ক্ষমতায়নের সূর্য্যদয় ঘটতে হবে। তবেই বদরুদ্দোজা নামের স্বার্থকতা হবে।

মুসলিম সমাজ, নবীদের সমাজ, তাতে ইব্রাহীম পুরুষ। হাজেরা-সারা তার নারী। ইসমাঈল ইসহাক তাঁর সন্তান। মক্কা তাদের সমাজ আদর্শ। গৃহবাসী ও প্রবাসীর "Host and Guest", তাদের বিনোদন, ভ্রমণ ও আপ্যায়ন। রাত-দুপুরে বাবা ইব্রাহীমের ঘরে মেহমান আসে। তিনি মেহমানদের জন্য আলু গো-বাচ্চা রোস্ট করে উপস্থিত করেন। বিশ্বের ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানরা ইব্রাহীমী ধর্মের দাবিদার! তারা "Host and Guest" নির্মূল করে নেমরুদের Hotel and Brothel চালু করে বেশ্যায়ন করছে! তাই তাদের মধ্যে পরস্পর নিধনের হলোকস্ট!

বেহেশতের ছর পরীদের ন্যায় নারীর গৃহায়নের বিশ্ব আন্দোলন দিয়ে আমাদের এ পৃথিবীতে এ জীবনেই আমরা পরকালের বেহেশতের মহড়া দিবো। ইনশা আল্লাহ।

নারীকে খোলাখুলী সামনে এনে সমঝোতার মাধ্যমে গৃহবধু মা বোনদের আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায়নের দ্বারা এইডস/এইচ আই ভির ম্যাডামদের থেকে পৃথক করতে হবে। গৃহলক্ষ্মী নারীকেই ঘরভাঙ্গা বাজারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাদের পুরুষ পিতা, স্বামী ও ভাইদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তবেই হাসিনা খালেদারা ঈমান থাকলে ঘরের সন্ধান পাবে। আর ঈমান না থাকলে ইহকালে পরকালে পিতা ও স্বামীর পরিণাম নিয়ে আল্লাহর বিচারের মুখোমুখি হবে।

নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য নয়। সকল বৈশিষ্ট্যের সম্মানে তাকে অভিষিক্ত করেই তার ক্ষমতায়ন ঘটতে হবে। মা, বোন, ও স্ত্রী কন্যারা ঘরের রানীর মর্যাদায় আসীন হয়ে নারীবাদী হাউগিলাদের সমাজ থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত করবে। পুরুষদের কর্ম শেষে ঘরমুখি করবে। প্রত্যেক সংসারে ভালো রসনা ও আপ্যায়নের উপর জোর দিবে ফলে যে রাস্তা ঘাটে ফাস্ট ফুডের মহামারী আরম্ভ হয়েছে, তা যেনো সমাজ থেকে উঠে যায় ফাস্ট ফুড ও কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহের প্রচলন রুখতে হবে।

এ কেমন তরো অভিশাপ যে তথাকথিত নারীবাদীরা, শিক্ষিত মহিলারা রান্না ঘরের রান্না বান্না ভুলে বুয়া ও ঝিদের উচ্ছিষ্ট ভোগী হয়ে হাটবাজারে হোটেল রেষ্টোরা ও ফাস্টফুডের দোকানে ভীড় জমাবে? মা বোনদের লজ্জা শরম জলাঞ্জলী দিয়ে তারা হোটেল-ব্রোথেলের লালসার প্রাণী হবে?

বেশ্যায়নের মুক্ত বাজার ও মুক্ত অর্থনীতি গোলকায়নকারীরা নারীকে তাদের রাজ্যে ঘরছাড়া করে হোটেল মোটেল ও পানশালায় জড়ো করেছে। কিন্তু সেখানেও পুরুষরা শেফ ও বাবুচী? মেয়েরা সেখানেও বেদখল!

আমাদের দেশ থেকে পুনঃ নারীকে তার হারানো মর্যাদায় পুনর্বাসিত করার আন্দোলন আমাদের মা বোনদেরই আরম্ভ করতে হবে। তবেই পুরুষরা ঘরমুখি হয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে পুনঃ হারানো ঐতিহ্যের পারিবারিক জীবন যাপনে ধন্য হবে। ঘর ভাঙ্গার নরকে পুনঃ স্বর্গ নেমে আসবে।

এক্ষেত্রেও কামাল হোসেন ও বদরুদ্দোজা সাহেবদের অগ্রণী ভূমিকা ঘোষণা ও পালন করতে হবে। কারন, তারাই যে আমাদের জাতীয় জীবনে ঘর ভাঙ্গার মঞ্চ ও নাচঘর তৈরী করে জাতিকে দিশেহারা করে, নিজেরাও দিশেহারা!

হানিফের জনতার মঞ্চ ও কামাল হোসেনের গন ফোরাম সম বদরুদ্দোজার বিকল্প সুশীল সমাজের ডাক জনোমনে কোনো চমক সৃষ্টি করবেনা। পুনঃ জন্মের মতো তওবা করে আমাদের ঐশি গন অভ্যুত্থানের ডাক দিতে হবে। তবেই অসুর শক্তির পরাজয় সূচীত হবে। বিশ্বের আনবিক দানবরা মানবিক গন জোয়ারে পানিতে লবন মেলানোর মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। নারীর বৈশিষ্ট পূর্ণ ঘরে ফেরা মানব জাতির পুনঃ বাসর ঘর ও বাসরীর প্রেম-প্রীতির পুনরুত্থান ঘটবে।

#### তিন) পাপমুক্ত, হালাল, মুক্ত অর্থনীতি:-

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তার জন্য আর্থ সামাজিক কাঠামোও দান করেছেন। নরনারীর সংসার জীবনকে স্বর্গীয় বা নারকীয় করায় অর্থনীতির ভূমিকা মূখ্য। নারী পুরুষের দেহব্যবসা যেমন ক্ষমার অযোগ্য বেশ্যাবৃত্তি, অর্থ দিয়ে অর্থ ব্যবসা তার চেয়েও মহাপাপ। আল্লাহ সুদী অর্থনীতিকে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমপরিমান পাপ বলে আল ক্বোরআনে উল্লেখ করেছেন। তার ব্যাখ্যায় রাসূল সঃ বলেছেন সুদী ব্যবসায়ীদের লঘুপাপ আপন মাতার সাথে ব্যাভিচারের সমতুল্য। এ প্রেক্ষিতে সুদী অর্থনীতির গুরু পাপ কি জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় “কাবা ঘরের ছাদে মাতাকে ধর্ষন সম”। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজেউন!

বিশ্বের অমুসলিম উন্নত সমাজে যে সুদী ব্যাংকিং চালু রয়েছে, তা তাদের মা বোনদের সাথে ব্যাভিচারের ব্যবসা। তাই সম্ভবত ওদের সমাজে মা ছেলে, পিতা কন্যা ও ভাই বোনের যৌনাচারের মহামারী চালু হয়ে বিকৃত যৌনাচারের এইডস/ এইচ আই ভির জন্ম দিয়েছে। এরা মূলতঃ ইয়াহুদী খৃষ্টান সম্প্রদায় ভুক্ত।

মুসলিম বিশ্বের তথা কথিত মুসলমানরা আল ক্বোরআন ও রাসুলের আদর্শ অমান্য করে যে আধুনা “ইসলামী ব্যাংকিং” চালু করেছে, তা মক্কায কাবাঘরের ছাদে মাকে ধর্ষণ করার নামান্তর। তাই আল্লাহ তাদের মক্কা, মদিনা ও মসজিদে আকসা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পদতলে দিয়ে আরব বিশ্বের তেল ও খনিজ সম্পদ বুশ, ব্ল্যার ও শ্যারনের হাতে তুলে দিয়েছেন। কুয়েত, সৌদী আরব ও ইরাক দখল তার ফল।

এবার একটু ভেবে দেখা যাক যে সুদী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা এতো জঘন্য পাপ কেনো?!

সুদী শোষণ ব্যবস্থা মানব জীবনকে নারকীয় করে ফেলে। নরনারীকে ব্যাভিচারী করে তোলে।

কি ভাবে? সুদী অর্থ ব্যবস্থায় জীবন ধারনের জন্য প্রত্যেক মানুষকে তিনগুন শ্রম দিতে হয়।

একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

কয়েক ব্যক্তি একটি শিল্প গড়তে ব্যাংক থেকে দশ কোটি টাকা নিলো। সুদের হার পনের টাকা। যেমন বাংলাদেশ ইসলামী (?) ব্যাংক নিচ্ছে। শিল্প মালিকদের শতকরা দশ ভাগ লাভের দরকার। তারা কারখানা তৈরী করে তা বছরের শুরুতে প্রডাকশন বাজারে ছাড়লো। ধরা যাক, এক গজ কাপড়ের তৈরী খরচ ১০০ টাকা। তার সাথে ব্যাংকের সুদ ১৫ টাকা মালিকদের লাভ ১০ টাকা। এখন এর মূল্য হলো ১০০+১৫+১০=১২৫ টাকা।

কিন্তু কারখানা তৈরী করতে এক বছর লেগে গেলো। পণ্য বাজারে আসলো দ্বিতীয় বছর। এখন মূল্য হলো ১০০+৩০+২০=১৫০ টাকা।

এ পণ্য ক্রেতাকে ক্রয় করতে হলে শতকরা ৪০ টাকা বেশী দিতে হচ্ছে। সে ১০ টাকা ঘন্টায় এগারো ঘন্টা পরিশ্রম করে এক গজ কাপড় কিনতো। কিন্তু সুদের জন্য তাকে পনের ঘন্টা শ্রম দিতে হলো। সুদ তার ৬০বছর কর্মজীবনের ১৬ বছর খেয়ে ফেলল। সাধারনতঃ দেখা যায় যে শিল্প কারখানাওয়ালারা পন্যকে কস্ট এফেক্টিভ করার জন্য মাস প্রডাকশনে গিয়ে বহু পণ্য তৈরী করে। ফলে পণ্য এক বছরে বিক্রি না হয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় বছরেও গড়ায়। ফলে হ্রাসকৃত মূল্যে ক্লিয়ারিং সেল দিতে হয়। একশ টাকার পণ্য ৪০,৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়। কম্পানী কখনো লোকসান দিয়ে তা বিক্রি করেনা। তাই তারা পূর্ব থেকেই পন্যের মূল্য ১০০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা ধরে বিক্রি করা শুরু করে উৎপন্ন পন্যের অর্ধেক ৩০০টাকা মূল্যে বিক্রি করে বাকি অর্ধেক হ্রাস কৃত মূল্যে বিক্রি করে। ক্রেতা সাধারণ ১০০টাকার পণ্য ক্রয় করে ৩০০টাকায়। এ মূল্য উপার্জন করতে ক্রেতাকে ৮ঘন্টার স্থলে ২৪ঘন্টা খাটতে হয়। ষাট বছরের কর্ম জীবনের ৪০বছরই সুদের মহাজন খেয়ে ফেললো?!

অপর দৃষ্টান্তে যাওয়া যাক।

দশ বন্ধু বা দশ ভাই স্বীয় ১০কোটি টাকায় একটি শিল্প গড়লো। মূলধন নিজেদের। তাদের সর্বমোট শতকরা ১০টাকা লাভ চাই। তারা নিজেরা স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ও এলাকার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করে কাপড় উৎপাদন করে বাজারজাত করলো। তারা বাজারের চাহিদা অনুপাত পণ্য উৎপাদন করলো। তারা অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করলোনা। সুদও দিতে হলো না। প্রতিগজ কাপড় ১০০মূলধন ও ১০টাকা লাভ, মোট ১১০টাকা গজ ধরে

পন্য বিক্রি করলো। ক্রেতা সাধারণের কর্ম জীবনের অর্ধেক বাঁচলো। তা দিয়ে তারা পরিবারকে সঙ্গ দিলো। সমাজ সেবায় সময় দিলো। উভয় জীবন কি এক হলো? মানব জীবনের অর্ধেক শোষণ ব্যবস্থা খেয়ে ফেললো, তাদের পাপ মাতৃ ধর্ষণ তুল্য বলা কি বেশি বলা হলো?

মাতৃ ধর্ষক ব্যাকিং ও সুদী অর্থ ব্যবস্থার আরো কিছু সংহারী মূর্তি দেখা যাক।

জনগন তাদের সঞ্চয় ব্যংকে জমা রাখে। তারা শতকরা ৫টাকা সুদ পায়। ব্যংক লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানকে ১০টাকা হারে দান করে। লগ্নীকারীরা ঋণ গ্রহিতাদের ১৫টাকা হারে ধার দেয়। ধারের বরাবর মানুষের ঘরবাড়ি ও বিষয় সম্পত্তি মর্টগেজ নিয়ে ব্যংক পুঁজি দেয়। ব্যংকের ঝুঁকি নাই। ঝুঁকি আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতার।

ইটালীর স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রথম এ সুদের ব্যবসা আরম্ভ করে। এরা ইয়াহুদী ছিলো। এদের এ পাপের জন্য আল্লাহ তাদের তাঁর নবী দাউদ ও ঈসা আঃদের ভাষায় লানত করেছেন। কারন এ নর পিশাচরাই মানব সমাজে ঋণ গ্রহিতা তাদের ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তাদের পুরুষদের দাস ও নারীদের বেশ্যা বানাতো। এ হলো ব্যংক ব্যবস্থার জন্ম কথা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই দেখা যাক।

রাজধানীর বানিজ্যিক এলাকায় যতো বিলাস বহুল গগনচুম্বি ইমারাত রয়েছে, তার অধিকাংশই ‘সুদীমাতৃ ধর্ষক’ ব্যংকারদের। এরা আই,এম,এফ বিশ্বব্যংক প্রভৃতির জারজ সন্তান। বিশ্ব সম্পদের শতকরা ৮৫% ভোগকারী ১৫% শোষক শ্রেণী এদের বাপ মা। বিশ্বের ৮৫%ভাগ মানুষকে এরা মাত্র ১৫টি রুটি দিয়ে ওরা ১৫জন ৮৫টি রুটি খায়। বাংলাদেশে মসজিদের ইমামের বেতন মাসিক দু হাজার টাকা। মন্ত্রীর বেতন ২৫হাজার টাকা। কিন্তু কোন জেলার ব্রাহ্ম ম্যনেজারের বেতন ভাতা ৫০-৬০হাজার টাকা। কারখানার শ্রমিক ও গার্মেন্টসে কর্মরতা মহিলা শ্রমিকের বেতন হাজার টাকা থেকে দুহাজার টাকা। কাজ করে ন্যূন রোজ ১২ ঘন্টা। ফলে এইডস মহামারী এদের গ্রাস করতে আসছে। কারন এ বেতনে গার্মেন্টস কর্মীর জীবন যাপন অসম্ভব। ফলে অনেককে বাড়তি আয়ের জন্য দেহ ব্যবসায় পা বাড়তে হয়। ওদিকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক ওই দুস্থ নারী শ্রমিকের শোষিত রক্তের পয়সায় দেশে বিদেশে পাঁচ তারা হোটেল ব্যাভিচার পাপাচারে উপর তলায় এইডস/ এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটায়।

আমেরিকায় সুদের হার ১.৫(শতকরা দেড় ডলার), একে সুদ না বলে সার্ভিস চার্জ বলা যায়।

নির্ভর যোগ্য তথ্যে জানা যায় যে আমাদের দেশের ব্যংক গুলোতে আমানতকারীদের অর্থের শতকরা ৫০% ভাগের বেশী কোনো ব্যংকেই নাই। বাকী ৫০%ব্যংকার ও ঋণ খেলাপীরা গিলে বসে আছে। কখনো আমানত কারীরা তাদের আমানাত ফেরৎ চাইলে কোনো ব্যংকই ৩০-৪০%ভাগের বেশী ফেরৎ দিতে সক্ষম হবে না। দেউলিয়া হয়ে যাবে।

অতএব বাঁচার উপায়?

আল্লাহর বিধানে ফেরৎ আসতে হবে। তাতে-

১. দেহ ভাড়া হারাম। তা’ বেশ্যাবৃত্তি।
২. বাড়ী ভাড়া নেই। তাতে বাড়ী বেশ্যালয় হয়।
৩. মূলধন বা পুঁজি ভাড়া নাই। তা মায়ের সাথে ব্যাভিচার।

অনতি বিলম্বে সুদী ব্যংকিং নিষিদ্ধ করতে হবে। সঞ্চয়ীদের সঞ্চয় তারা উৎপাদনশীল খাতে নিজেরা বিনিয়োগ করে তার প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। সুদ নিষিদ্ধ হলে অলস মূলধন থাকবেনা।

বাংলাদেশে নয় হাজার কোটি টাকার সঞ্চয় পত্র রয়েছে। আমানত কারীরা সবাই মায়ের সাথে ব্যাভিচারী সুদখোর। এ নয় হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাড়ে চার হাজার কারখানা বা উৎপাদন খাত সৃষ্টি করা যায়। মনে রাখতে হবে যে এ দেশ কৃষি প্রধান দেশ। বা কৃষি সর্বস্ব দেশ। তাই এখানে এগ্রোবেইজড শিল্প গড়ে তুলতে হবে। ফলে হালাল খেয়ে সঞ্চয়ীরা নিজেরা হালাল হয়ে হালাল প্রজন্মের পিতা-মাতা হবে। সমাজের সুস্থ নাগরিক হবে।

বাড়ি ভাড়া নিষিদ্ধ করতে হবে। জানা গেছে বাৎসরিক ৩৬ হাজার কোটি টাকা এদেশের সম্ভ্রাসী চাঁদাবাজ রাজনীতিক, ঘুষখোর আমলা ও দুর্নীতিবাজরা ডেভেলপারদের মাধ্যমে বিলাস বহুল বাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয় ও নির্মাণে ব্যয় করে। এর অধিকাংশই ভায়াগ্রাসেবী পতিত ও পতিতাদের “এনক্লেইভ” বেবিলোনিয়া।

বাড়ি ভাড়া নিষিদ্ধ হলে ভাসমান অপরাধী চক্রের অভয়াশ্রম বিলুপ্ত হবে।

শহরে জায়গা ও বাড়ির মূল্য কমবে। আবাসন সমস্যা সমাধান, সহজ হবে।

বর্তমান ভাড়ার বাড়ীগুলো কিস্তিতে ভাড়াটেকদের নিকট বিক্রি করে তা থেকে মূলধন সৃষ্টি করে বাংলার পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত লো-কস্ট হাউজিং, কৃষকদের সাথে মিলে সমবায় ভিত্তিক যৌথ চাষাবাস, মৎস, হাঁস, মুরগী ও গবাদী

খামার প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের সূচনা করা যেতে পারে। তবেই গ্রামীণ ব্যংকের ইউনুস কাবুলিওয়ালা, ব্রাক, প্রশিকা প্রভৃতি থেকে দেশ বাসীকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।  
গ্রামে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। শহরে বাড়ি ভাড়ার জমিদারী থাকবে কোন যুক্তিতে??!! এ মহা অন্যায!

ব্যবসায়ীদের নিজেদের দ্বারা একটি অর্থভান্ডার গড়ে তার মাধ্যমে আমদানি রপ্তানী ও দেশী বিদেশী লেনদেনের ক্লিয়ারিং এর কার্য সমাধা করা সম্ভব।

বদরুদ্দোজা সাহেব ও কামাল সাহেবরা প্রথমে ঈমান এনে তাদের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, আয়ের এক পঞ্চম ও মূলধনের যাকাত প্রদানের মাধ্যমে দেশের মানুষকে সুশীল আহবান করলেই বাংলাদেশে ঐশি কল্যাণ রাষ্ট্রে পত্তন হতে পারে। বর্তমানে দেশের মানুষ খালেদা হাসিনা শাসনের যাঁতা কলে পিষ্ঠ ট্যাক্স স্লেইভ ও সেরা স্লেইভ। এদের আল্লাহর দাস দাসীত্বে স্বাদ বুঝাতে পারলেই মানুষ সেচ্ছায় কর দিবে। হাজার হাজার কোটি টাকার কর চোর পুষতে হবে না। কারন ইসলামে নামাজের পূর্বে কর পরিশোধ করতে হয়। মানুষ রচিত সকল ট্যাক্স বন্ধ করে প্রথমে দেশবাসীকে আপন করতে হবে।

এমনি এক পদক্ষেপ নিয়ে উমাইয়া দস্যু-সম্রাজ্যের দ্বিতীয় উমর খ্যাত, উমর ইব্ন আব্দুল আজীজ মাত্র দু বছরে বিশাল সম্রাজ্যকে এমন দারিদ্র্য মুক্ত করেছিলেন যে দেশে যাকাত ও দান গ্রহনকারী কোনো দরিদ্র না পেয়ে যাকাত ও দানের অর্থ আফ্রিকা ও ইউরোপে পাঠাতে হয়ে ছিলো। সে তুলনায় বাংলাদেশ এক রত্তি। ঈমানী সম্পদ হারিয়ে আরবরা আজ এমন দেউলিয়া হয়েছে তাদের তরল অর্থের ২৩শত বিলিয়ন ডলার বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকায় প্রায় অলস পড়ে আছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ঘোষিত হলে এর এক হাজার বিলিয়ন বাংলাদেশে বিনিয়োগে পাড়ি জমাবে। তবে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ ৪৭৩৭১ এর স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষ শক্তির নীচতা মুক্ত হয়ে এদেশকে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে।

বদরুদ্দোজাদের আকাশের বিশালতা অর্জন করতে হবে। *Only the sky should be the limit.* কারন, বদরুদ্দোজারা সাত আসমান থেকে পৃথিবীতে পতিত। চাঁদ আকাশে বসে বিশ্বকে আলো দেয়। বেহেশত থেকে শয়তান তাদের ভূপৃষ্ঠে নামিয়ে ভূপৃষ্ঠেও তাদের যৌনাচারে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করেছে। এর নিচে আর পতন নেই।

### এবার আদমের উত্থানের পালা

আদম আল্লাহর “খলিফা”। মা হাওয়া তাঁর স্ত্রী। আল্লাহর খলিফা নন। আদমের ঘর “আদম ভবন”। হাওয়া ভবন নয়। আদম প্রথম সৃষ্টি। তাঁর ঘরে তাঁর থেকে সৃষ্ট স্ত্রী হাওয়ার আগমন। তাই ভবন স্বামী আদমের। হাওয়া ভবন আদমের নয়। আদম ঘর-জামাই নন। গৃহস্বামী। মা হাওয়া গৃহবধু।

বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনদের “হাওয়া ভবন” আদমহীন। খালেদারটিও হাসিনারটিও। যদিও হাসিনার “হা” ওয়াজেদের “ওয়া” তে হা+ওয়া = হাওয়া হয়। কারন তাতে ওয়াজেদও বদরুদ্দোজা, কামালদের ন্যায় বহিস্কৃত।

এ ঘর ভাঙ্গা হাওয়া ঘর দুটিকে “আদম ভবন” বানাতে আদম চাই। তা বানাতে সক্ষম হলেই বাংলাদেশ থেকে বিশ্বমানবতার পুনরুত্থান সূচীত হবে। এখন বাংলাদেশের হাওয়া ভবন দুটিতে পেশী শক্তির লুটেরা ডাকাত ও পেশাচক্রের পিশাচদের স্বামীত্ব।

পার্লামেন্টে ২০০ পেশী লুটেরা, ১০০ পেশাদার জৌক ও ৬০ জন হাওয়া, সব মিলিয়ে ৩৬০ নরনারীর নরকের “ষোলকলা”পূর্ণ করবে, যেমন মক্কার কাবাঘরে ৩৬০ লাত,মানাত ও হাবলদের সংসদ ছিলো।

আদম সৃষ্টির শত্রু শয়তানের হাতে গোটা বিশ্ব পড়ায় আজ ঢাকার সংসদে যেমন হাওয়ারা প্রধান, মক্কার রাজ প্রাসাদেও হাওয়ারা কুটুম্ব! এ চক্র এখন ভাঙতে হবে। বদরুদ্দোজাদের ৩৬০এর প্রস্তাবনা মরার উপর খাড়ার ঘা। মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য যমের *Prescription!* এ কেমন ডাক্তারী! টাউট বাটপার রাজনৈতিক পেশীবাজদের হাত থেকে যেখানে জনগনকে উদ্ধার করতে হবে, সেখানে পেশাজীবীদের যোগ দিয়ে কেমন সুশীলায়ন? ব্যবসায়ী পেশাজীবীদের চেয়েও বেতনভূক আমলা, সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী প্রভৃতির শোষক আরো

মারাত্মক। এরা বিদেশী ও স্বদেশী উপনিবেশবাদের বিশ্ব ব্যাধি, যা মানব দেহে *Malignant growth* হয়ে *Cancer* সম শোষণ করছে।

মানব সমাজের আদিপত্তন থেকে দেখা যায় যে মানব সংসারে স্ত্রী পরিজন ছাড়াও সেবাদাস ও সেবীদাসী ছিলো। পরিবারের সদস্যদের সাথে একাকার হয়ে তারা মিলে মিশে থাকতো। মনিবের সাথে এদের সম্পর্ক বহুক্ষেত্রে মনিবের ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হতো। কারন, সন্তানরা বড়ো হয়ে নিজ নিজ সংসারে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু সেবাদাস-দাসীরা কখনো তাদের মনিবদের ত্যাগ করতো না। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে মনিব পরিবারের সাথে এদের নরনারীদের বিবাহ-শাদীও হতো। এরা সর্বদা প্রান দিয়ে মনিব ও মনিব পরিবারকে ভালোবাসতো। তারা ভাবতো মনিব ও মনিব পরিবার ভালো থাকলে তারাও ভালো ও সুখে থাকবে। এরা পরস্পরের সহায়ক আপন ছিলো। এ শ্রেনীর পুনঃপ্রচলন এখন প্রয়োজন।

তার পর আরম্ভ হয় ইয়াহুদীবাদী শোষণবাদের। এরা বর্নবাদী হয়ে সমাজ থেকে পৃথক হয়ে সূদী মহাজন হয়। সুদের দায়ে দায়গ্রস্থদের পুনঃদাসত্ব নিয়ে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তাদের দাস বানিয়ে নিলামে বিক্রি করে ক্রীতদাস প্রথা চালু করে। তা থেকেই আদম হাওয়ার সন্তানের এ কুলাঙ্গাররা তাদেরই ভাই বোনদের ক্রীতদাস-দাসী পরিচয় ও পরিভাষার জন্ম দেয়।

এ কুলাঙ্গারদের থেকেই রাজা-প্রজা ও সম্রাট ও সাম্রাজ্যবাদের জন্ম।

এ বিষ বৃক্ষ লালন-পালন ও বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় বেতনভূক পাইক-পেয়াদা ও আমলাদের। এরা সেবকও নয়, দাস-দাসীও নয়। এরা হয় বেতনভূক এক প্যারাসাইট, পরভূক। এরা ব্যাধি রূপে সমাজ দেহে প্রবেশ করে। বর্তমান বিশ্ব সংকটে এরা এইচ আই ভি/এইডস জীবাণুর ন্যায়। শাসক-শোষক ও শোষিত-শাসিত জনগনের মাঝে বেতন ও ঘুষে বেড়ে উঠা মানব সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি এরা। বেতনভূক আমলা, সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, রাজস্ব আদায়কারী ও কারখানা শ্রমিক এ শ্রেনীভুক্ত।

এরা কখনো শাসকদের আপন হয় না, জনগনেরও আপন হয় না। দু'দিক থেকে উভয়কে ক্ষয় করে এরা এদের বংশ বিস্তার করে। স্রষ্টা, সৃষ্টি কারো প্রতি এদের অনুগত্ব নাই, হয় না। শুধু, বেতন, ভাতা ও উৎকোচ এদের স্রষ্টা ও সৃষ্টি। এদের প্রয়োজনেই এরা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি জন্ম দেয়, এবং তাদেরই প্রয়োজনে একটির উত্থান ঘটায় ও অপরটির পতন ঘটায়। বর্তমান বিভক্ত জাতীয়তাবাদ, খণ্ডিত রাষ্ট্র ও পরস্পরের সংঘাতময় পৃথিবী ওদের স্বর্গরাজ্য। সবার পতন হয়, ওদের পতন হয় না। সরকার পতন হতেই ওরা নিজের রং বদলিয়ে ফেলে। রাজনীতির নৈরাজ্যের হাওয়ারাদের হাওয়া ভবনে ও ডাকাতির নৌকার বাসিন্দাদের সাথে পেশাজীবী নামের ওদের যোগ করলেই কি বদরুদ্দোজা সাহেবের সুশীল সমাজের অভ্যুদয় ঘটবে??!! শয়তানের নরক থেকে আদম সন্তানদের মুক্তি আসবে? না, না, না। কখনো নয়।

আদম সন্তানদের মুক্তি আসবে আদমের স্রষ্টার বিধানে আদম সন্তানেরা ফেরৎ আসলে। বুশ, রেয়ার ও শ্যারনরা তাদের ধর্মানুযায়ী সে দিকই তাদের আনবিক শক্তি দিয়ে বিশ্ব সমাজকে ধাবিত করতে বিশ্ব জয়ে বের হয়েছে। অজগরের ন্যায় একের পর এক রাষ্ট্র গিলছে। কিন্তু হজম হচ্ছে না। মরুভূমির উভচর শক্তপ্রান কচ্ছপ গিলেছে ওরা। ও গুলোই ওদের নাড়িভুড়ি কেটে ওদের মৃত্যু ঘটাবে।

আনবিক শক্তির দানব অজগরদের আনবিক শক্তির ঈমান, ঐক্য ও ত্যাগ দিয়ে পরাজিত ও নির্মূল করতে হবে।

সময় ঘনিয়ে এসেছে। আনবিক শক্তির উৎস ধর্ম। ইব্রাহীম সং তার আদর্শ। মূসা, ঈসার “নামে” বুশ শেরনের আশ্রাসন। “কামে” ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা হয়ে ওদের ঠেকাতে হবে। মুহাম্মাদ সং সে শিক্ষা দিয়েছেন।

বিশ্বের আদম সন্তান নরনারীকে একক ভ্রাতৃত্বে একক ঈমান ও ইমামের নেতৃত্বে একবিশ্ব গড়তে সর্বপ্রথম খাঁটি আদম ও খাঁটি হাওয়া হতে হবে। বেশ্যাবৃত্তির সকল অশ্লীল পাশবতাকে উৎখাত করে স্বামী-স্ত্রীর পুত-পবিত্র পারিবারিক সমাজ গড়তে হবে পুনরায়।

ক্ষোভ ও মর্ম পীড়ায় আমার বুক ফেটে যেতে চায়। আমি দৃশ্যতঃ অশ্লীল ভাষায় শ্লীল ও সুশীলতার পুনরুত্থান পত্র লিখছি। কেনো আমি শ্লীলতার মোড়কে এ পত্র লিখতে পারলাম না??!!

কারন, আমাকে সে বুশ বেয়ারদের সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রবক্তা বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনদের লিখতে হচ্ছে, যাদের প্রভু আদম ক্রিস্টন, হোয়াইট হাউজে হাওয়া মনিকার সাথে উলঙ্গ হয়ে পরস্পরের যৌনাঙ্গ লেহন করছে। তার পর ভদ্র ভাষায়(?) তার ভদ্র নাম দিয়েছে **Oral Sex!** বিলাত ফেরৎ সুশীল সুশিক্ষিত ডঃ বদরুদ্দোজা ও ডঃ কামাল হোসেন, যাদের তীর্থ বৃটেনের মহারানীর হাওয়া ভবন যৌন বিকৃতিতে তসনস! সে বিকৃত রুটীর ধাঁচেই আপনারা দু'জন হাসিনা ও খালেদাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। ওরা এখন বুড়ি হয়েও বুড়ো আদম পছন্দ করে না। ঘরে বাইরে তারা জওয়ান আদম পছন্দ করে। তাই বুড়ো শাহ আজীজ, বুড়ো বদরুদ্দোজা ও বুড়ো কামাল হোসেন বিভাড়িত। এ বিভাড়িতদের বঞ্চনার মাতমে জনগন সাড়া দিবে না। কারন তারাও ক্ষমতা ও রাষ্ট্র-ঘাটে ন্যাংটা হাওয়ারদের হাওয়া পেয়েছে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে বয়সে তরুন মাহীরা স্বস্ত্রীক তাদের পিতা শশুরদের “বিগত জীবন ও যৌবন” হিসাব করে তাদের বর্তমান ভবিষ্যত ভেবে আপনাদের ত্যাগ করে “হাওয়া ভবনের” দিকে পাল তুলবে। তা বিচিত্র কিছু নয়। পশুরা তাই করে। মানব পশুরা আরো বেশি করবে।

একমাত্র মুক্তির পথ ধর্মীয় মানবতায় এ্যাভাউট টার্ন।

পাশব পশু ও মানব পশু তিনটি PPP তে এক ও অভিন্ন। Penny, Penis and Progeny. জীবন ধারণ ও ভোগের জন্য অর্থ, পেনি আবশ্যিক। ভোগের পরে পেটের নিম্ন চাপে লিঙ্গ, পেনিসের উৎপাত আরম্ভ হয়। তা'দমন হলেই প্রজন্ম, প্রজেনি জন্মায়। কুকুর কুকুরী, শূকর শূকরী, ও আদমী নরনারী এ ক্ষেত্রে একাকার। বরং মানব মানবীরা বারো মেসে পশু পাশবী। এর ব্যতিক্রম ঘটতে PPPর উপর তিনটি HHH, অর্থাৎ Heart, Head and Heaven বসাতে হয়। যা সর্বক্ষণ PPP কে কড়া শাসনে উর্ধ্বমুখী করে।

### আল্লাহর শূকর: তিনি আমাদের আদম ও বনী আদম বানিয়েছেন বলে।

কেননা আদম সন্তানই সৃষ্টির উপর আল্লাহর খলিফা। তিনি সৃষ্টিক্রিয়া পূর্ণ করে সন্তানকালের উর্ধে তাঁর আরশে আসীন হন। মানুষকে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ফেরেশতাকুলকে সিজদা করতে নির্দেশ করেন। আদমকে সিজদা নয়। আদমের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সূচক রূপে। মাথা নত করতে এ আদেশ।

মানুষ এতো বড়ো যে, সে আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে মাখানত করবেনা। তাই দেহও বানিয়েছেন এমন করে যে আদম সন্তানেরা মাথা উঁচু করে চলে। অন্যান্য পশুপ্রাণীকুল উপুড় হয়ে কেউ রুকুর মতো, কেউ সেজদার মতো বিচরণ করে।

মানুষ আদম শুধু আল্লাহকে রুকু ও সিজদা করে লুটিয়ে পড়ে। সে মাটিকে সিজদা করেনা। মাটির উপর আল্লাহকে সিজদা করে। দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা মেরে মেরে মাথা উঁচু করে ইঙ্গিত করে যে, সে আকাশ থেকে এসেছে, এবং পুনঃ সে আকাশেই প্রত্যাবর্তন করবে। ধরার মাটি শুধু তার পদচারণা ও চারণ ভূমি।

অন্য সব প্রাণী শুধু নিাকর্ষণের PPP, Penny, Penis, and Progeny প্রধান। তারা কেউ আল্লাহর খলিফা নয়। তারা পৃথিবীতে মানব কল্যাণের জন্য। তাই পার্থিব কার্য সমাধা করেই তারা মাটিতে পুনঃ মাটি হয়ে যাবে। মানুষ আল্লাহর দাসত্বের জন্য। আল্লাহ তাঁর আরশে আসীন। তাঁর খলিফা পৃথিবীতে তাদের কর্তব্য করে পুনঃ মহাকাশে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

তাই আদমকে উর্ধাকর্ষণের তিন সিঁড়ি দান করেছেন। তা, Heart, Head and Heaven, মানবাত্মা, মানব বিবেক ও স্বর্গ ভাবনা। এ তিনটি HHH তিন PPP -এর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে মানুষ প্রায় মর্ত্য জীবনেও স্বর্গীয় জীবন যাপন করে। এবং জীবনাবসান হলে সে স্বর্গে, যেখান থেকে আগমন, সেখানে ফেরত যায়। এ কথা থেকে থেকে স্মরণ করাই, ইল্লাল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন বলা। আমরা সবাই আল্লাহর, এবং অবশ্যই আমরা পুনঃ তাঁর নিকট ফেরত যাবো।

আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। মা হাওয়া থেকে বাবা আদমকে সৃজন নি। কারন বোধগম্য। একের পর দুইয়ের মতো। দুইয়ের পর তিন যেমন।

বাবা মা থেকে আল্লাহ সন্তানের জন্য নিাকর্ষণের লিঙ্গ দান করেন। অর্থ ও প্রজন্মের ব্যবস্থাও করে দেন। লিঙ্গান্তরের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ মানবের জন্য কঠোর পদার ব্যবস্থা করেছেন। যেনো ঐ প্রক্রিয়া শুধু লিঙ্গেরই ব্যাপার, মাথার ব্যাপার নয়। পশুদের এ প্রক্রিয়ায় মাথা ও লিঙ্গ প্রায় এক। তাদের মাঝে সঙ্গমে লেহন চোষন দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে মাদী আগে চলে, মর্দী তার পেছনে। তাই তারা ইতর প্রাণী।

বাবা আদম, মা হাওয়া ও তাদের প্রজন্মের ব্যাপার তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

আদম প্রজন্মের মাথা সিজদার। শুধু লিঙ্গ লিঙ্গের। আল্লাহ প্রদত্ত তাগিদে আল্লাহর বিধানে লিঙ্গ লিঙ্গের মিলন ঘটবে। তা না হলে ব্যাভিচার।

এখানে নারীকে অবশ্যই পিত্রালয়ের জীবন বিসর্জন দিয়ে হিজরত করে পর পুরুষের বাড়ী স্থানান্তরিত হতে হবেই। তা না হলে তার নারী বৈশিষ্ট্যের মৃত্যু ঘটবে। কারন পিতা ভাতৃ দ্বারা তা সম্ভব নয়। মা হাওয়ারা Migratory.

কিন্তু পিতা আদম ও তাঁর সন্তানকে তাঁদের ঘর ও পিত্রালয় দুর্গসম মজবুত গড়তে হবে। কেননা তা যে মায়েরই আশ্রয়, গৃহস্বর্গ! বাবা আদমের ঘর দুর্বল হলে তা ক্রমে ভেঙ্গে গিয়ে “হাওয়া ভবন” জন্ম নেয়। সেখানে আদম বেপারী, হাওয়া বেপারী আদমের অবৈধ সমাজ, রাষ্ট্র ও বেবিলনিয়ার পত্তন ঘটে। সেখানে আদমও স্বাধীন, হাওয়াও স্বাধীন। “মাদার পেদার আজাদ”। বিশ্ব আজ এ সংকটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আদমের মাথা হাওয়ার নালায় নিমজ্জিত অপবিত্র, হাওয়ার সর্বাপ আদমের ত্রিশূলে গাঁথা! এর বাইরে যেনো নরনারীর অন্য কোনো অস্তিত্ব অকল্পনীয়!



এ পতনে বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন সাহেবদের স্বপ্নের দেশ বাংলাদেশ বিশ্বে পয়লা। হাওয়া ভবন সুধা ভবন, সুধা ভবন হাওয়া ভবন। কোন ভবনেরই আদম নেই। তাই দেশে আদম ভবন নেই। বদরুদ্দোজা ও কামাল সাহেবরা কি আদম হবেন, নাকি বকরির তিন নং বাচ্চার ভূমিকা মঞ্চায়ন করবেন? না বিদেশ থেকে আদম আমদানী করে হাওয়া ভবন তাদের হাতে হস্তান্তর করবেন। বুশ, ব্লেয়ার, শ্যারন ও বাজপেয়ীরা তা দখল করলে কি সুশীলদের বিপ্লব আসবে?

বিশ্ব ক্লেয়ামতের মুখে দাঁড়িয়ে। বুশেরা চাঁদে তাদের বসতি স্থাপনে নাকি যাচ্ছে! ইউনিপোলার শক্তি রূপে প্রায় তার বিশ্ব দখল সমাপ্ত। বাংলাদেশ বদরুদ্দোজা ও কামালদের ভুলে খালেদা হাসিনার ফাঁদে। চাঁদ আর ফাঁদ শুনতে একরকম হলেও আদম হাওয়ার সংসার মহা প্রলয়ের দ্বারপ্রান্তে।

এ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কি আমাদের তিন HHH এর জিব্রাইল ও মেরাজের ডানা মেলবো, না PPPএর ব্ল্যাকহোলে আচ্ছাদিত দিবো!

PPP ওয়ালারা তাদের প্রযুক্তির পাখা মেলে মাত্র প্রথম আকাশে ওঠা নামা করছে। কিন্তু দ্বিতীয় থেকে সপ্তম আকাশ বদরুদ্দোজাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু বদরুদ্দোজারা তার চাবি হারিয়ে কি ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের PPPর আবর্তে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ জীব রূপে অভিশপ্ত হয়ে হাওয়াদের হাওয়া ভবনের প্রাপ্তি ও বঞ্চনার শোকে প্রলাপচারিতা করবে, না সুবোধ বান্দার ন্যায় তওবা করে পুনঃ সাত আকাশ খোলার চাবি হাসিলের মেরাজ ও উত্থান প্রয়াসী হবে??

### সাত আকাশের সিঁড়ি। আমার কেইস হিস্তি।

মানব দেহের ডাক্তার, আল্লাহর বান্দা এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী !

মানব দেহ একটি ঘর। এর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ। আমি আপনি তাতে “পরের জাগা পরের জমি, ঘর বানায় আমি রই, আমি যে গো ঘরের মালিক নই!”

আপনি বয়সে পাকা। তবে আমার তিন কালের জানালা খোলা। আমি বর্তমান বিশ্বে সম্ভবতঃ সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ। বাবা আদমের প্রথম ছেলে। এখনো আমি জীবিত। আমি বাবা আদমের শপথের সাক্ষী।

আদম সন্তান ব্যতীত আমার কোন জাত নেই। গোটা বিশ্ব আমার দেশ। বাংলাদেশ থেকে পুনঃ বিশ্ব দখল করে তাতে সুশীল সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আদিষ্ট।

আমার মাথা সাত আসমানের উর্ধ্ব আল্লাহর আরশে ঠেকা। সেখানে আমি সেজ্জাদ। আমার পা ধরার মাটিতে।

আমি একটি সমস্যায় আক্রান্ত। তা হলো যে আমি আমার পোষ্য ছোট ভাইদের একটি সত্য বোঝাতে স্পষ্ট কথা বলতে পারছি না। অন্য সবার সাথে খোলাখুলি বলতে পারি। যেমনটি আপনাকে লিখছি। যেমনটি আমি গুরুত্ব উল্লেখ করেছি যে, আমি এক ব্যতিক্রম ধর্মী ঘরে জন্মানো মানব সন্তান। তার পর আবার আমার পরিবারেও আমি সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য গড়া।

আমার পিতা মারা যান যখন, তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। আমি পিতা মাতার প্রথম সন্তান। আমার মা ৩০ বছর বয়সে বিধবা হন। আমরা চার ভাই ও এক বোন ছিলাম। সর্বকনিষ্ঠটি পিতার মৃত্যুকালে মাত্র দেড় বছরের শিশু ছিলো।

পিতৃ বিয়োগের পর মেঘনা নদী বাড়ি-ভিটাও নিয়ে যায়। বাবা এক টাকাও রেখে যেতে পারেননি। নানা বাড়িতেও কোন আশ্রয় মেলেনি। সম্পূর্ণ একটি বিধবস্ত নদীতে পড়া পরিবার ছিলো আমার। কিন্তু আল্লাহ আমাকে এক অলৌকিক মেধা দান করেন যে আমাকে তিনি কারো দ্বারস্থ করেননি। তাঁর অদৃশ্য দানে আমি বেড়ে উঠি। মা সহ ভাই-বোনদের লালন-পালন ও পড়া লেখা সবকিছুর গুরু বোঝা আমি বহন করি। সর্বকনিষ্ঠটির নাম বাহাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইউসুফ। ও ডাক্তার। কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা ও সামাজিকতায় লোকে বলে যে আমারই টেপ বাজে।

কিন্তু সমস্যাটি হলো, ওরা বয়সে আমার অনেক ছোট। ৮, ১০ ও ১২ বছরের ছোট বলে আমার সাথে একটি Communication Gap রয়েছে। তার সাথে যোগ হয়েছে মেধার গভীরতার পার্থক্য। তার কারণ হতে পারে যে ওরা আমার মতো কষ্ট করেনি। বা আমি কষ্ট করতে দেইনি। তাই ওরা জীবন গড়ার গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। নিশ্চিন্তে আরামে সচ্ছল অবস্থায় পড়া-লেখা করে বড়ো হয়েছে। গায়ে তুফানের ঝড়-ঝাপটা লাগেনি। তাছাড়া ওরা তিনজন পিঠা-পিঠি ও ন্যাংটা শিশু থেকে বড়ো হয়েছে প্রায় এক চৌকিতে শুয়ে। আর আমি জীবন সংগ্রামে বেরিয়ে পড়ি সিন্দাবাদসম। সেখানে সৃষ্টি হয়, কম্যুনিকেশন গ্যাপ।

এসব মিলে এমন হয়, যে আমি না ওদের পিতা, না ভাই, না বন্ধু না শিক্ষক! কিন্তু আবার সবই!

এখানে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল হয় যে, লেখা-পড়া ও জ্ঞান ও বিচিত্রায় আল্লাহ আমাকে যে দিকদর্শন দিয়েছেন, তার গভীরতায় ওরা ভাসা। বিশ-বাইশ বছর বয়সে আমি খাজা নাজিমুদ্দীন, ফজলুর রহমান ও আপনার বাবার বয়সের লোকদের সাহচর্যে এসে যাই। তখন ওরা শিশু বয়সে পাঠশালায় গোল্লাছুট খেলে।

এ ব্যবধানের ফলে ওরা আমার Formation and Make up থেকে বঞ্চিত হয়।

সুশীল সমাজ গড়ার পত্রালাপে আমার ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গ বর্ণনার যৌক্তিকতা হলো যে গোটা বিশ্ব, পরিবারের যে নৈতিকতা ও ঐশি মূল্যবোধ হারিয়ে পাশব স্বাতন্ত্র্যে পশু সমাজের চেয়েও বাঁধন হারা হয়েছে, তাকে পুনঃ মানবপরিবারের হারানো দিকদর্শন দিতে আমার একটি ব্যক্তি জীবনকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ বদরুদ্দোজার সামনে সামনে Study Case হিসেবে তুলে ধরা। হতে পারে, তাতে আমরা উভয় পরস্পরের মাঝে সনাতন ভ্রাতৃত্বের সূত্র পুনঃ আবিষ্কার করে Disintegrated Humanity কে Reintegration- এর ব্যবস্থা পত্র উপহার দিতে পারি!

সে মহৎ উদ্দেশ্যে আমি আমাকে গিনীপিগ হিসেবেই পেশ করলাম! আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

দেউলিয়া বাংলাদেশের হাওয়া ভবন, মক্কার কা'বা ও আমিরিকার হোয়াইট হাউস, নির্ভীক সত্য বললে, মূলতঃ একই যৌন বিকৃতির ঘৃণ্য কেলেকারিতে অপবিত্র। হজ্জ ও ওমরার মতো তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে অর্জিত অর্থে সৌদীরা ব্যাভিচারে ডোবা। “খাদেমা” নামে বিদেশী গৃহ পরিচারিকার সাথে পিতা-পুত্রের যৌনাচারের বিভৎস ঘটনা সেখানে ওপেন সিক্রেট। ব্রিটিশ চার্চের প্রধান বাকিংহাম প্রাসাদের রাজ পরিবার ব্যাভিচারের কিংবদন্তি! হোয়াইট হাউস তো হোয়াইট হেল! ১২ কোটি ধর্ম প্রাণ বাঙ্গালী মুসলমানদের দু' নেত্রীর “সহী ঘটনাবলীর” দু'কাঁধের ফেরেশতা তো বিঃ চৌঃ ও কামাল হোসেন! এ সমস্ত পাপের হিমালয় অপসারণ ব্যতীত কি বৃহৎ মানবতার চিকিৎসা সম্ভব? বা কল্পনা করা যায়?

এ হিমালয় অপসারণে সর্বপ্রথম এ পত্রকার ও তার প্রাপক “অন্ধকারে আলোর আশা” বদরুদ্দোজাদের মতো দশ বিশটি পরিবারের গঙ্গাস্নান অত্যাবশ্যিক। সে উদ্দেশ্যে আমি স্বীয় এ্যানাটমী পেশ করলাম।

আমি বাবা আদমের সে সন্তান, যার এ্যানাটমীতে নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দের গঠন উপাদান। তাই আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছি যে, ঢাকা থেকে মক্কা, ও মক্কা থেকে ওয়াশিংটন ফাঁকা। সদর রাস্তা। অবৈধ দখলদারদের উৎখাত করার সময় উপস্থিত। আজ কি কাল।

তাই প্রথমে নিজের কা'বা ধুচ্ছি। আমার সাড়ে তিন হাতের কা'বা আমার দেহ। তাকে যম্‌যম্ দিয়ে প্রথম ধুচ্ছি। তারপর পাথরের মক্কা ও আকুসা। তাকেও ধুতে হবে। অন্ততঃ ক্বল্ব ও কলমের ঘোষণা হোক।

আমি মিরপুরে ইব্রাহীম ও হাজেরার কা'বা গড়েছি। তাও মক্কায়ে অর্জিত হালাল অর্থে। হালাল প্রত্যেক ভালো কাজের পূর্ব শর্ত। অবৈধ হারামখোরদের রাজনীতির ফল বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

ইব্রাহীমী আদর্শের স্বামী-স্ত্রীর সংসার বর্তমান বিশ্বের বেশ্যা নর-নারীদের মহামারী এইডস/ এইচ আই ভি ঠেকানোর একমাত্র Prescription.

হযরত ইব্রাহীম তাঁর এক স্ত্রী ও তাঁর সন্তানের দ্বারা মক্কার পত্তন করেন। আরেক স্ত্রীকে দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস ও মাসজিদুল আকুসার পত্তন করেন। তৃতীয় স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের দ্বারা তিনি মাদায়েনী বা সেমিটিক সভ্যতার গোড়া পত্তন করেন। এভাবে তিনি কাফের নমরুদী পাপাচারী শোষণবাদের বিরুদ্ধে ঈমানী সুশীলবাদের বিশ্ব ইমামাত প্রতিষ্ঠা করেন। আল-ক্বোরআনে তাঁকে “ইমামুন লিল্লাস্” বা সুশীল মানব জাতির ইমাম বলে আল্লাহ অভিষিক্ত করেন। তাঁর দোয়ায় মক্কায়ে শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ প্রেরিত হন।

ইসলামের পূর্ণতার নবীকে আল্লাহ পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ ও শপথের জন্য শুধু তাওহীদের শর্ত আরোপ করেন। কিন্তু নারীদের ছ'টি শর্ত দেয়া হয়। তার মধ্যে পঞ্চমটি বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে সুশীলতার আন্দোলনে যোগদানকারী নারীদের কঠোরভাবে মানতে ও অন্যদের মানাতে হবে। নারীবাদী বেশ্যারা ও তাদের বিপণনকারী পুরুষ ও লম্পটরা যেভাবে মা হাওয়ার কন্যাদের বিজ্ঞাপনের পণ্য বানিয়েছে, তা' থেকে উত্তরণে আল্লাহ প্রদত্ত ছ'দফার কোন বিকল্প

“হাওয়ার কন্যারা দু'হস্তের মধ্যস্থিত বক্ষ স্তন, এবং দু'পদ সন্ধিক্ষনের তলপেট, নাভী, উরু ও নিতম্ব প্রদর্শন করে কেলেকারি ছড়িয়ে বেড়াবেনা।” (পরীক্ষিতা নারী-১১)

হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীরা কখনো তাদের স্ত্রীদের নিয়ে হানিমুন ও প্রদর্শনী করে বেড়াতে পারেনা। বর্তমানে তথাকথিত ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানরা হযরত ইব্রাহীমের দাবীদার হয়েও যে যৌন বিকৃতির ধারক-বাহক, তাদের একমাত্র ইব্রাহীমী, হাজেরা, সারা ও কাতুরা মায়েদের আদর্শ দিয়েই শুদ্ধি করা সম্ভব।

আমি কেবল ইব্রাহীমী আদর্শের বাপ-দাদার ঘরেই জন্মাইনি। আল্লাহ মনে প্রানে যেমন ইব্রাহীমী আদর্শের আলো দিয়ে আমাকে আলোকিত করেছেন, তেমনি আমাকে যে মায়ের পেটে পাঠিয়েছেন, তার নামও হাজেরা। আমার জীবনের শিক্ষায়ও আল্লাহ ইব্রাহীমী মূর্তি ভাঙ্গা তাওহীদ ও মুহাম্মাদ সঃ এর এতিম দশার এতিম অগ্নী পরীক্ষা করিয়েছেন। রাসূল সঃ এর জীবনে শুধু তার একার অনাথ দশা ছিলো। কিন্তু তাঁর এ অধম অনুসারীর জীবনে তিনটি শিশু এতিম ভাই, একটি বোন ও বিধবা মায়ের ভরণ-পোষণ সহ সকল দায়িত্ব ছিলো। সে দুঃখের জীবন স্মরণ হতেই এ বুড়া বয়সেও চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়।

পড়া লেখায় যেমন আমি খারাপ ছিলামনা, দেখা শোনাও আমি খারাপ ছিলামনা। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভায় যেখানেই আমার পদচারণা হয়েছে, সবাই হাতে হাতে তুলে নিয়েছে বলা চলে। এভাবেই এদেশের বরণ্য রাজনীতিবিদ খাজা নাজিমুদ্দীন, ও তাঁর সারির লোকদের সাথে পরিচয় হয়। রাজনীতিতেও তরতর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে যাই। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত নবুওতি মানদণ্ডে যখন দেশের রাজনীতি ও রাজনিতিকদের ঘাটি, তখন বেচারাদের দৈন্য দেখে তাদের প্রতি করুনার অনুভূতি নিয়ে আমি সে পথ ত্যাগ করি। এপথে কেউ কেউ জামাই বানাতেও হাত বাড়ান। কিন্তু তাতে আমি সমাজের তথাকথিত উপরতলার নারীদের দেখে খুব সতর্ক হয়ে যাই। আমি যেনো চাক্ষুষ দেখতে পাই যে এ সমাজের নর-নারীরা লিঙ্গ ও যৌনাস্বাদের সীমায় পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়, বরং পরস্পরের মাথা ডুবিয়ে এরা দম্পতি! এদের বৌরাই এদের বৌ ও মা। এদের মা নেই। মাতৃহীন বেগমজাদা! নিকটতম গরিব আত্মীয় স্বজন এদের বাড়ির চৌ সীমায় পাত্তা পায়না।

এ দেখে কেবলই আমার বিধবা মা ও ভাই-বোনদের কথা ভাবতাম, ও অন্তরের চোখে ওদের চেহারা দেখতাম। মা'র বয়স যখন পঞ্চাশ-এর কোঠায় হলো, ভাইগুলোও শৈশব পেরিয়ে একটু ঝরঝরে হলো, তখন, মা ও ভাই-বোনদের দিকে তাকিয়ে নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে এক দরিদ্র ঘর থেকে বৌ আনলাম। যাতে মায়ের খেদমত হয়, আর ছোট ভাইদের যত্ন হয়।

আল্লাহর এমনই রহমত যে মেয়েটি বৌ হয়ে আমাদের সংসারে এমনভাবে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে মিশে যায়, যেনো ওর জন্ম আমাদের ঘরে। বলা চলে, সে তার পিতা মাতা ও ভাই-বোন সব ভুলে আমার মাকে ওর মা, এবং আমার ভাই বোনরা ওরই মা'র পেটের ভাই বোন। বরং তার চেয়েও বেশি মনে হতো। এ অবস্থায় আমি ভীষণ সতর্ক ছিলাম যে, আমি যেন বউর পেটের স্বামী না হয়ে পড়ি। যেমন অন্যদের দেখেছি। এখন আমার ছোট ভাইরাও তাই। আমি প্রবাস করেছি। কিন্তু সেখানে বউ নিয়ে বাসা বাঁধিনি। অথোপার্জন করে সংসারে পাঠিয়েছি। বউকে দিয়ে দেশে মা ও ভাই বোনদের সেবা যত্ন করিয়েছি, ভাইরা মেডিকেল ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। অপর দিকে বিশ্বের জ্ঞানের বিশ্বকোষ আহরণে আমার জ্ঞান পিপাসু মেধা, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আকাশ ও আকাশ থেকে মহাকাশে পাখা মেলে। যেন জিব্রাইলের ডানা পেয়ে যাই। একবার মক্কায় কিছু বিভিন্ন আরব দেশীয় পণ্ডিতদের সাথে সংকীর্ণ আরব্য জাতীয়তা ও অন্যান্য খন্ডিত রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কে ওরা সবাই আমার কাছে হার মেনে গেলো। পরে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো “আল্লাহ তোমাকে জিব্রাইলের ভাষা ও জ্ঞান দান করেছেন। আমরা হেরে গেলাম। আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য দোয়া, আল্লাহ তোমাকে আরো ইলম দান করুন।”

অন্যরা আমীন বললো। আমিও ওদের সাথে আমীন বললাম। কিন্তু অপর দিকে আমার অজান্তে বিপত্তি ঘটতে আরম্ভ করে।

আমি বিদেশে থাকি। বুড়ো মা বাড়িতে। ভাইরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে সহ শিক্ষার ষাঁড়-গাভীর অবাধ বিচরণ। অবুঝ বুড়ো মা টের পায়নি। তিনি পূর্ববাসিনী। বাইরের খবরই বা কিভাবে পাবেন? বিদেশ থেকে স্টিচ করা পোষাক, পড়ার বই-পত্র ও টাকা আসছে। ছোট মিয়ারা দিন-দিন বড়ো মিয়া হচ্ছে। মেয়ে ওয়ালারা মেয়েদের আগে বাড়ছে। বেচারী আমার বউ মহা আদরে ছোট ভাই, দেবরদের লালন করছে। আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। আমিও গননা করি দেশে প্রত্যাবর্তনের সময়-সুযোগের। আমার নিজের উপর আন্দাজ করে আমার শিশু ভাইদের ভবিষ্যত নিয়ে আমার কর্তব্য ভাবি। একদিন দেশে ফিরে আসি। আমার Falcon Eye আমার ছোট মিয়াদের বিচরণ ও উড্ডয়ন সীমা যাচাই করতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই আমি আঁতকে উঠি: সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ঐ মিয়াদের লিঙ্গের মাথা ও ঘাড়ের মাথা এক হয়ে গিয়েছে। তাদের লিঙ্গও PPP, এবং উর্ধ্বাঙ্গেও PPP.

HHH এর উর্ধ্বাকর্ষণ এর লাইন প্রতিষ্ঠিতই হয়নি!

ভিতরে আমার আগ্নেয়গীরির জ্বালা। কাকেও কিছু বলতে পারছি না। বয়সের পার্থক্যের কারণে আমি ছোট মিয়াদের সাথে ওপেন হতে পারছি না। বয়সের পার্থক্যের চেয়েও জ্ঞান-বুদ্ধির বৈষম্য আরো বেশী। আমি ওদের মাপি মিটার দিয়ে ওরা আমাকে বুঝে ও মাপে সেন্টিমিটার দিয়ে। আমি ওদের বুঝতে চাই বিচার, বিচক্ষণতার মাথা দিয়ে, তারা আমাকে মূল্যায়ন করে লিঙ্গ মাথার পাত্তা দিয়ে।

ওরা চেয়ে দেখে, তাদের বড়ো ভাই এক ব্যক্তি, এক মাথা।

আবার গননা করে দেখে, যে তারা তিন ভাই, তিন মাথা ও তিন লিঙ্গ।

মা বেচারী হিসাব করে দেখেন, একদিকে এক ছেলে, ওপর দিকে তিন ছেলে!

বয়স-বুদ্ধির এতো ব্যবধানের কারণে আমি ছোটদের লেভেলেও নামতে পারছি না।

সংশোধনের জন্য একটু কঠোর হওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু হতে গিয়ে দেখি মা ওদের। আমার না।

বউ বেচারী অবাক! ওর লেভেলও তো বেশী উঁচু হবার কথা নয়!

আমার আজীবন গড়া সংগ্রামে তিলে তিলে গড়া স্বপ্নের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে।

রাগে গোসায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, মায়ের জন্য আমার বিপথে পা বাড়ানো পোষ্যদের Refix করতে পারছি না। মায়েরা নাড়ী দোষে দুর্বল নারী। তাদের নাড়ীর টান অন্ধ। যোগ্য সন্তানদের বিরুদ্ধে কুলাঙ্গার সন্তানের পক্ষে যায়। মা আমার সাথে থাকলে আমি জুতো পেটা করে ওদের লিঙ্গ জ্ঞান সাইজ করে ফেলতাম।

মায়ের আমার পক্ষে আসার সকল যুক্তি ছিলো। আল্লাহর পর মাটিতে তাঁর জন্য এ ছেলেটি ব্যতীত আর কোন অবলম্বন ছিলো না। অভাব অনটনে টুপি সেলাই করেও তাকে বাঁচতে হয়েছে। মার বাপ, চাচা ও মামা কেউ মাকে বিধবা হওয়ার পর একদিনও দেখতে আসেনি। সাহায্যের হাত বাড়ানো তো দূরের কথা।

মা আমার স্বাধীন চেতা ভীষন জেদী মহিলা ছিলেন।

আমি বোবা হয়ে গেলাম। মুখ খুলতে পারিনি। খুললে মা তার প্রথম শিকার হন।

তবুও আমাকে পদক্ষেপ নিতে হয়। আমি যে সিন্দাবাদ কাভারী! আমি ভুল করলে যে জাহাজ ডুববে! মা ও ভাই বোনরা আমার পিতৃহারা জীবনে মেঘনায় ভাসানো জীবন তরীর বিপন্ন আরোহী। আমি ভুল করা মাত্রই সবার সলীল সমাধী হবে।

সে যাত্রা প্রমত্ত মেঘনার করাল গ্রাস থেকে জীবন তরী বেয়ে পার পেলাম। এখন ঢাকার শুকনোয় আমার স্নেহময়ী মা ও তার ছেলে মেয়েরা একত্র হয়ে আমাকে ডুবাতে একত্র হয়। তাদের জানা নেই যে আল্লাহ আমাকে আরব মরুতে নিয়ে পুনঃ নূহের কিস্তির মাঝি বানিয়ে ধন্য করেছেন। এখন আমার কিস্তির আরোহী আল্লাহর পাঁচ দৃঢ় প্রত্যয়ী নবী নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সং দের অনুসারীরা। আমি ঐ পাঞ্জেশানের ওয়ারিশ। তাঁদের নৌকার মাঝি। সে নৌকা, রবি ঠাকুরের “ধানের শীষের” সোনার তরী, বা জয় বাংলার “ভোটদস্যুতার” নৌকা নয়। শুধু নূহের নৌকা।

আমি আল্লাহর নামে ঘোষণা করছি যে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, পয়লা নম্বর পতিতদেশ, বাংলাদেশ থেকে বিশ্ব মুক্তির সূর্য উদিত হবে। তার জন্য পূর্বে উল্লেখিত তিন দফার সাথে নিম্নের দু’দফা যোগ করে এখনি “পঞ্চ শিলের পঞ্চশীলা” বা The Charter of Five Diamonds ঘোষিত হলো। এক আল্লাহ আমাদের সহায়, আমরা আদম সন্তান। এ ভূখন্ডের মানব সন্তানদের অন্য কোনো পরিচয় নেই। বাঙ্গালীও নয়, বাংলাদেশীও নয়। এ শপথ ও ঘোষণার স্বাক্ষর, সর্ববিদ্যমান, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ। অতএব :

চার) আল্লাহর শেষ নবীর বিদায় হজ্জ ভাষনের ভিত্তিতে পৃথিবীর যে কোনো আদম সন্তান নর-নারী, মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী রূপে বাংলাদেশ আসবে, সে এদেশের মুক্ত নাগরিক। তার প্রতি কোনো বৈষম্য থাকবে না, রইলো না। হোকনা তারা মূলে মুসা ও ঈসা আঃ দের অনুসারী।

পাঁচ) মুক্ত ও উন্মুক্ত, এরা এদেশে এসে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূলধন দিয়ে বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সহ প্রত্যেক উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে পারবে। আল্লাহর দেয়া বিধিবিধানের বাইরে তাদের উপর রাষ্ট্র ও সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রন থাকবেনা। মূলধনের যাকাত ও মুনাফা বা প্রবৃদ্ধির এক পঞ্চমাংশ (খুমস্) ব্যতীত কোনো কর কাকেও পরিশোধ করতে হবেনা।

তবেই, ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশে হাজার বিলিয়ন মূলধন পাড়ি জমাবে। এবং বিশ্বের এক নম্বর পতিত দেশ, এক নম্বর উন্নত দেশের সূর্যাসম উদিত হবে। বিন লাদেন ও তালেবানের আফগান নয়, বিশ্ব নবীর বিশ্ব শান্তির দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত মাদীনা হবে বাংলাদেশ। এবং এ রূপান্তর আল্লাহর জন্য কোনো ব্যাপারই নয়।

তবে, হে বাঙ্গালীরা তোদের মানুষ হতে হবে। হবি? হলে সব হবে।

وَمَا ذَلِك عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

যোগাযোগঃ ২৪৮/২, ২য় কলোনী, মাযার রোড, মিরপুর,  
ঢাকা-১২১৬।  
ফোনঃ ৮০৬১৯৪০  
মোবাইলঃ ০১৫২-৩৩১৭৭৯  
ই-মেইলঃ janah\_jibreel@yahoo.com

বিশ্বাসের বিশ্বায়ন ঘোষক

ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব

অনুলিপি: মন্ত্রী পরিষদ, সংসদ সদস্যবৃন্দ ও সুশীল গুণী  
সমাজ, বাংলাদেশ।

ঐযব চধহধপবধ রহ পড়হঃবীঃ ড়ভ ইধহমযধফবংযঃ - ঐযব ঐংঃয রহ  
ংববসরহময াঁমমধংরঃু?

চংবংপংরঢঃরড়হ

উধঃবফঃ

.....

ডাঃ বদরুদোজা

আপনার নামার্থক শান্তি বর্ষিত হোক

আপনার হয়তো জানা আছে, অমাবশ্যার পরের পূর্ণিমা চাঁদকে আরবীতে  
“বদরুদোজা” বলা হয়। সত্য আলো। মিথ্যা অন্ধকার। সত্য নিরাময়। মিথ্যা রোগ। বিশ্ব  
মিথ্যা রোগের মহামারীতে আক্রান্ত। তাতে বাংলাদেশ হ্যাড্রিক। শুধু সত্য দিয়ে মিথ্যার  
চিকিৎসা হয়। আল্লাহ সত্য দিয়ে মিথ্যার চিকিৎসা শাস্ত্র নাযিল করেছেন। গোটা বিশ্ব  
মিথ্যা রোগে আক্রান্ত। তার ক্যান্সার গধষরমহধঃ পধঢঃধষ মংড়ঃিয, নগর সভ্যতা।

গোটা সৃষ্টির জন্য আল্লাহ শবে রুদরে তাঁর জবসবফরধষ চংবংপংরঢঃরড়হ  
অবতীর্ণ করেছেন। যেদিন আপনি “ইফতার পার্টি” করেছেন।

২৭শে রমজান পাকিস্তান হয়েছিলো। সত্য নামে মিথ্যাবাদের পাপে পাকিস্তান ভেঙ্গে  
যায়। আপনার ২৭এর ইফতার পার্টি সে রকম কিছু নয়তো?! “বদরুদোজা” হবেন, না  
“বদের বোঝা” নিয়ে মরবেন? এখন মাথায় বদের বোঝা।

ঐংঃয রং ংরহমঁমধং. ঋধষংব ধংব রহইসবংধষ ঢষঁধষ.

সত্য সর্বাবস্থায় একবচন, তাওহীদ। মিথ্যা সর্বদা বহুবাচনিক, শির্ক। সত্য ঈমান।  
বহুবাচনিক গনতন্ত্র মিথ্যা। মানব সার্বভৌমত্বে গনতন্ত্রীরা মুশরিক।

আল্লাহ সত্যকে “আলো” বলেছেন। মিথ্যাকে বলেছেন “যুলুমাত”, অন্ধকারের  
মাতৃজঠর। সত্য ঈমান। মিথ্যা কুফর। তার বিপরীত নূর। নূর সর্বদা এক বচন। নূর  
ঐক্য আনে। বিশ্ব মিথ্যায় জর্জরিত।

আমি অমর বয়সের অধিকারী অমর আত্মা। আমি তিনকাল দেখি। এককাল  
আমার জীবন নয়। পার্থিব জীবনের বাস, ভোগ, ও বিলাসীরা জন্মান্ব, এক কাল দ্রষ্টা।  
পার্থিব “দিন কাল” দেখে। “তিনকাল ” অর্থাৎ রুহানী অতীত, দৈহিক বর্তমান ও কর্মফলের  
পরকাল দেখেনা।

আপনি কি দেখেন? না দেখলে আপনি “বদরুদোজা” নন। আপনার নাম  
গরংহডসবং।

আমি দেখি । তাই দৃষ্টি দিতে আপনাকে এই প্রেসক্রিপশন ।

সম্ভবতঃ ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর। রমনা থানার পূর্বপার্শে ১১০ নং এলিফেন্ট  
লেনে এক ছাত্রকে আল কোরআন পড়াচ্ছিলাম । ছাত্রটি মুহাম্মাদ আলি জিল্লাহর  
পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা ও বানিজ্য মন্ত্রী। নাম ফজলুর রহমান । যেরূপ জিল্লাহ ইসলামী  
বিশারদ ! তার শিক্ষা মন্ত্রীও সেরূপ ইসলামী পন্ডিত !

একবার খাজা নাজিমুদ্দিন ফজলুর রহমানের উপস্থিতিতে আমাকে জিজ্ঞাসা  
করেছিলেন, “বলতো দেখি পৃথিবীর সাত আশ্চর্যগুলো কি কি?” উত্তরে বলেছিলাম, “আমি

শুধু প্রথমটি জানি।” সেটি জানতে চাইলে বলেছিলাম: “ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে ২৭ শে রমজানে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা জিন্নাহ কোরআন জানতোও না মানতোও না। তার শিক্ষা মন্ত্রীও কোরআন জানতোও না, বুঝতোও না!”

আমার উত্তরে উভয় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, খাজা নাজিমুদ্দিন কোরআন পড়তে জানতেন ও কিছুটা বুঝতেনও।

সেদিন থেকে ফজলুর রহমানের আমার প্রতি আবেদন ছিলো, “আমাকে তুমি কোরআন শেখাও। না শেখালে রোজ ক্লেয়ামতে আমি আল্লাহর দরবারে নালিশ করবো, তুমি আমাকে কোরআন শেখাওনি।”

তারপর থেকে আমি তাকে প্রতিদিন সকালে কোরআন পড়াতে আরম্ভ করি।

এমনি সময় পৌষের এক শীতে কানটুপী মুড়ে, পুরু চশমা এঁটে একটি গোলা বেত লাঠি হাতে এক আগন্তুক “সালামালেকুম” বলে ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পান যে একটি কিশোর বালকের ন্যায় ফজলুর রহমান নিচে কার্পেটে বসে দরাজ গলায় আল্ কোরআন পড়ছেন। আগন্তুকের নাম কফীলুদ্দিন চৌধুরী। তিনি সম্ভবতঃ সার্কুলার রোডে থাকতেন।

ফজলুর রহমানের পড়া দেখে তার আত্মীয় বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদও একদিন স্তম্ভিত হয়েছিলেন। পরপারে চলে যাওয়া আপনার বাবা ফজলুর রহমানকে বলে ছিলেন, “আমি কি আপনার সহপাঠি হয়ে পড়তে পারি?”

উত্তরে বলে ছিলেন, তা’হলে তো ভালোই হয়। বুড়ো বয়সে আমরা আল্ কোরআন বুঝে পড়ার সহপাঠি হই!

তিন চার দিন এসে আমার পদ্ধতি দেখে কফীলুদ্দিন চৌধুরী বলে ছিলেন, “ফজলুর রহমান সাহেব, শৈশবে এ ওস্তাদের দরকার ছিলো। এখন বুড়া কালে বুড়া হাড়িতে এতো সুন্দর ও শুদ্ধ পড়া ঢুকেনা”। এ বলে তিনি উরংপড়হঃরহঁব করলেন।

কোরআন ছাড়া ইসলাম! ইসলাম ছাড়া মুসলমান! এ ঈমান ছাড়া উপবাসি রোজা, অপচয়ের ইফতার পার্টি ও ২৭শে রোজার প্রহসন! কতো দুর্বোধ্য আচার! এ আচারীরা সুশীল, ও তাদের সমাজ সুশীল সমাজ! এর পরিণাম, পরকালে কি ভাবা যায়!?

আল্লাহর সীমাহীন করুণায় আমি এক ঐশি আলো প্রাপ্ত ঘরে চোখ খুলি। বৃদ্ধ হওয়ার পর থেকে গত অর্ধ শতাব্দী ধরে নির্ভর পাদপীঠে দাঁড়িয়ে আমার শিক্ষা দিক্ষা ও জীবন অনুশীলন। পারিবারিক ঐতিহ্যে আমাদের চার পাঁচটি ভাষা শিক্ষা দেয়া হতো। আমি তার জবসহধঃ. আমার ছেলে মেয়েরাও তাই।

আমি আল্লাহর বিশেষ দানে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক, খন্ডিত রাষ্ট্র ও জাতিয়তা ভিত্তিক মুসলমান নই। ইব্রাহিমী মিলাতের মুসলিম। গোটা বিশ্ব আমার সংসার, পরিবার।

একটি “বাংলাদেশ চাই” একটি “পাকিস্তান চাই” একটি “আফগানিস্তান চাই বা একটি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র চাই”, এ ধরনের সংকীর্ণ দৃষ্টি নেই। এর দিন অতীত হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বজনীনতা, বিশ্ব শান্তি ও বিশ্ব মানব পরিবার পুনর্গঠনের ত্রান্তিকাল এখন। তবে তা শুরু করতে একটি আদর্শ পল্লীর প্রয়োজন। সে পল্লীটিই এ বাংলাদেশ হতে পারে। যদি আপনারা চান।

আপনি একজন চিকিৎসক। মানব দেহের রক্ত মাংস, মল মূত্র, হাড়ি চর্ম ও মেরু মজ্জা প্রভৃতি নশ্বর বস্তুর কিছু সীমিত ঘাটা ঘাটি আপনার বিদ্যার চার দেয়ালী।

অবিনশ্বর, অমর আল্লামার নিয়ন্ত্রনাধীন সুস্থ দেহ ও মানব সমাজ কল্পনার শিক্ষা আপনার বরাতে জুটেনি, পাননি। তাতে আপনার ক্রটি নেই। সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থা সেজন্যে দায়ী।

আপনার শিক্ষা বলা যেতে পারে মেট্রিক পর্যন্ত। তারপর চিকিৎসা কারিগরি শিক্ষা ও তার পেশাদারী জীবন। তাই। তা সত্ত্বেও আমার কাছে মনে হয়, কোথাও থেকে আপনার একটি সুশীল ধ্যানসূত্র প্রাপ্তিতে রয়েছে।

আমার ছোট ভাইটিও ডাক্তার। ওকে স্টেটস এ উচ্চ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। ও ফেরৎ এসে ডাক্তারী পেশা না করে বড়ো সড়ো কম্পোজিট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী করে তা নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু পারিবারিক ঐতিহ্য ক্লোরআনী দিকদর্শন আছে। সেও বাচাল তুখোড় বক্তা।

আপনি হালকা ফুলকা, বাকপটু, সাবলীল ভাষী। প্রয়াতঃ ডঃ হাসান জামান স্মরণ হয় আপনার কথা শুনলে। পাকিস্তানের সুশীলদের একত্র করে তিনি তার পাকিস্তান (?) কে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্রষ্টতার জন্যে তা পারেন নি। আপনার সুশীলদের পরিণাম যেনো সে রূপ না হয়।

আপনি এক সুশীল। শাহ আজিজ এক সুশীল ছিলেন। ডঃ কামাল হোসেন একজন সুশীল। বদরুদ্দিন ওমররাও সুশীলের দাবিদার। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া এক গৃহবধূর ছাঁক থেয়ে আপনাকে অপদস্থ হতে হয়েছে। শাহ আজিজ মুকুট অভিষেকের আয়োজন করেও রক্ষা পায়নি। কসমেটিক ম্যাডামের পা কাটার রোগ সেনাখ্ন্ত করতে গিয়েই নাকি আপনি নিজেই রোগী হলেন। ফলে স্বামী হত্যার দোষের ছিঁটাও লাগতে শুরু করে।

ডঃ কামাল হোসেন আরেক অর্ধশিক্ষিতা নেত্রী কর্তৃক অপদস্থ হন। অথচ, কামাল হোসেন ও মোহাম্মাদ হানিফই তাকে মসনদে বসায়। যেমন আপনি মুখ্য ভূমিকা নিয়ে জেনারেল ম্যাডামকে বসান। “ঘর ভাঙা কামাল” হয়ে ডঃ কামালকে বিতাড়িত হতে হয়।

আপনাদের এ পরিনতি কেনো, তা’ কি কখনো ভেবে দেখেছেন?

স্রষ্টা আল্লাহ ইউনিপোলার। তাঁর সৃষ্টি বাইপোলার। আদম হাওয়া প্রথম মানব দম্পতি। নরনারীতে তাঁর সমাজ। নরনারীতে কোনো সাম্য নেই, বৈষম্য নেই। বৈশিষ্ট্য আছে। তা’ অবশ্যই মেনে চলতে হবে। তা’না হলে বিপর্যয় অনিবার্য। আদম থেকে হাওয়ার সৃষ্টি। কিন্তু হাওয়া ছাড়া আদম চলেনা। এখানে বৈষম্য নেই। তবে বৈশিষ্ট্য আছে। আদম বাহির। হাওয়া ঘর। মুদ্রার এপিঠ ও পিঠ। মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ মিলে একটি মুদ্রা হয়। সেরূপ স্বামী-স্ত্রী মিলে দুজনে এক সত্ত্বা। মাঝে ফাঁক, ফাটল হয়না হবে না। এর ব্যত্যয় ঘটলে সর্বনাশ। ঘর ভেঙে যায়। পরিবার ভেঙে যায়। রাষ্ট্র ও জাতির পতন ঘটে।

বাংলাদেশ এ সংকটে হ্যাট্রিক। যেমন দুর্নীতিতে হ্যাট্রিক। দ’ু ঘর ভাঙা নারীর একশ জুতো ও একশ পেয়াঁজ আপনার, শাহ আজিজ, কামাল হোসেন ও হানিফদের নসীব হয়েছে। এখন হাওয়া ভবনে একজন মর্দ আদম চাই।

আমি আল্লাহর এক নগন্য দাস। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত আলোতে তিনকাল দেখার দান প্রাপ্ত। সে আলোতে দেখি যে মুসলিম নামধারী জাতির পতনের পেছনে মূল কারণ হলো আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত নরনারীর বৈশিষ্ট্য লঙ্ঘন। বাগদাদ, স্পেন ও দিল্লির পতনের পেছনেও সে একই কারণ। পাকিস্তানের পতনের ব্যাপারেও তা সত্য।

১৯৪৪সনের ঘটনা। বঙ্গ মুসলিম লীগের মহাসম্পাদক আবুল হাশেম ও মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক শাহ আজিজ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থন আদায় করতে বরিশালের শর্শিনায় যায়। তারা ভরা মাহফিলে লক্ষ লোকের সমাবেশে অনল বর্ষী বাগ্মীতায় সাধারণ মানুষের মুহূর্মূহ নারায়ে তাকবীর আল্লাহ আকবার, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, ছিনকে লেঙ্গে হিন্দুস্তান, প্রভৃতি হর্ষধ্বনী পায়। পীর সাহেব সরল মানুষ ছিলেন। তিনিও বিমোহিত হয়ে, মারহাবা, মারহাবা, বলেন। কিন্তু বিপত্তি ঘটান আমার মরহুম পিতা। তিনি আবুল হাশেম ও শাহ আজীজদের হাল-সূরতের তিন কাল দেখে ভরা মজলিসে ধমক দিয়ে তাদের বসিয়ে দেন, এবং বলেন, “তোমাদের দ্বারা যে পাকিস্তান হবে, তা জাতি ও ধর্মের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। যাদের ব্যক্তি জীবনে ইসলাম ও ঈমানের স্বাক্ষর নেই, তার পরও ধর্ম ও রাষ্ট্র নিয়ে কথা বলে, তারাই দাজ্জাল”।

আবেগের বানে ভেসে ভেসে যেমন বাংলাদেশ হয়, তেমনি পাকিস্তানও হয়েছিলো। এখন আমি দেখছি, বাংলাদেশও পাকিস্তানের পরিনতির দিকে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে যখন পুনঃ আবুল হাশেম আইউব খাঁ কতৃক মুসলিম লীগের চীফ অর্গানাইজার হয়, আমি তখন পাকিস্তানের মৃত্যু দেখতে পাই। পত্র-পত্রিকায় “কানা দাজ্জালের ডায়েরী” নামে আবুল হাশেম ও আইউব খাঁর বিরুদ্ধে লিখে সতর্কবাণী উচ্চারণ করি।

পাকিস্তান তার পরিনতির দিকে এগোয়। আমি কফিন ও জানাযা দেখি।

১৯৭১ সাল। আমি তদানিন্তন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে পাকিস্তানের এয়ার মার্শাল আসগার খানের সাথে পাকিস্তানের আসন্ন মৃত্যু সম্পর্কে যেনো শেষ কথা বলছিলাম। হোটেলের একটি কনফারেন্সের আয়োজন হচ্ছিলো বলে মনে হয়। লাউঞ্জে আমি ও আসগার খান বসা, এমন সময় এক মাংস বহুল লম্বা চওড়া মহিলা উৎকট সাজে আবির্ভূত হয়ে চিংকার দিয়ে সবাইকে শুনিয়ে বলতে শুরু করে “নিয়াজী, ফরমান আলী ব্যস্ত, আসতে দেবী হবে, ইত্যাদি”। তার কথা শুনে আসগার খাঁ বলে উঠে “ইয়েহ বেগম সাহেবা কৌন হয়, জু হামারে জেনরেলোঁকা নাম নৌকরোঁ কি তারাহ্ লে রাহি হ্যাঁয়”? খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে মহিলা তদানিন্তন কউঐ লেবোরেটরীর মালিক আনওয়ারা বেগম, ইয়াহইয়া খাঁর “রানী ক্যাবিনেটের” অন্যতম। এ শ্রেণীর ম্যাডামদের চক্রে বর্তমান বাংলাদেশে আপনারা জিম্মী! পজিশন কি অপজিশন।

এ থেকে কি মুক্ত, পবিত্র হতে চান?

মুক্তি পেতে চাইলে বড়ো ক্লোরবানী দিতে হবে। ক্লোরবানী আসছে। পশুর মাধ্যমে আত্ম ক্লোরবান হতে হয়। তা না হলে পশু হত্যা হয়। কোরবানী নয়। ক্লোরবান হতে চান? বয়স তো আর কম হয়নি! আসুন। “গাইও বুড়া, বিয়ানো শেষ” বলে ক্লোরবান হওয়ার খবরঃ ঈযধহপব রয়েছে শুধু।

২৭শে রমজান সে মুক্তির তাবিজ অবতীর্ণ হয়েছে। “ভয় নাই তোর গলায় তাবীজ বাঁধা যেহে তোর পাক ক্লোরান”। গত রমজান মাসে যুগপৎ চন্দ্রগ্রহন ও সূর্যগ্রহন হয়েছে। বদরুদ্দোজা ও সামসুদ্দোহা উভয়ই নিঃপ্রভ হয়েছে! তাবলীগ জামাতের



ডেভোটারা বলে যে এ বছরই নাকি রমজান থেকে হজ্জের মাসে বিশ্ব মুক্তিদাতার আবির্ভাব ঘটবে।

বর্তমান বিশ্ব ঘাতক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সনাতন হিন্দু ও মুসলিমরা সবাই এক বিশ্বত্রাতার অপেক্ষা করছে। করষষবং ব্যাধি ঐ.ও.ঠ, অওউঝ সর্বগ্রাসী সংহারী রূপে ধেয়ে আসছে। ঐবধষবং অবশ্যস্বাবী। ঠরংপবংধ, অহধঃডসু ঘাটার শাস্ত্র শিখেছিলেন। আজ বয়সের যে প্রান্তে দাঁড়িয়ে, তাতে যে কোনো মুহূর্তে তা ফেলে আত্মার জগতে প্রত্যাবসান হতে পারে। যেমন আপনার এলাকার পূর্বসূরী ফজলুর রহমান, সামসুদোহা ও আপনার পিতা কফিলুদ্দিনদের যেতে হয়েছে। তাদের সকলের নাম ইসলামী ঘড়সবহপষধঃংবএর সাক্ষ্য বহন করে। আমার আপনার নামও। আপনি কি আপনার নামের যথার্থ উপলব্ধি করেন, বা তাতে বিশ্বাসী ?

দিঘির পাড়ের সামসুদোহা জীবনের শেষ অধ্যায় তার ছেলে মেয়ের দুর্ব্যবহারের নালিশ নিয়ে আসতেন আমার কাছে। পার্থিব জীবনের বিত্ত-বৈভব, সন্তান-সন্ততি ও আইয়ুব খাঁর সাহচর্য প্রভৃতির কথা তুলে পরপারের পাথেয় শূন্যতা নিয়ে অশ্রু ঝরাতে দেখেছি।

সে আইয়ুব খাঁদের বাঙালী মিনিয়োচার জিয়াউর রহমানের আঞ্জাবহ বসংবদ হয়ে গনজীবনে আপনার পদচারণা। তার করুণ পরিনতির চাক্ষুষ স্বাক্ষর আপনি। একবার কি ভাবতে পারেন যে সে যাত্রায় আপনিও তার সঙ্গি হয়ে বিদায় নিলে এখন রুহানী জগতে বসে দেশের বর্তমান রাজনীতির কি মূল্যায়ন হতো আপনার? এখানে বসে যে সেখানে দেখে, সে তার উত্তর দিতে পারে।

বলুন তো আল্লাহ যদি তাঁর কুদরতে মুজিব ও জিয়াকে কাফনে মুড়িয়ে পুনঃ বাংলাদেশে পাঠান, তা হলে হাসিনা খালেদা কি তাদের জন্য গদি ছাড়বে, না ভূত বলে ওদের পুনঃ মোল্লা পুরুত ডেকে মাটি চাপা দেবে? উইনী মেন্ডেলা নেলসন মেন্ডেলার জন্য ছাড়েনি। ওরাও তাই করবে।

কবরের রাজনীতি করেছেন?! কবর পূজায় একটু ব্যয় ঘটান ফল যদি পৃথিবীতে এ পরিনতি হয়, তা হলে আল্লাহর দাসত্বের খাতায় শূন্যতা, তা পূর্ণ করার ভাবনা কি আছে?

আল্লাহর বিধানে মৃত ব্যক্তির কবর পূজা, বা কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান গর্হিত কাজ। আল্লাহর রাসুলের কবর জিয়ারাত, বা মাদীনা দর্শন হজ্জের অংশ নয়। কেউ তা মনে করলে তার হজ্জ বরবাদ হয়ে যাবে। দুনিয়া ছেড়ে কবরে যেতে হবে, তা স্মরণ করতেই শুধু ইসলামে মৃত ব্যক্তিদের কবর জিয়ারত বৈধ। খালেদার ও হাসিনার স্বামী ও পিতার কবর জিয়ারাত কবর পূজার নামান্তর। গোটা জাতি সে পাপে পাপীষ্ঠ।

অষ্টম শ্রেনী পাশ খালেদার মূর্ত্যতাকে ঢাকার জন্য যে বদরুদ্দোজা পার্লামেন্টে রাসূল সঃ এর নিরক্ষরতার সাথে তুলনা করেছিলো, সে পাপ মোচনের শেষ সুযোগ হিসাবে বদরুদ্দোজাকে জীবনের বাকি দিন গুলো কাটাতে হবে। নবী আদর্শে তওবা করে খালেদাকেও সে পথ নির্দেশের মাধ্যমে গৃহবধূর দায়িত্বে ঘরমুখী করতে হবে। পার্থিব

জীবনে নর নারী মাঠ ও ঘরের দায়িত্ব পালনে আদিষ্ট। মাঠ ঘাটের উৎপাদনশীল দায়িত্ব পুরুষের। ঘর সংসারের স্বর্গরাজ্য নারীর।

মুখ নর নারীরা এ সীমা লঙ্ঘন করে। ফলে বিশ্ব আজ ঘরভাঙ্গা নর নারীর বাজার, বেশ্যালয়। বাজার অর্থনীতি, সেক্স ইন্ডাস্ট্রী, যৌন কর্মী, সমকামিতা, গে, লেসবিয়ানের পরিভাষা তাদের পরিচয়। এইডস, এইচআইভি, প্রভৃতির সন্তান।

বাংলাদেশ, দুর্নীতি ও দারিদ্র্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কিছু দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ এইডস মহামারীতে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতকে বিট করে প্রথম হবে। তারও সুনির্দিষ্ট ইংগিত আমি দেখছি।

আমি গত অর্ধ শতাব্দী থেকে স্রষ্টার প্রকৃতি-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। সে অর্থে আমি যথার্থ ঐরফবফ. এর শিক্ষা দীক্ষা ঋণংংঃ যধহফ শহড়মিবফমব. মানব রচিত শিক্ষা ঋবপড়হফ যধহফ, ংযরংফ যধহফ, ভড়ংংঃ যধহফ, ডনংডমবঃব, অচল। এ শিক্ষার ছাত্র আপনারা, এবং এর রাজনীতি আপনাদের জীবন মরণ।

বর্তমান নৈরাজ্য চলতে থাকলে অবশ্যই যে বাংলাদেশ অওউঝ, ঐওঠ তে প্রথম স্থান দখল করবে, তার একটি প্রাকৃতিক প্রমাণ আপনাকে দিচ্ছি।

বাংলাদেশ নৃশংস মারামারি ও কাটাকাটির বাইরেও সড়ক দুর্ঘটনায়ও প্রথম। পাশব যৌনাচার ও অন্যমনস্ক গাড়ি চালনা এর প্রধান কারন।

কেন?

একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।

আমি নিজে গাড়ি চালনা করে গত দু তিন বছর ঢাকা থেকে রংপুর হয়ে দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও তেতুলিয়া যাতায়াত করি। “টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সবাই বলে জিয়া জিয়া, বা থালেদা জিয়া”র টেকনাফ যাই না। প্রয়োজন হয় না বলে। আমার ভ্রমণ কালে আমি দেখি চলার পথের সড়ক, মাঠ ঘাট, গাছ পালা, ক্ষেতের ফসল ও ধূলীকণা, সবাই বলে “সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হামদু লিল্লাহ ও আল্লাহ আকবার” প্রভৃতি।

বছরের দশ মাস ৫০০ কিলো মিটার পথে পাঁচটি কি সাতটি সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত কুকুর কুকুরী নজরে পড়ে। কিন্তু বছরের দুমাস, অর্থাৎ আশ্বিন কার্তিক মাসে দেখতে পাই, ন্যূন অর্ধ শত মৃত কুকুর কুকুরী।

কারন, মানুষের গৃহ পালিত পশুর মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ কুকুর গুলো এ দুমাস কুকুরীর পেছনে ধায়। তাই এদের এ অপমৃত্যু। এদের মিলন প্রজননের তাগিদে। এ প্রজনন কাল উত্তীর্ণ হতেই এরা শান্ত। ম্যাডাম কুকুরীর পেছনে ধায়না। তাই অপমৃত্যু হয় না বললে চলে।

মানুষ কুকুর থেকে পৃথক। মানুষ কুকুরের মনিব। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাই মানুষের দাম্পত্য জীবন কুকুর কুকুরীর থেকে আলাদা।

মানুষের বেলায় খধফং ঋণংংঃ, হড়ঃ খধফরবং ঋণংংঃ. আদম পূর্বে সৃষ্ট। তাঁর প্রয়োজনে পরে খধফু মা হাওয়ার সৃষ্টি।

মা দের পর্দা বা হিজাব অবশ্য। তা না হলে বর্তমান অবস্থা অনিবার্য।

বাংলাদেশে বারো মাস নয়, এক যুগের বেশী দু'বেপর্দা, বেপরওয়া লেডীর রাজত্ব।

আল্ ফোরআনে সূরা আ'রাফের ১৭৫-১৭৭ আয়াতে আল্লাহর নিদর্শন ত্যাগ কারী মানুষদের কুকুর বলে তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

তার নীরিখে মহা পন্ডিত, বাকপটু ও উচ্চাভিলাষী বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন সাহেবরা দু' কুকুরীর পেছনে কুকুর রূপে এমন ভাবে পতিত যে, আপাত দৃষ্টিতে তার কোন বিকল্প নেই। গোটা জাতিকে বদরুদ্দোজা ও মহা আইনজ্ঞ কামাল হোসেনরা এমন ভাবে দু'নেত্রীর পেছনে ধাবিত করেছে যে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এ জাতি কুকুর কুকুরীর পেছনে মরছে। এ ধারা চলতে থাকলে কি আপনাদের বাংলাদেশ দাতা ও দাদাদের অওউঝ/ঐওঠ র তৃতীয় চ্যাম্পিয়ন ট্রফীটি জিতবেনা?

মূর্খতা ও নিরক্ষরতার পার্থক্য বুঝতে হবে।

মূর্খ ও মরঃবঃবঃ এবং নিরক্ষর টহঃবঃঃবঃবঃফ. বহু অক্ষর জ্ঞানের পরও মানুষ পশুর চেয়ে নির্বোধ ও মূর্খ হয়। যেমন বর্তমান বিশ্বের শিক্ষিতরা। কুকুর শূকর যৌনমিলন পারতঃপক্ষে মানবদৃষ্টির আবডালে গিয়ে সারতে চেষ্টা করে। তাদের মিলন দৃশ্য প্রদর্শন করতে চায়না। অক্ষর জ্ঞানে উন্নত (?) বিশ্বের উন্নত লর্ড ও লেডীরা পিঠে কুকুর চড়িয়ে তার ভিডিও অডিও করে ব্যবসা করে।

এ খড়্ফ ও খধফু দেব মূর্খতা ঢাকার জন্য যারা এদের বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী শিক্ষাপ্রাপ্ত নবী সঃ এর সাথে তুলনা করেছে, তাদের আল্লাহ ভোগের ইচ্ছার পাটি করে সুশীল সমাজের মঞ্চ তৈরীর ঘোষণা দিলেই রেহাই দেবেন না। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তওবা ও ত্যাগের অগ্নী পরীক্ষা দিয়ে। ঐশী জ্ঞানের লোকেরা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নিরক্ষর হন। যাতে অক্ষর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা তাদের ঈড়ৎঃঃঃ করতে না পারে। ঐযবু ধংব ঐঃবঃঃবঃবঃফ মরঃবঃবঃব. ঝড় ধিং ংযব ঢংড়ঢ়যবঃ, হড়ঃ ুড়ৎ সধফধস! কথা বলতে সাবধান হতে হবে।

ত্যাগের দ্বারা মানুষ ধন্য হয়। ধনী হয় না। যে ত্যাগে যতো নিঃশেষ, সে ততো ধন্য। আপনারা ভোগে ধনী হয়ে ধন রক্ষার্থে, বা আরো ভোগ ও ধনের জন্য কি এসব বলছেন? পদলোভীরা পদ চায়। পদ পেলে পদাঘাত ছাড়া পদত্যাগ করে না।

সৃষ্টির ত্যাগী সেবক কুল, ত্যাগে ধন্য হতে চান। পদ চান না, নেন না। এমনকি চুমু খাওয়ার জন্য পা চাইলেও তারা পা বাড়িয়ে দেননা। তারা পদচ্যুত হন, না কেউ তাদের পদাঘাতে পদচ্যুত করতে পারে?

ত্যাগীদের হারাবার কিছু থাকেনা। ভোগীরা সর্বদা হারানোর ভয়ে ভীত কাতর থাকে। তারা কাপুরুষ ও কাপুরুষদের পিতা হয়ে থাকে।

ভোগীর সন্তানরা ভোগের নিমিত্ত পিতা-মাতার সঙ্গী হয়। স্ত্রী-পরিজনরাও। যখনই তাদের ভোগের বেল্ট টাইট দেয়া হয়, ঠিক তখনই তাদের মূল চেহারা ভেসে উঠে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সচ্ছলতার পর কৃচ্ছতার পরীক্ষা নেন। রাসূল সঃ তাঁর স্ত্রী ও সঙ্গীদের পরীক্ষা করেছেন। তাঁর স্ত্রীরা তাতে ব্যর্থ হলে আল্লাহ তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন। একমাত্র হযরত ইব্রাহীম সপরিবার সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডানরা ইব্রাহীমী মানদণ্ড হারিয়ে পরস্পর নিধন যজ্ঞে লিপ্ত হয়ে বর্তমান বিশ্ব সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে।

বিশ্বকে সন্ত্রাসের অভিশাপ মুক্ত করতে সর্বপ্রথম এক ইব্রাহীমী চরিত্রের অভ্যুদয় ঘটতে হবে।

বর্তমান ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলিম সন্ত্রাসের ত্রিশূল ভাঙতে পারলেই বিশ্ব শান্তি আসবে।

অন্যথা নয়।

বিশ্বের চরম দুর্ভাগ্যগ্রস্ত দেশ ও জাতির মধ্য থেকে সে ত্রাতার আবির্ভাব হবে বলে আল-কোরআন ও রাসূল সঃ এর ইঙ্গিত রয়েছে। আপনারা বাংলাদেশকে যেখানে নিয়ে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে ভূ-পৃষ্ঠে এই দেশের চেয়ে নরক তো আর কোথাও নেই! অমাবশ্যার পর আলোর ইঙ্গিত নিয়ে যে চাঁদ ওঠে, আল্ হেলাল। তারপর যে চাঁদ পূর্ণ হতে পারে সকল অধিকার দূর করে, তা বদরুদ্দোজা। আমাদের বদরুদ্দোজাদের কি সে ঈমান আছে?

ইসলামে বিশ্বাসী প্র্যাকটিসিং মুসলিম জাতির মধ্যে বেতনভুক লোক হতে পারেনা। বেতনভুক লোক পরাধীন, স্বার্থপর হয়। আর মুসলিম মানেই নিজে স্বাধীন হয়ে অন্যকে স্বাধীনতার পথ দেখায়।

ইসলামে বেতনভুক লোকের নেতৃত্ব নেই। বেতনভুকদের শাসনই উপনিবেশবাদ। এ শাসকরা দেশীয় হলেও শোষক। বিদেশ থেকে এসে কোনো লোক কোনো দেশ দখল করে বিনা বেতনে প্রয়োজনে শুধু জীবন ধারণের ভাতা নিয়ে সে দেশ শাসন করলে, সে ও তার লোকেরা সে দেশের সেবক।

বিশেষ করে ইসলামে কোনো অবস্থাতেই ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারীরা বেতনভুক হতে পারবেনা।

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত বিচারক ও উকিল শ্রেণী পেশাদার হতে পারেনা।

ইসলামে জননিরাপত্তা বিধায়করা বেতনভুক হতে পারবেনা। যেমন পুলিশ বাহিনী। ইসলামে চিকিৎসকরা কোনোমতেই পেশাদার হতে পারবেনা। তারা সেবক হবে।

ইসলামে সেনাবাহিনীও পেশাদার হতে পারবেনা। হলে তারা দেশ বিক্রি করে।

বর্তমান বেতনভুক সরকার, আমলার শাসন, স্বদেশী উপনিবেশবাদ।

আলেমরা ধর্ম ব্যবসায়ী। এদের পেছনে সালাত অবৈধ।

পুলিশরা দুর্ভৃত, ডাকাত।

উকিলরা ক্রাইম ব্রীডার ও লালনকারী।

চিকিৎসক ডাক্তাররা মানব শকুন। পার্থক্য হলো, পাখী শকুন মরলে খায়, আর চিকিৎসকরা আমরণ মানব দেহ চুষে খায়। ঔষধ প্রস্তুতকারীরা সমাজকে রুগ্ন করে ডাক্তারদের হাতে তুলে দেয়, এবং পরস্পর রুগ্ন সমাজকে শোষণ করে।

প্রাচুর্য্যের সংসার পোষ্যদের নির্দয় শোষকরূপে পালন করে সমাজকে ব্যাধীগ্রস্ত করে। এরা এদের বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের প্রতিও নির্ভর হয়। কৃষ্ণ, ত্যাগী জীবন তার বিপরীত।

বেতনভুক সেনাবাহিনী দেশের শোষকদের নিরাপত্তা প্রদানকারী বাজেটের সিংহ ভাগ ভোগী সশস্ত্র শোষক, বর্গী।

সোহেল-সালমানের বাবা, ফজলুর রহমান নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতেন। ওদের মা স্কুল চালিয়ে জীবিকা উপার্জন করতেন। এখন তার ছেলেরা নীচ শ্রেণীর ভোগবাদী, জনগণের সম্পদ আঁসাংকারী, ঋণ খেলাফী!

শামসুদোহা একজন মধ্যবিত্ত মুখতারের সন্তান ছিলেন। পরবর্তি প্রাচুর্য্যে জীবন তার চার ছেলে মেয়েদের এমন সীমা লংঘনকারী করেছিলো যে তাদের দুর্ব্যবহারে তাকে পক্ষাঘাতে পড়ে বিদায় নিতে হয়েছে।

আপনাদের পাড়ার নিকাহ রেজিস্ট্রার গোলাম আযমদের বাপ-দাদা দরিদ্র ধার্মিক পরিবার ছিলো। কিন্তু প্রাচুর্য্যে স্বাদ ও সাধ গোলাম আযমকে এমন অধ করে যে এ দেশের সুশীল সমাজ গড়তে যে চারিত্রিক যুব শক্তির প্রয়োজন, তার সম্ভাবনাময় শক্তিকে ইসলামী আন্দোলনের নামে জড়ো করে আপনার অষ্টম শ্রেণী পড়-য়া কসমেটিক ম্যাডামের বেদীতে বলী দিয়েছে। এ লোকটি এখন একটি জাহান্নামের কীট। সম্ভবতঃ এ গোলাম আযমের পিতাই আপনার বিয়ের কাজী!

এ পরিস্থিতিতে আপনার ও ডক্টর কামাল হোসেন আপনাদের পেশাদারী চমক দিয়ে ঘড়ির কাঁটা কোনো কল্যাণের দিকে ঘোরাতে পারবেন না বলে দিচ্ছি। পত্র-পত্রিকার কার্টুনে ও লেখায় আপনাদের দু'জনকে দু'নেত্রী ছাগীর তৃতীয় বাচ্চা বলে উপহাস করছে!

ঈড়ংসধঃরপ ঙ্ংঃভরঃ উংখাত করতে ঈড়ংসরপ ঈয়ধংরংসধ চাই। শাহ আজিজ প্রসাধনীর পথ রুখতে পারেনি। নিজেই মিলিয়ে গিয়েছে। তখন সম্ভবতঃ আপনি ম্যাডামের পক্ষে ছিলেন!

বিশ্ব আজ উবনধঁপয় উবষঁংরডহ এর প্লাবণে প্লাবিত, উবষঁমবফ.

এ অবক্ষয়ের চরম নির্দেশক আপনার খালেদা ও কামাল হোসেনের হাসিনা।

এদের উবষঁমব ডভ ঘড়ধয ই ঘরে ফেরাতে পারে।

ঐশি ধর্ম বা উরারহব ঋধরঃয এখন একমাত্র চধহধপবধ.

আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মে দু'ছাগীর তৃতীয় বাচ্চাসম ফালতু তৃতীয় শক্তি না হয়ে দু'ছাগীর নিয়ন্ত্রক পাঠাসম প্রথম শক্তির প্রয়োজন। জাতীয় বিবেক অতিষ্ঠ হয়ে পাঠার নিয়ন্ত্রন চায়। ছাগী পাঠির নর্তন কুর্দন চায়না।

কেইস হিস্ট্রির নিরীখে ব্যবস্থা পত্র:

মানুষ ঐশ্বরিক, নয় অসুরিক, উরারহব ডং উবারষ, কিন্তু মানব প্রকৃতি ঐশ্বরিক। ত্যাগ ও নির্লোভতা মানুষকে ঐশ্বরিক করে। ভোগী ও বিলাসী শাসকরা মানুষকে অসুরিক করে।

আবু সাঈদ চৌধুরীকে নৈরাশ্য বা পদলোভ প্রেসিডেন্সী থেকে মোশতাকের পররাষ্ট্র মন্ত্রীত্বে নামিয়ে অপমানিত করে। এবার যেনো বি, চৌধুরী তার শিকার না হয়।

নারী গৃহে গৃহলক্ষী, জায়া, জননী। রাজপথে বেশ্যা ও বারবানিতা।

মা বোনের সাথে বিবাদ বাড়ির চার দেয়ালে নিষ্পত্তি করতে হয়।

কখনো রাজপথে, ঘরের বাইরে নয়। রাজপথে নামা মাত্র রাজপথের লুচা-লম্পট নারীর পক্ষ নেয়। নারী জিতে, নর হারে।

বাংলাদেশে মহাবিপদ! দু'ঘর ভাঙ্গা নারীকে বদরুদোজা ও কামাল হোসেন রাজমঞ্চে, রাজপথে নামিয়েছে। হাটবাজারের সকল অসুর তাদের পেছনে উন্মত্ত কুকুর।

ওদের ঘরে ফেরাতে, জনতাকে ঘরমুখো করতে ঐশ্বরিক পথ ও পাথেয় চাই।

বাচালতার সুশীলতা কোনো কাজে আসবেনা।

বুশ-ব্ল্যারকেও শয়তান ধর্মের ডিভাইনিটীর পতাকা দিয়ে বিশ্ব বাজারে নামিয়েছে। তাদের কোয়ালিশন সেনারা অংসু ড়ভ এডফ, যেমন তাদের ডলারে লেখা ওঘ এণ্ডউ ডউ ঞ্জটব্গঞ.

এখন মিথ্যা গডের মোকাবেলায় ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সংদের গড আল্লাহর পতাকা নিয়ে নামতে হবে। তবে বিন্ লাদেন ও মোল্লা উমরদের সন্ত্রাসী আল্লাহকে নিয়ে নয়।

আরবরা তাদের তেল সম্পদ, খনিজ সম্পদ শত্রুদের দিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের গ্যাস দিলে বদরুদ্দোজারাও শেষ হবে। যেমন তেল দিয়ে ফাহদ, সাদাম ও গাদ্দাফীরা শেষ হয়েছে।

বিশ্ব গোলকের উবারষ কে ঠেকাতে বিশ্ব পালকের উরারহব নেতৃত্ব চাই।

ডিভাইন শাসন জাতির জন্য ভাত-কাপড়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান নিশ্চিত করে। শাসক শ্রেণী শাসিতদের মাঝে কৃষ্ণতার আদর্শ স্থাপন করে।

শাসকদের বিলাসী জীবন জাতিকে বিলাসিতার নরকে নিষ্ক্ষেপ করে।

নগর সভ্যতা ও নগর জীবন পাপাচারের লীলাভূমি। সুদী অর্থনীতি ও “হোটেল ব্রোথেল” তার ব্যবসা- জীবিকা।

“গৃহের জন্য নারী, বাসের জন্য বাড়ি, চাষের জন্য ভূমি ও কর্তে হাসানার জন্য পুঁজি” আল্লাহর বিধান। হোস্ট এ্যান্ড গেস্ট, সরাইখানা ও অনাথ আশ্রম তাঁর বান্দাদের পার্থিব জীবনের রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি, ও সমাজ ব্যবস্থা।

আমেরিকা পুঁজির সুদ প্রায় মওকুফ করে শতকরা ১.৫% সার্ভিস চার্জে নামিয়েছে।

অথচ আমাদের জন্য বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ প্রভৃতির মাধ্যমে চড়া সুদ চাপিয়ে দেশ, জাতি ও মা বোনদের বেশ্যালয়ের বিশ্বায়নে নিষ্ক্ষেপ করছে। বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনের খালেদা ও হাসিনার রাজনীতি তার নির্দেশক। ইওরোপ আমেরিকায় কি হাসিনা খালেদার মতো নারীর অভাব?

বদরুদ্দোজাদের অন্তর চক্ষু খোলার জন্য এই নির্দেশক কি যথেষ্ট নয়?।

আল্লাহ কর্তৃক, তাঁর করুণায় আমি ঐশি আদর্শে লালিত পালিত তাঁর বিশেষ দাস। নবী রাসূলরা আমার আদর্শ। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসে লিপ্ত ইয়াহুদীবাদ, খ্রিষ্টানবাদ ও মোহামেডানবাদকে নির্মূল করার জন্য আল্লাহ আমাকে ইব্রাহীম খলীলের আদর্শের আলো দান করেছেন।

যার আদর্শের দাবিদার এ তিন সম্প্রদায়। মূলে তারা মিথ্যুক। তারা কেউই মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সংদের মানেনা। তাই এখন জাতি সাম্প্রদায়িকতা দ্বন্দ্বের মুর্তি- মীনার ভাংতে ইব্রাহীমী কুড়াল চাই।

৭১ সালে আমি ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের দালালীর বিরুদ্ধে ছিলাম। ৭৩ সনে আমাকে আল্লাহ মক্কা নিয়ে যান। সেখানে মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার নির্মাতা বাবা ইব্রাহীমের রুহের সাথে সাক্ষাত মেলে। মুহাম্মাদ সং-এর পূর্ণ রিসালাতের আদর্শের দিকদর্শন দেখতে পাই।

দেখতে পাই, মক্কা, মদীনা ও আকসা সবই জায়নবাদী, খৃষ্টানবাদী ও নব্য আরব আবু জেহুদের পদতলে বন্দী।

আমি বাদশাহ ফয়সালকে কিছু সত্য কথা বলি। তাতে সে আমাকে সে দেশের নাগরিকত্ব দান করে। সে দেশের শিক্ষাক্রম সংস্কার করে তার দৃষ্টান্তে মুসলিম বিশ্বের পাঠ্যক্রম তৈরীর উদ্যোগ নেই। সে উদ্দেশ্যে বাংলার ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ডঃ হাসান জামান ও ডঃ আলী আশ্রাফ ও অন্যান্য দেশের তথাকথিত মুসলিম স্কলারদের জড়ো করার প্রয়াস নেই। কিন্তু মূল ঈমানের ধনে দেউলিয়ারা রেয়াল, দীনার, দিরহাম ও ডলারের লোভ ও ভোগে ভেসে যায়। আমি তাতে আরো সত্যের গভীরে ডুবে যাই। প্রাপ্তি হয় আমার নতুন মেরাজের। দেখতে পাই সকল নবীদের মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও মসজিদে নববীর চক্রে।

ফলে অপর দিকের অসুরদেরও দেখতে পাই কা'বার চক্রে। মিশরের সাদাত, ইরানের শাহেনশাহ, লিবিয়ার গাদ্দাফী, মরোক্কোর হাসান, জর্ডানের হোসেন, ইরাকের হাসানাল বাক্র, ইয়ামেনের হান্দী, কুয়েতী আল সাবাহ ও আমিরাতের আল নাহইয়ান দুর্বৃত্তদের।

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে ওঠে স্বদেশী মুজিব, জিয়া, ভুট্টো ও ইয়াহইয়া খাঁদের কুংসিত কদাকার চেহারা।

কা'বা ঘর ধরে এদের নির্মূলের জন্য কাতর মিনতি করি।

মালিক হয়তো শোনে।

শুরু হলো এদের নিধন, অপমৃত্যু। প্রায় এরা সবাই শেষ হলো।

এর মধ্যে বদরুদ্দোজার মেন্টর জিয়ার উদয় হলো। তার লোক আমার সাথে যোগাযোগ করে আমার সহযোগিতা চাইলো। একবার তার ক্ষমতা দখলের সাথী এম, এ, তাওয়াব রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাত করে বললো, ও পয়রবভ ংববশং ুউং যবষঢ়. উত্তরে আমি বলেছিলাম, “গড় মূং ধংব ংরসব ংবংাবং ধপঃডংং. ওংষধস রং ংযব উববহ ডভ অষষধয. ওঃ ধিংধহঃং ধপঃরডহ, হডঃ ধপঃরহম. ঠবংু ংডডহ ুউং পয়রবভ ডিঁষফ ডঁংঃ ঝধুবস. ঞরষষ হডিঁ যব রং ংহফবং ংযব পডাবং ডভ ঝধুবস. অ ংযধংট ংযডডঃবং রং ঢবংযধং রহ ধিরঃ. ঞযব সডসবহঃ ংযব নরংফ ডিঁষফ পডসব ডঁঃ পষবধং, ুউঁ সধু যবধং ধ নধহম..... ঝড় রং ংযব যরংংডংু.”

আমি জিয়ার দূত হুমায়ুন রশীদের উরুচষড়সধঃরপ ডাকে জিয়াকে বলেছিলাম ওভ ুউঁ সবধহ ধপঃরডহ, অষষধয ডিঁষফ যবষঢ় ুউঁ. গড় ডিঁষফ হডঃ হববফ ঢবংংডহ ষরশব সব. ওভ ুউঁ ধিঃ ধপঃরহম, ংযব এডফ ডভ অুঁঁন, গধযুধ ধহফ গঁলরন রং ংযবংব. গড় ডিঁষফ মবঃ ুউঁ ফঁব.

সবশেষ কথা, বিশ্বে নূহের প্লাবনসম পরিবর্তন আসছে। সে মহা কল্যাণের সূচনা বাংলাদেশ থেকে হতে পারে। কারণ, এদেশ দারিদ্র্য ও দুর্নীতিতে তিনবার চ্যাম্পিয়ান হয়ে চতুর্থবার হতে যাচ্ছে।

পঞ্চমবার হওয়া থেকে রোধ করতে নমরুদের ব্যাবিলোনিয়ান নগর পাপাচার ও ব্রষ্টাচার নির্মূলের পদক্ষেপ নিতে হবে।

নমরুদের ব্যাবিলোনিয়ায় বাড়ি ভাড়া, দেহ ভাড়া ও অর্থ ভাড়া (সুদী অর্থনীতি) প্রবর্তিত ছিলো। ফলে ব্যাবিলোনিয়া পাপাচারের নগরী ও ব্যাবিলোনবাসী পাপিষ্ঠ জাতিরূপে অভিধান ভুক্ত হয়।

নমরুদ ও ব্যাবিলোনিয়ার সমাজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান হযরত ইব্রাহীম। শোষণের প্রতীক সকল ঝপঁষঢ়ঃঁংব গুড়িয়ে তিনি দেশান্তরীত হয়ে মক্কা ও মসজিদে আকসার নগরীর পত্তন করেন। সে মসজিদ ভিত্তিক সমাজ ইব্রাহীম ও মুসলিম জাতির নগর ও পল্লী উন্নয়নের আদর্শ। সে সমাজে বাড়ি ভাড়াও হয় না ও বেশ্যালয় হয় না। সমাজে সকলের সমান অধিকার হয়। ঐংঃ ধহফ ঐড়ংঃ তাদের বিনোদন। ঐড়ঃবষ ইংড়ঃববষ অচিন্তনীয়।

সে নিয়ম ত্যাগ করার পাপে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও আপনারা নিজ নিজ নগরীর বেশ্যালয়ের বাসিন্দা হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকান সন্ত্রাসের সহায়ক।

-----  
কবিরাজ বদরুদ্দোজা!

এ বিশ্ব আল্লাহ। ঈমানহীনতার রোগে বিশ্ব রুগ্ন। নগর সভ্যতার অসভ্যতা এর ক্যান্সার।

এ রোগে নাস্তিক রাশিয়ার মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে ওর ছাগল ছানারাও মরেছে ও মরছে। আস্তিক বিশ্বের ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহামেডাদেরও মরার মড়ক লেগেছে। ম্যাড কাউ রোগের ন্যায় রোগে ওরা আক্রান্ত।

মধ্যপ্রাচ্যের নব্য নমরুদ ও ফারাও সাদাম, ফাহদ ও গাদ্দাফীরা মরেছে ও মরছে। ওদের লাশের উপর বৃশ, র্লেয়ার ও শ্যারনরা হায়েনা রূপে শেষ দিন গুনছে।

ইব্রাহীম খলীলের নামে এরা তিন জাতি মিথ্যাচারের পাপে অভিশপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যে ওদের কবর হবে। তাই আটলান্টিক ও ভূমধ্য সাগরের ওপার থেকে এনে আল্লাহ তাঁর পবিত্র ভূমিতে জড়ো করেছেন।

আমি নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সংদের সূত্রধর, ইব্রাহীমী নিরাময় শাস্ত্রের সুসংবাদ প্রদানকারী। এ বিশ্বে মানবতা রুগ্ন হয়েছে বলে গোটা সৃষ্টিকূল রোগাক্রান্ত। এইডস্, এইচ আই ভি, আনবিক ও দানবিক সকল সমস্যার মূলে মানবতা বর্জিত মানুষের দুঃশাসন।

আল্লাহ এক, সৃষ্টি এক ও মানবজাতিও এক। এদের মাঝে দূরত্ব ও বিভাজন সৃষ্টিকারী শয়তান। এর একমাত্র সমাধান, এক আল্লাহ, এক বিশ্ব ও এক মানব জাতি। ঐক্যের বাঁধন মন্ত্র, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’।

বর্ণ ও গোত্রবাদহীন বাংলাদেশ থেকে বিশ্ব ঐক্যের ঐশি পতাকা তুলতে হবে। আজ বা কালই। হাতের পাঁচ আগুলের অংকে পাঁচ দফার কর্মসূচী নিয়ে আযান উচ্চারিত হতেই মুক্তির ভূকম্পন সূচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

বৃশ, র্লেয়ার ও শ্যারন কিন্তু ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে এসেছে। এর ক্রুসেডই বৃশ ঘোষণা করেছে। এ কথা সর্বদা স্মরণ রেখে কর্মসূচী ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হবে। পাঁচ দফা নিরূপ ঘোষণা করা যেতে পারে।



এক) শাসকরা প্রহরীহীন জীবন যাপন করবে। শোষক শ্রেণী জালেমদের বিলাসী জীবন বিসর্জন দিয়ে ত্যাগী জীবন যাপন করবে। মনে রাখতে হবে যে যাকাত নিতে গিয়ে মানুষ মরে। যাকাত দিতে গিয়ে কেউ মরেনা। যাকাত দান ত্যাগ। ত্যাগের প্রতিযোগী হয়না। হলেও ত্যাগীদের সংখ্যা এতো হয়না যে ভীড়ের চাপে মৃত্যু হয়। ভোগের প্রতিযোগীর সংখ্যা অগণীত। তাই ভোগের প্রতিযোগীতায় অপমৃত্যু হয়।

শাসকরা কখনো বেতন-ভুক হবেনা। যেমন পিতা বেতন-ভুক হয়না। প্রয়োজনে শুধু ভাতাভুক হতে পারে। তবেই শাসকের পেছনে নামাজ হবে। যে নামাজ সমাজকে ঐশিক সুশীল করে। হযরত ইব্রাহীম সে সুশীল মানবজাতির আদর্শ পিতা।

এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় দৃষ্টান্ত স্থাপন মাত্রই বিশ্বের সুশীল ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা নূহের প্লাবনের ন্যায় ঐক্যের জোয়ারে ভেসে আসবে। আশ্চর্য্যের সাথে হযরত ইব্রাহীমকে নূহের একান্ত আনুসারী বলে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

বর্তমানে বিশ্বে সন্ত্রাসে লিপ্ত যে ইয়াহুদীবাদী জু, খ্রিষ্টবাদী ক্রুসেডার ও বিন লাদেনী মোল্লারা রয়েছে, ইব্রাহিমী বিশ্বায়নের ডাক কানে পৌঁছাতেই ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সকল শান্তি প্রিয় মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সংদের উপর বিশ্বাসী জনগোষ্ঠী ওদের সন্ত্রাসী গডফাদারদের ত্যাগ করে বিশ্ব শান্তির কাফেলায় যোগ দিবে। ইনশা আল্লাহ। বিশ্বের ঈমানদার মানুষ সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত বিশ্ব চায়। সন্ত্রাসকে ঘৃণা করে।

হে মানব দেহের চিকিৎসক! ষ্ফনিকের জন্য আমার সাথে মানব আর্া ও মানব মনের সাহচর্যে অবস্থান নাও। আল্লাহর সৃষ্টির সর্বসেরা দান মানুষ। এখন যে জাতি ঐশি আদর্শে মানব সম্পদের উন্নয়ন করবে, সে জাতি বিশ্ব নিয়ন্ত্রন করবে। শুধু বস্তুবাদী, ভোগবাদী মানব উন্নয়নকারীদের দিন শেষ। এখন মানব প্রতিভার উন্নয়নের জন্য নবী রাসুলদের চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। এখন নবী-রাসুল হওয়ার সুযোগ নেই। প্রয়োজনও নেই। নবুওত্ রিসালাতের ধারা আল্লাহ শেষ করে দিয়েছেন এখন মহাসুযোগ, সকল নবীদের আদর্শের ধারক বাহক হওয়ার। তবেই বিশ্বের সকল আদম সন্তানদের নেতৃত্ব দেয়া যাবে।

আমি আল্লাহর নবীদের একগ্র অনুসরণের অবস্থান নিয়ে বিশ্বের মানুষকে শান্তির পতাকা উড়াতে আযান দিচ্ছি। সে লক্ষ্যে আমি মক্কা মাদীনা ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসেছি। প্রথমে আমার ঘর-বাড়ি ও সন্তানদের সে পথে দাঁড় করিয়ে আপনাকে এ পত্র লিখছি। ফয়সাল আমাকে সৌদী নাগরিকত্ব প্রদান করে ছিলেন। কিন্তু ওদের ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের সেবাদাসত্ব দেখে আমি সে দেশ ত্যাগ করেছি।

আমার দু'হাতের কামাই দিয়ে সোয়া দু'বিঘা জমি ক্রয় করে তাতে সম্ভব্য স্ট্রাকচার নির্মান করে তাকে, আল্লাহ পাঁচ নবী নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সংদের অনুসারীদের বিশ্বায়নের কেন্দ্র রূপে উৎসর্গ করেছি।

বিশ্ব এখন মহাউত্থান, অথবা মহাপ্রলয়ের মুখোমুখি। বুশ, ব্লেরার ও বিন লাদেনদের সন্ত্রাস বিশ্বে মহা প্রলয়ের আগ্রাসন। বুশ-ব্লেরার প্রকৃতিতে শেরনের পক্ষ। বিন লাদেন আরবী বর্বরতার প্রতীক। এরা সবাই ধর্মের বর্ম পরে মানব সভ্যতা ধ্বংসের ত্রিশূল

আকার ধারণ করেছে। এ ত্রিশূল ভাঙ্গতে স্রষ্টা আল্লাহ সাহায্য চাই। খাঁটি ঈমানদার হলে অবশ্যই আল্লাহ আমাদের। ওদের জন্য শয়তান ইরিস্।

আজ একাত্তরের রেজাকার আব্দুর রহমান বিশ্বাস ও মুক্তিবাহিনী বঙ্গবীর একত্র হয়েছে।

হাসিনার বিরুদ্ধে খালেদা, ও খালেদার বিরুদ্ধে হাসিনাকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশকে পৃথিবির পয়লা নম্বর দুর্নীতি পরায়ণ দেশ ও তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়িতে পরিনতকারী বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন তাদের কৃত পাপের সাক্ষ্য রূপে বিবেকের আদালতে পরস্পর মুখোমুখি। হযরত ঈসাকে শূলীবিদ্ধকারী ইয়াহুদীদের সাথে কথিত হযরত ঈসার অনুসারী খ্রিষ্টানরা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে একা হয়েছেন।

ইরানের শিয়া বিপ্লবের নেতা আমেরিকাকে ভূপৃষ্ঠে ‘মহা শয়তান’ বলেছিলেন। খ্রিষ্টান ক্রুসেডের বুশ ইরানকে এক্সিজ অব ইভিলের অন্যতম বলেছিলেন। এখন আল্লাহ মারে মধ্যপ্রাচ্যে ফাঁদে পড়া বুশ ও খোমেনীর শিষ্যরা পরস্পরের আলিঙ্গনের কাছাকাছি। বাম নগরীতে এক ভূকম্প বোম মেরে আল্লাহ ওদের বিধিবাম ঘটিয়েছেন।

বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহর এ বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় আল্লাহর সেনা দলে যোগদানে ধন্য হওয়ার ঐশি ঈমান ও ওহ কি অছ বদরুদ্দোজার রয়েছে? ডঃ কামাল, গামছা সিদ্দিকী ও বিশ্বাসহীন আব্দুর রহমান বিশ্বাসদের ঈমানের বৈদ্যুতিক শক দিয়ে পাকা বয়সে বদরুদ্দোজাকে তার চিকিৎসা বিদ্যার চমক প্রমাণ করতে হবে।

বিশ্ব আজ স্বর্গীয় উত্থান ও নারকীয় পতনের কিনারে দাঁড়িয়ে। নারকীয়দের ধাক্কা মেরে নরকে ফেলে স্বর্গীয়দের স্বর্গারোহন ঘটাতে হবে।

বাংলাদেশ থেকে তার সূচনা সম্ভব। কারন, বাংলাদেশ গোত্র ও জাত-জাতি দ্বন্ধের অভিষাপ থেকে মুক্ত ভূ-খন্ড। ডঃ কামালের পাপ হাসিনার পিতা ও ডঃ বদরুদ্দোজার পাপ খালেদার স্বামী জিয়ার বাঙ্গালীত্ব ও বাংলাদেশীত্বের পাপ থেকে বাংলার মাটিকে পবিত্র ঘোষণা করতে হবে। মুজিব ও জিয়া এ পাপে অপমৃত্যু বরন করে আল্লাহর বিচারের হাজত বাসী। ক্রিয়ামত আসন্ন। কোনো ঐশি বিশ্বায়নের ইমামের হাতে তওবা করে ঈমান নবায়ন না করলে বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনদের, মিথ্যা জাতীয়তাবাদের পাপী হাজতবাসী, জিয়া, মুজিব ও জিন্নাহদের সাথে বিচারের জন্য পরকালে মিলিত হতে হবে।

তওবার ঘোষণায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ ক্ষুদ্র বাংলাদেশের আনাচে কানাচে যে তথাকথিত উপজাতিরা রয়েছে, প্রথমে বাঙ্গালীরা তাদের বাঙ্গালী উপজাতিত্ব ত্যাগের ঘোষণা দিয়ে উপজাতিত্বের সাথে এক ও অভিন্ন ‘আদি জাতি’ হতে হবে। আদম-হাওয়ার সন্তানরা এক অভিন্ন আদি জাতি। এ এক মানব জাতির সর্বশেষ ঐশি আদর্শ মুহাম্মাদ সং। তাঁকে আরবরা, আরবী, ক্রোরেশী ও সাইয়েদ প্রভৃতি বানিয়েছে। যেমন বদরুদ্দোজারা চৌধুরী প্রভৃতি বৈষম্যবাদের সূচক।

বাংলাদেশ থেকে এ আদি সত্যবাদের পতাকা উত্তোলন করলে শুধু বাংলাদেশের উপজাতীয় সমস্যার সমাধান হবেনা, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদে পিষ্ট সকল উপজাতীয়রাও ইসলাম গ্রহন করে এক আদি জাতের প্লাবনে গোটা ভারতবর্ষকে হিন্দুত্ববাদ, তথা

ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে পবিত্র করে তার সকল প্রতিমাকে বঙ্গোপসাগরে বিসর্জিত করবে। সম্ভবতঃ এটাকেই বিশ্ব নবী সঃ গায়ওয়াতুল হিন্দ বা ‘মহা ভারত অভিযান’ বলে ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন।

দুই) নারীর ক্ষমতায়ন, বৈশিষ্টায়ন :-

আল্লাহর বিধানে নর ও নারীতে কোনো বৈষম্য নেই। বৈশিষ্ট রয়েছে। বৈষম্য সৃষ্টি শয়তানের রাজনীতি। বৈশিষ্টায়ন আল্লাহর বেহেশতী বিধান।

পুরুষ বৈশিষ্টে পুরুষ অনন্য, অতুলনীয়। নারী বৈশিষ্টে নারী অনন্য, অতুলনীয়। আল্লাহর ধরায় ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত চাষাবাদের ভূমি না থাকলে মানব সংসার অকল্পনীয়। ফসল উৎপাদনের জন্য যেমন মাটির ভূমি, তেমনি মানব সংসারের মানব উৎপাদনের জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দান নারী। তবে ভূমির ফসল উৎপাদনে কৃষকের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা মূখ্য। কিন্তু আশরাফুল মাখলুকাত মানুষ উৎপাদনে নর-নারীর স্বেচ্ছাচারীতার অধিকার নেই। মানুষের সৃষ্টি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁর লা শারীক দাসত্বের জন্য। ‘যার যার দেহ, তার তার ইচ্ছা’ এ স্বাধীনতা নেই। মানবদেহ, নর কি নারী, উভয়ের মালিক আল্লাহ। কৃষক-কৃষাণী। কৃষককে মালিকের আদিষ্ট ফসলের চাষ করতে হবে। কৃষাণীর ক্ষেতের মালিকও আল্লাহ। কৃষাণী শুধুমাত্র তার মনিবের আদিষ্ট পথে কৃষককে তার জঠরে ফসল উৎপাদন করতে দিবে। তা’ হলেই পুরুষ পিতা ও নারী মাতার সে সন্তান হবে, যারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী পিতা মাতার সুশীল সন্তান হয়ে পিতা মাতার বাধ্য ও সেবক হবে। বার্ষিক্যে পিতা মাতাকে পরিত্যক্ত হয়ে ওল্ড হোমে মানবেতর জীবন যাপন করতে হবেনা। বুড়োরা দাদা-দাদি, পিতা-মাতা রূপে ছেলে-মেয়ে ও নাতি-নাতনি পরিবেষ্টিত পার্থিব স্বর্গীয় জীবন যাপন করে আল্লাহর এবাদাত করে পরকালে জান্নাতবাসী হবেন।

নর-নারী স্বেচ্ছাচারী হলে ব্যাভিচারী হবে, পারিবারিক জীবন থাকবে না। ফলে তাই হয়, যা বর্তমানে বিশ্বময় পারিবারিক বাঁধন ছিল হয়ে এইডস্ নামক ব্যাধির ক্রয়ামত শুরু হয়েছে।

নারীর গৃহস্বর্গের ক্ষমতায় পুরুষ গৃহ স্বর্গের দাস হয় বলা চলে। নারীর গুছানো ঘর মানব পুরুষের পার্থিব স্বর্গ। পুরুষ ঘরের বাইরের কাজ সমাধা করেই গৃহাভিমুখে ধায়। এর কোনো ব্যতিক্রম নেই।

নারী ঘর ছেড়ে বাহির মুখি হলেই পুরুষ ঘর ছেড়ে রাস্তা মুখি হয়ে যায়। বর্তমানে নারী ঘর ছেড়ে রাস্তা সাজাচ্ছে বলে বাজারের প্রসাধনী ও বাজারের পন্য হয়ে তারা আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা হারিয়ে যৌনকর্মী, যৌনশিল্পের পন্য হয়েছে। এ সত্য অস্বীকার করার জো আছে?

আল্লাহ পৃথিবীর মাঠ, ফসলের ক্ষেত। মানুষের ঘর বীজ রক্ষণাগার ও ফসলের ভান্ডার। নারী তার রক্ষক। আদম-হাওয়ার সন্তান পৃথিবীতে কৃষাণ-কৃষাণী। কৃষি করেই তারা বাঁচবে মরবে। কৃষি কাজে সহায়তায় প্রয়োজন শিল্পই শুধু স্থাপিত হবে। কৃষি কাজকে গৌন করে শিল্প গড়ার ফলেই ‘মানুষের মরণ পরিবেশ দূষণ’ এর অভিযান জন্ম নিয়েছে। বিকৃত ইয়াহুদী-খ্রিষ্টবাদী ধর্মীয় শোষণবাদের বিরুদ্ধে ফরাসী শিল্প বিপ্লব পৃথিবীকে এখানে পৌছিয়েছে যে ডি,এন,এ পরীক্ষা ছাড়া পিতৃত্ব নির্ণয় করা যায় না।

হারামজাদা-হারামজাদীদের বিশ্ব খামার আজ মানব সমাজ। পশুর পেডিগ্রী কিন্তু ঠিকই রক্ষা করা হয়। মানুষের নাই!

এ বিশ্বকে পুনঃ মানুষের বাসোপযোগী করতে নারীর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ক্ষমতায়ন এখন একমাত্র করণীয়। যে জাতি ঠিক এ মুহূর্তে তাদের মাতৃজাতিকে তাদের গৃহ সিংহাসনে বসাবে, আগামী দিনের বিশ্ব ও বিশ্ব নেতৃত্ব তাদের গৃহের ভূত্য হবে। এটাই নারীর ক্ষমতায়ন। তার বিপরীত বেশ্যায়ন।

বাংলাদেশ বর্তমানে ঘরভাঙ্গা নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক ভ্রষ্টাচারে শীর্ষে। সরকার ও বিরোধী দলীয় পাপাচারে পার্থিব জাহান্নাম বাংলাদেশ। এর জন্য প্রধান দু' আসামী ডঃ কামাল ও ডাঃ বদরুদ্দোজারা। এটাই আল্লাহর নির্দেশিকা যে বাংলাদেশ থেকেই নারীর স্বর্গীয় ক্ষমতায়নের সূর্য্যদয় ঘটতে হবে। তবেই বদরুদ্দোজা নামের স্বার্থকতা হবে।

মুসলিম সমাজ, নবীদের সমাজ, তাতে ইব্রাহীম পুরুষ। হাজেরা-সারা তার নারী। ইসমাইল ইসহাক তাঁর সন্তান। মক্কা তাদের সমাজ আদর্শ। গৃহবাসী ও প্রবাসীর "ঐডংঃ ধহফ ঐবংঃ", তাদের বিনোদন, ভ্রমণ ও আপ্যায়ন। রাত-দুপুরে বাবা ইব্রাহীমের ঘরে মেহমান আসে। তিনি মেহমানদের জন্য আস্ত গো-বাচ্চা রোস্ট করে উপস্থিত করেন। বিশ্বের ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মোহাম্মেডানরা ইব্রাহীমী ধর্মের দাবিদার! তারা "ঐডংঃ ধহফ ঐবংঃ" নির্মূল করে নমরুদের ঐডংবষ ধহফ ইংডংযবষ চালু করে বেশ্যায়ন করছে! তাই তাদের মধ্যে পরস্পর নিধনের হলোকস্ট!

বেহেশ্তের হর পরীদের ন্যায় নারীর গৃহায়নের বিশ্ব আন্দোলন দিয়ে আমাদের এ পৃথিবীতে এ জীবনেই আমরা পরকালের বেহেশ্তের মহড়া দিবো। ইনশা আল্লাহ।

নারীকে খোলাখুলী সামনে এনে সমঝোতার মাধ্যমে গৃহবধু মা বোনদের আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতায়নের দ্বারা এইডস/ এইচ আই ভির ম্যাডামদের থেকে পৃথক করতে হবে। গৃহলক্ষ্মী নারীকেই ঘরভাঙ্গা বাজারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তাদের পুরুষ পিতা, স্বামী ও ভাইদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তবেই হাসিনা খালেদারা ঈমান থাকলে ঘরের সন্ধান পাবে। আর ঈমান না থাকলে ইহকালে পরকালে পিতা ও স্বামীর পরিণাম নিয়ে আল্লাহর বিচারের মুখোমুখি হবে।

নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য নয়। সকল বৈশিষ্ট্যের সম্মানে তাকে অভিষিক্ত করেই তার ক্ষমতায়ন ঘটতে হবে। মা, বোন, ও স্ত্রী কন্যারা ঘরের রানীর মর্যাদায় আসীন হয়ে নারীবাদী হাউগিলাদের সমাজ থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত করবে। পুরুষদের কর্ম শেষে ঘরমুখি করবে। প্রত্যেক সংসারে ভালো রসনা ও আপ্যায়নের উপর জোর দিবে। ফলে যে রাস্তা ঘাটে ফাস্ট ফুডের মহামারী আরম্ভ হয়েছে, তা যেনো সমাজ থেকে উঠে যায়। ফাস্ট ফুড ও কমিউনিটি সেন্টারে বিবাহের প্রচলন রুখতে হবে।

এ কেমন তরো অভিশাপ যে তথাকথিত নারীবাদীরা, শিক্ষিত মহিলারা রান্না ঘরের রান্না বান্না ভুলে বুয়া ও ঝিদের উচ্ছিষ্ট ভোগী হয়ে হাটবাজারে হোটেল রেস্টোরা ও ফাস্টফুডের দোকানে ভীড় জমাবে? মা বোনদের লজ্জা শরম জলাঞ্জলী দিয়ে তারা হোটেল-ব্রোথেলের লালসার প্রানী হবে?

বেশ্যায়নের মুক্ত বাজার ও মুক্ত অর্থনীতি গোলকায়নকারীরা নারীকে তাদের রাজ্যে ঘরছাড়া করে হোটেল মোটেল ও পানশালায় জড়ো করেছে। কিন্তু সেখানেও পুরুষরা শেফ ও বাবুচী? মেয়েরা সেখানেও বেদখল!

আমাদের দেশ থেকে পুনঃ নারীকে তার হারানো মর্যাদায় পুনর্বাসিত করার আন্দোলন আমাদের মা বোনদেরই আরম্ভ করতে হবে। তবেই পুরুষরা ঘরমুখি হয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে পুনঃ হারানো ঐতিহ্যের পারিবারিক জীবন যাপনে ধন্য হবে। ঘর ভাঙ্গার নরকে পুনঃ স্বর্গ নেমে আসবে।

এক্ষেত্রেও কামাল হোসেন ও বদরুদ্দোজা সাহেবদের অগ্রণী ভূমিকা ঘোষণা ও পালন করতে হবে। কারন, তারাই যে আমাদের জাতীয় জীবনে ঘর ভাঙ্গাদের মঞ্চ ও নাচঘর তৈরী করে জাতিকে দিশেহারা করে, নিজেরাও দিশেহারা!

হানিফের জনতার মঞ্চ ও কামাল হোসেনের গন ফোরাম সম বদরুদ্দোজার বিকল্প সুশীল সমাজের ডাক জনোমনে কোনো চমক সৃষ্টি করবেনা। পুনঃ জন্মের মতো তওবা করে আমাদের ঐশি গন অভ্যুত্থানের ডাক দিতে হবে। তবেই অসুর শক্তির পরাজয় সূচীত হবে। বিশ্বের আনবিক দানবরা মানবিক গন জোয়ারে পানিতে লবন মেলানোর মতো অদৃশ্য হয়ে যাবে। নারীর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ঘরে ফেরা মানব জাতির পুনঃ বাসর ঘর ও বাসরীর প্রেম-প্রীতির পুনরুত্থান ঘটবে।

তিন) পাপমুক্ত, হালাল, মুক্ত অর্থনীতি:-

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে তার জন্য আর্থ সামাজিক কাঠামোও দান করেছেন। নরনারীর সংসার জীবনকে স্বর্গীয় বা নারকীয় করায় অর্থনীতির ভূমিকা মূখ্য। নারী পুরুষের দেহব্যবসা যেমন ক্ষমার অযোগ্য বেশ্যাবৃত্তি, অর্থ দিয়ে অর্থ ব্যবসা তার চেয়েও মহাপাপ। আল্লাহ সুদী অর্থনীতিকে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমপরিমান পাপ বলে আল কোঁআনে উল্লেখ করেছেন। তার ব্যাখ্যায় রাসূল সং বলেছেন সুদী ব্যবসায়ীদের লঘুপাপ আপন মাতার সাথে ব্যাভিচারের সমতুল্য। এ প্রেক্ষিতে সুদী অর্থনীতির গুরু পাপ কি জিজ্ঞাসা করা হলে বলা হয় “কাবা ঘরের ছাদে মাতাকে ধর্ষন সম”। ইল্লালিল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজেউন!

বিশ্বের অমুসলিম উন্নত সমাজে যে সুদী ব্যাংকিং চালু রয়েছে, তা তাদের মা বোনদের সাথে ব্যাভিচারের ব্যবসা। তাই সম্ভবত ওদের সমাজে মা ছেলে, পিতা কন্যা ও ভাই বোনের যৌনাচারের মহামারী চালু হয়ে বিকৃত যৌনাচারের এইডস/ এইচ আই ভির জন্ম দিয়েছে। এরা মূলতঃ ইয়াহুদী খৃষ্টান সম্প্রদায় ভুক্ত।

মুসলিম বিশ্বের তথা কথিত মুসলমানরা আল কোরআন ও রাসূলের আদর্শ অমান্য করে যে আধুনা “ইসলামী ব্যাংকিং” চালু করেছে, তা মক্কায় কাবাঘরের ছাদে মাকে ধর্ষণ করার নামান্তর। তাই আল্লাহ তাদের মক্কা, মদিনা ও মসজিদে আত্মা ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের পদতলে দিয়ে আরব বিশ্বের তেল ও খনিজ সম্পদ বৃশ, রেলার ও শ্যারনের হাতে তুলে দিয়েছেন। কুয়েত, সৌদী আরব ও ইরাক দখল তার ফল।

এবার একটু ভেবে দেখা যাক যে সুদী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থা এতো জঘন্য পাপ কেনো?!

সুদী শোষণ ব্যবস্থা মানব জীবনকে নারকীয় করে ফেলে। নরনারীকে ব্যাভিচারী করে তোলে।

কি ভাবে? সুদী অর্থ ব্যবস্থায় জীবন ধারণের জন্য প্রত্যেক মানুষকে তিনগুন শ্রম দিতে হয়।

একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

কয়েক ব্যক্তি একটি শিল্প গড়তে ব্যাংক থেকে দশ কোটি টাকা নিলো। সুদের হার পনের টাকা। যেমন বাংলাদেশ ইসলামী (?) ব্যাংক নিচ্ছে। শিল্প মালিকদের শতকরা দশ ভাগ লাভের দরকার। তারা কারখানা তৈরী করে তা বছরের শুরুতে প্রডাকশন বাজারে ছাড়লো। ধরা যাক, এক গজ কাপড়ের তৈরী খরচ ১০০ টাকা। তার সাথে ব্যাংকের সুদ ১৫ টাকা মালিকদের লাভ ১০ টাকা। এখন এর মূল্য হলো  $১০০+১৫+১০=১২৫$  টাকা।

কিন্তু কারখানা তৈরী করতে এক বছর লেগে গেলো। পণ্য বাজারে আসলো দ্বিতীয় বছর। এখন মূল্য হলো  $১০০+৩০+২০=১৫০$  টাকা।

এ পণ্য ক্রেতাকে ক্রয় করতে হলে শতকরা ৪০ টাকা বেশী দিতে হচ্ছে। সে ১০ টাকা ঘন্টায় এগারো ঘন্টা পরিশ্রম করে এক গজ কাপড় কিনতো। কিন্তু সুদের জন্য তাকে পনের ঘন্টা শ্রম দিতে হলো। সুদ তার ৬০বছর কর্মজীবনের ১৬ বছর খেয়ে ফেলল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে শিল্প কারখানাওয়ালারা পণ্যকে কস্ট এফেক্টিভ করার জন্য মাস প্রডাকশনে গিয়ে বহু পণ্য তৈরী করে। ফলে পণ্য এক বছরে বিক্রি না হয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয় বছরেও গড়ায়। ফলে হ্রাসকৃত মূল্যে ক্লিয়ারিং সেল দিতে হয়। একশ টাকার পণ্য ৪০,৫০ টাকায় বিক্রি করা হয়। কম্পানী কখনো লোকসান দিয়ে তা বিক্রি করেনা। তাই তারা পূর্ব থেকেই পণ্যের মূল্য ১০০ টাকার স্থলে ৩০০ টাকা ধরে বিক্রি করা শুরু করে। উপপ্লব পণ্যের অর্ধেক ৩০০টাকা মূল্যে বিক্রি করে বাকি অর্ধেক হ্রাস কৃত মূল্যে বিক্রি করে। ক্রেতা সাধারণ ১০০টাকার পণ্য ক্রয় করে ৩০০টাকায়। এ মূল্য উপার্জন করতে ক্রেতাকে ৮ঘন্টার স্থলে ২৪ঘন্টা খাটতে হয়। ষাট বছরের কর্ম জীবনের ৪০বছরই সুদের মহাজন খেয়ে ফেললো?!

অপর দৃষ্টান্তে যাওয়া যাক।

দশ বন্ধু বা দশ ভাই স্বীয় ১০কোটি টাকায় একটি শিল্প গড়লো। মূলধন নিজেদের। তাদের সর্বমোট শতকরা ১০টাকা লাভ চাই। তারা নিজেরা স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ও এলাকার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান করে কাপড় উৎপাদন করে বাজারজাত করলো। তারা বাজারের চাহিদা অনুপাত পণ্য উৎপাদন করলো। তারা অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করলোনা। সুদও দিতে হলো না। প্রতিগজ কাপড় ১০০মূলধন ও ১০টাকা লাভ, মোট ১১০টাকা গজ ধরে পণ্য বিক্রি করলো। ক্রেতা সাধারণের কর্ম জীবনের অর্ধেক বাঁচলো। তা দিয়ে তারা পরিবারকে সঙ্গ দিলো। সমাজ সেবায় সময় দিলো। উভয় জীবন কি এক হলো? মানব জীবনের অর্ধেক শোষণ ব্যবস্থা খেয়ে ফেললো, তাদের পাপ মাতৃ ধর্ষণ তুল্য বলা কি বেশি বলা হলো?

মাতৃ ধর্ষক ব্যাকিং ও সুদী অর্থ ব্যবস্থার আরো কিছু সংহারী মূর্তী দেখা যাক।

জনগন তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখা। তারা শতকরা ৫টাকা সুদ পায়। ব্যাংক লগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানকে ১০টাকা হারে দান করে। লগ্নীকারীরা ঋণ গ্রহিতাদের ১৫টাকা

হারে ধার দেয়। ধারের বরাবর মানুষের ঘরবাড়ি ও বিষয় সম্পত্তি মর্টগেজ নিয়ে ব্যংক পুঁজি দেয়। ব্যংকের ঝুঁকি নাই। ঝুঁকি আমানতকারী ও ঋণ গ্রহীতার।

ইটালীর স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা সর্বপ্রথম এ সুদের ব্যবসা আরম্ভ করে। এরা ইয়াহুদী ছিলো। এদের এ পাপের জন্য আল্লাহ তাদের তাঁর নবী দাউদ ও ঈসা আঃদের ভাষায় লানত করেছেন। কারন এ নর পিশাচরাই মানব সমাজে ঋণ গ্রহিতা তাদের ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তাদের পুরুষদের দাস ও নারীদের বেশ্যা বানাতো। এ হলো ব্যংক ব্যবস্থার জন্ম কথা।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই দেখা যাক।

রাজধানীর বানিজ্যিক এলাকায় যতো বিলাস বহুল গগনচুম্বী ইমারাত রয়েছে, তার অধিকাংশই ‘সুদীমাতৃ ধর্ষক’ ব্যংকারদের। এরা আই,এম,এফ বিশ্বব্যংক প্রভৃতির জারজ সন্তান। বিশ্ব সম্পদের শতকরা ৮৫% ভোগকারী ১৫% শোষক শ্রেণী এদের বাপ মা। বিশ্বের ৮৫%ভাগ মানুষকে এরা মাত্র ১৫টি রুটি দিয়ে ওরা ১৫জন ৮৫টি রুটি খায়।

বাংলাদেশে মসজিদের ইমামের বেতন মাসিক দু হাজার টাকা। মন্দির বেতন ২৫হাজার টাকা। কিন্তু কোন জেলার ব্রাহ্ম ম্যনেজারের বেতন ভাতা ৫০-৬০হাজার টাকা। কারখানার শ্রমিক ও গার্মেন্টসে কর্মরতা মহিলা শ্রমিকের বেতন হাজার টাকা থেকে দুহাজার টাকা। কাজ করে ন্যূন রোজ ১২ ঘন্টা। ফলে এইডস মহামারী এদের গ্রাস করতে আসছে। কারন এ বেতনে গার্মেন্টস কর্মীর জীবন যাপন অসম্ভব। ফলে অনেককে বাড়তি আয়ের জন্য দেহ ব্যবসায় পা বাড়তে হয়। ওদিকে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর মালিক ওই দুস্থ নারী শ্রমিকের শোষিত রক্তের পয়সায় দেশে বিদেশে পাঁচ তারা হোটেল ব্যাভিচার পাপাচারে উপর তলায় এইডস/ এইচ আই ভি সংক্রমণ ঘটায়।

আমেরিকায় সুদের হার ১.৫(শতকরা দেড় ডলার), একে সুদ না বলে সার্ভিস চার্জ বলা যায়।

নির্ভর যোগ্য তথ্যে জানা যায় যে আমাদের দেশের ব্যংক গুলোতে আমানতকারীদের অর্থের শতকরা ৫০% ভাগের বেশী কোনো ব্যংকেই নাই। বাকী ৫০%ব্যংকার ও ঋণ খেলাপীরা গিলে বসে আছে। কখনো আমানত কারীরা তাদের আমানাত ফেরৎ চাইলে কোনো ব্যংকই ৩০-৪০%ভাগের বেশী ফেরৎ দিতে সক্ষম হবে না। দেউলিয়া হয়ে যাবে।

অতএব বাঁচার উপায়?

আল্লাহর বিধানে ফেরৎ আসতে হবে। তাতে-

১. দেহ ভাড়া হারাম। তা’ বেশ্যাবৃত্তি।
২. বাড়ী ভাড়া নেই। তাতে বাড়ী বেশ্যালয় হয়।
৩. মূলধন বা পুঁজি ভাড়া নাই। তা মায়ের সাথে ব্যাভিচার।

অনতি বিলম্বে সুদী ব্যংকিং নিষিদ্ধ করতে হবে। সঞ্চয়ীদের সঞ্চয় তারা উৎপাদনশীল খাতে নিজেরা বিনিয়োগ করে তার প্রবৃদ্ধি ঘটাবে। সুদ নিষিদ্ধ হলে অলস মূলধন থাকবেনা।

বাংলাদেশে নয় হাজার কোটি টাকার সঞ্চয় পত্র রয়েছে। আমানত কারীরা সবাই মায়ের সাথে ব্যাভিচারী সুদখোর। এ নয় হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাড়ে চার হাজার

কারখানা বা উৎপাদন খাত সৃষ্টি করা যায়। মনে রাখতে হবে যে এ দেশ কৃষি প্রধান দেশ। বা কৃষি সর্বস্ব দেশ। তাই এখানে এগ্রোবেইজড শিল্প গড়ে তুলতে হবে। ফলে হালাল খেয়ে সঞ্চয়ীরা নিজেরা হালাল হয়ে হালাল প্রজন্মের পিতা-মাতা হবে। সমাজের সুস্থ্য নাগরিক হবে।

বাড়ি ভাড়া নিষিদ্ধ করতে হবে। জানা গেছে বাৎসরিক ৩৬ হাজার কোটি টাকা এদেশের সন্ত্রাসী চাঁদাবাজ রাজনীতিক, ঘুষখোর আমলা ও দুর্নীতিবাজরা ডেভেলপারদের মাধ্যমে বিলাস বহুল বাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয় ও নির্মাণে ব্যয় করে। এর অধিকাংশই ভায়াগ্রাসেবী পতিত ও পতিতাদের “এনক্লেইভ” বেবিলোনিয়া।

বাড়ি ভাড়া নিষিদ্ধ হলে ভাসমান অপরাধী চক্রের অভয়াশ্রম বিলুপ্ত হবে। শহরে জায়গা ও বাড়ির মূল্য কমবে। আবাসন সমস্যা সমাধান, সহজ হবে। বর্তমান ভাড়ার বাড়ীগুলো কিছিতে ভাড়াটেকদের নিকট বিক্রি করে তা থেকে মূলধন সৃষ্টি করে বাংলার পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যসম্মত লো-কস্ট হাউজিং, কৃষকদের সাথে মিলে সমবায় ভিত্তিক যৌথ চাষাবাস, মৎস, হাঁস, মুরগী ও গবাদী খামার প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের সূচনা করা যেতে পারে। তবেই গ্রামীণ ব্যংকের ইউনুস কাবুলিওয়ালা, ব্রাক, প্রশিকা প্রভৃতি থেকে দেশ বাসীকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

গ্রামে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে। শহরে বাড়ি ভাড়ার জমিদারী থাকবে কোন যুক্তিতে??? এ মহা অন্যায়!

ব্যবসায়ীদের নিজেদের দ্বারা একটি অর্থভান্ডার গড়ে তার মাধ্যমে আমদানি রপ্তানী ও দেশী বিদেশী লেনদেনের ক্লিয়ারিং এর কার্য সমাধা করা সম্ভব।

বদরুদ্দোজা সাহেব ও কামাল সাহেবরা প্রথমে ঈমান এনে তাদের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ, আয়ের এক পঞ্চম ও মূলধনের যাকাত প্রদানের মাধ্যমে দেশের মানুষকে সুশীল আহবান করলেই বাংলাদেশে ঐশি কল্যাণ রাষ্ট্রে পত্তন হতে পারে। বর্তমানে দেশের মানুষ খালেদা হাসিনা শাসনের যাঁতা কলে পিষ্ঠ ট্যাক্স স্লেইভ ও সেক্স স্লেইভ। এদের আল্লাহর দাস দাসীত্বে স্বাদ বুঝাতে পারলেই মানুষ সেচ্ছায় কর দিবে। হাজার হাজার কোটি টাকার কর চোর পুষতে হবে না। কারন ইসলামে নামাজের পূর্বে কর পরিশোধ করতে হয়। মানুষ রচিত সকল ট্যাক্স বন্ধ করে প্রথমে দেশবাসীকে আপন করতে হবে।

এমনি এক পদক্ষেপ নিয়ে উমাইয়া দস্যু-সম্রাজ্যের দ্বিতীয় উমর খ্যাত, উমর ইবন আব্দুল আজীজ মাত্র দু বছরে বিশাল সম্রাজ্যকে এমন দারিদ্র্য মুক্ত করেছিলেন যে দেশে যাকাত ও দান গ্রহনকারী কোনো দরিদ্র না পেয়ে যাকাত ও দানের অর্থ আফ্রিকা ও ইউরোপে পাঠাতে হয়ে ছিলো। সে তুলনায় বাংলাদেশ এক রত্তি। ঈমানী সম্পদ হারিয়ে আরবরা আজ এমন দেউলিয়া হয়েছে তাদের তরল অর্থের ২৩শত বিলিয়ন ডলার বর্তমানে ইউরোপ আমেরিকায় প্রায় অলস পড়ে আছে।

সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস মুক্ত বাংলাদেশ ঘোষিত হলে এর এক হাজার বিলিয়ন বাংলাদেশে বিনিয়োগে পাড়ি জমাবে। তবে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ ৪৭৩৭১ এর স্বাধীনতার পক্ষে ও বিপক্ষ শক্তির নীচতা মুক্ত হয়ে এদেশকে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাস থেকে মুক্ত করতে হবে।



বদরুদ্দোজাদের আকাশের বিশালতা অর্জন করতে হবে। ওহযু ঃযব ংশু ংযড়্ষফ নব ঃযব ষরসরঃ. কারন, বদরুদ্দোজারা সাত আসমান থেকে পৃথিবীতে পতিত। চাঁদ আকাশে বসে বিশ্বকে আলো দেয়।

বেহেস্ত থেকে শয়তান তাদের ভূপৃষ্ঠে নামিয়ে ভূপৃষ্ঠেও তাদের যৌনাচারে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট করেছে। এর নিচে আর পতন নেই।

এবার আদমের উত্থানের পালা

আদম আল্লাহর “খলিফা”। মা হাওয়া তাঁর স্ত্রী। আল্লাহর খলিফা নন। আদমের ঘর “আদম ভবন”। হাওয়া ভবন নয়। আদম প্রথম সৃষ্টি। তাঁর ঘরে তাঁর থেকে সৃষ্ট স্ত্রী হাওয়ার আগমন। তাই ভবন স্বামী আদমের। হাওয়া ভবন আদমের নয়। আদম ঘর-জামাই নন। গৃহস্বামী। মা হাওয়া গৃহবধু।

বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনদের “হাওয়া ভবন” আদমহীন। খালেদারটিও হাসিনারটিও।

যদিও হাসিনার “হা” ওয়াজেদের “ওয়া”তে হা+ওয়া = হাওয়া হয়। কারন তাতে ওয়াজেদও বদরুদ্দোজা, কামালদের ন্যায় বহিস্কৃত।

এ ঘর ভাঙ্গা হাওয়া ঘর দুটিকে “আদম ভবন” বানাতে আদম চাই। তা বানাতে সক্ষম হলেই বাংলাদেশ থেকে বিশ্বমানবতার পুনরুত্থান সূচীত হবে। এখন বাংলাদেশের হাওয়া ভবন দুটিতে পেশী শক্তির লুটেরা ডাকাত ও পেশাচক্রে পিশাচদের স্বামীত্ব।

পার্লামেন্টে ২০০ পেশী লুটেরা, ১০০ পেশাদার জোঁক ও ৬০ জন হাওয়া, সব মিলিয়ে ৩৬০ নরনারীর নরকের “শোলকলা”পূর্ণ করবে, যেমন মক্কার কাবাঘরে ৩৬০ লাভ, মানাত ও হাবলদের সংসদ ছিলো।

আদম সৃষ্টির শত্রু “শয়তানের হাতে গোটা বিশ্ব পড়ায় আজ ঢাকার সংসদে যেমন হাওয়ারা প্রধান, মক্কার রাজ প্রাসাদেও হাওয়ারা কুটুন্স! এ চক্র এখন ভাঙতে হবে। বদরুদ্দোজাদের ৩৬০এর প্রস্তাবনা মরার উপর খাড়ার ঘা। মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীর জন্য যমের চংবংপংরঢঃরড়হ! এ কেমন ডাক্তারী! টাউট বাটপার রাজনৈতিক পেশীবাজদের হাত থেকে যেখানে জনগনকে উদ্ধার করতে হবে, সেখানে পেশাজীবীদের যোগ দিয়ে কেমন সুশীলায়ন? ব্যবসায়ী পেশাজীবীদের চেয়েও বেতনভুক আমলা, সেনাবাহিনী ও পুলিশবাহিনী প্রভৃতির শোষক আরো মারাত্মক। এরা বিদেশী ও স্বদেশী উপনিবেশবাদের বিশ্ব ব্যাধি, যা মানব দেহে গধষরমহধহঃ মংড়ঃিয হয়ে ঈধহপবং সম শোষণ করছে।

মানব সমাজের আদিপত্তন থেকে দেখা যায় যে মানব সংসারে স্ত্রী পরিজন ছাড়াও সেবাদাস ও সেবীদাসী ছিলো। পরিবারের সদস্যদের সাথে একাকার হয়ে তারা মিলে মিশে থাকতো। মনিবের সাথে এদের সম্পর্ক বহুক্ষেত্রে মনিবের ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও ঘনিষ্ঠ হতো। কারন, সন্তানরা বড়ো হয়ে নিজ নিজ সংসারে পৃথক হয়ে যায়। কিন্তু সেবাদাস-দাসীরা কখনো তাদের মনিবদের ত্যাগ করতো না। অনেক ক্ষেত্রে যোগ্যতার ভিত্তিতে মনিব পরিবারের সাথে এদের নরনারীদের বিবাহ-শাদীও হতো। এরা সর্বদা প্রান দিয়ে মনিব ও মনিব পরিবারকে ভালোবাসতো। তারা ভাবতো মনিব ও

মনিব পরিবার ভালো থাকলে তারাও ভালো ও সুখে থাকবে। এরা পরস্পরের সহায়ক আপন ছিলো। এ শ্রেনীর পুনঃপ্রচলন এখন প্রয়োজন।

তার পর আরম্ভ হয় ইয়াহুদীবাদী শোষণবাদের। এরা বর্নবাদী হয়ে সমাজ থেকে পৃথক হয়ে সুদী মহাজন হয়। সুদের দায়ে দায়গ্রস্থদের পুনঃদাসত্ব নিয়ে ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তাদের দাস বানিয়ে নিলামে বিক্রি করে ক্রীতদাস প্রথা চালু করে। তা থেকেই আদম হাওয়ার সন্তানের এ কুলাঙ্গাররা তাদেরই ভাই বোনদের ক্রীতদাস-দাসী পরিচয় ও পরিভাষার জন্ম দেয়।

এ কুলাঙ্গারদের থেকেই রাজা-প্রজা ও সম্রাট ও সাম্রাজ্যবাদের জন্ম।

এ বিষ বৃক্ষ লালন-পালন ও বংশ বিস্তারের জন্য প্রয়োজন দেখা দেয় বেতনভুক পাইক-পেয়াদা ও আমলাদের। এরা সেবকও নয়, দাস-দাসীও নয়। এরা হয় বেতনভুক এক প্যারাসাইট, পরভুক। এরা ব্যাধি রূপে সমাজ দেহে প্রবেশ করে। বর্তমান বিশ্ব সংকটে এরা এইচ আই ভি/এইডস জীবাণুর ন্যায়। শাসক-শোষক ও শোষিত-শাসিত জনগনের মাঝে বেতন ও ঘুষে বেড়ে উঠা মানব সমাজের দুরারোগ্য ব্যাধি এরা। বেতনভুক আমলা, সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী, রাজস্ব আদায়কারী ও কারখানা শ্রমিক এ শ্রেনীভুক্ত।

এরা কখনো শাসকদের আপন হয় না, জনগনেরও আপন হয় না। দু'দিক থেকে উভয়কে ক্ষয় করে এরা এদের বংশ বিস্তার করে। স্রষ্টা, সৃষ্টি কারো প্রতি এদের অনুগত নাই, হয় না। শুধু বেতন, ভাতা ও উৎকোচ এদের স্রষ্টা ও সৃষ্টি। এদের প্রয়োজনেই এরা সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি জন্ম দেয়, এবং তাদেরই প্রয়োজনে একটির উত্থান ঘটায় ও অপরটির পতন ঘটায়। বর্তমান বিভক্ত জাতীয়তাবাদ, খন্ডিত রাষ্ট্র ও পরস্পরের সংঘাতময় পৃথিবী ওদের স্বর্গরাজ্য। সবার পতন হয়, ওদের পতন হয় না। সরকার পতন হতেই ওরা নিজের রং বদলিয়ে ফেলে।

রাজনীতির নৈরাজ্যের হাওয়াদের হাওয়া ভবনে ও ডাকাতির নৌকার বাসিন্দাদের সাথে পেশাজীবী নামের ওদের যোগ করলেই কি বদরুদ্দোজা সাহেবের সুশীল সমাজের অভ্যুদয় ঘটবে??? শয়তানের নরক থেকে আদম সন্তানদের মুক্তি আসবে? না, না, না। কখনো নয়।

আদম সন্তানদের মুক্তি আসবে আদমের স্রষ্টার বিধানে আদম সন্তানেরা ফেরৎ আসলে। বৃশ, র্লেয়ার ও শ্যারনরা তাদের ধর্মানুযায়ী সে দিকই তাদের আনবিক শক্তি দিয়ে বিশ্ব সমাজকে ধাবিত করতে বিশ্ব জয়ে বের হয়েছে। অজগরের ন্যায় একের পর এক রাষ্ট্র গিলছে। কিন্তু হজম হচ্ছে না। মরুভূমির উভচর শক্তপ্রান কচ্ছপ গিলছে ওরা। ও গুলোই ওদের নাড়িভুড়ি কেটে ওদের মৃত্যু ঘটাবে।

আনবিক শক্তিধর দানব অজগরদের মানবিক শক্তির ঈমান, ঐক্য ও ত্যাগ দিয়ে পরাজিত ও নির্মূল করতে হবে। সময় ঘনিয়ে এসেছে। মানবিক শক্তির উৎস ধর্ম। ইব্রাহীম সঃ তার আদর্শ। মুসা, ঈসার “নামে” বৃশ শেরনের আগ্রাসন। “কামে” ইব্রাহীম, মুসা ও ঈসা হয়ে ওদের ঠেকাতে হবে। মুহাম্মাদ সঃ সে শিক্ষা দিয়েছেন।

বিশ্বের আদম সন্তান নরনারীকে একক ভ্রাতৃত্বে একক ঈমান ও ইমামের নেতৃত্বে একবিশ্ব গড়তে সর্বপ্রথম খাঁটি আদম ও খাঁটি হাওয়া হতে হবে। বেশ্যাবৃদ্ধির সকল অশ্লীল পাশবতাকে উৎখাত করে স্বামী-স্ত্রীর পুত-পবিত্র পারিবারিক সমাজ গড়তে হবে পুনরায়।

ক্ষোভ ও মর্ম পীড়ায় আমার বুক ফেটে যেতে চায়। আমি দৃশ্যতঃ অশ্লীল ভাষায় শ্লীল ও সুশীলতার পুনরুত্থান পত্র লিখছি। কেনো আমি শ্লীলতার মোড়কে এ পত্র লিখতে পারলাম না???!

কারণ, আমাকে সে বুশ রেয়ারদের সংসদীয় গনতন্ত্রের প্রবক্তা বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেনদের লিখতে হচ্ছে, যাদের প্রভু আদম ক্রিন্টন, হোয়াইট হাউজে হাওয়া মনিকার সাথে উলঙ্গ হয়ে পরস্পরের যৌনাঙ্গ লেহন করছে। তার পর ভদ্র ভাষায়(?) তার ভদ্র নাম দিয়েছে গুণ্ধষ ঝবী! বিলাত ফেরং সুশীল সুশিক্ষিত ডাঃ বদরুদ্দোজা ও ডাঃ কামাল হোসেন, যাদের তীর্থ বুটেনের মহারানীর হাওয়া ভবন যৌন বিকৃতিতে তসনস! সে বিকৃত রুচীর ধাঁচেই আপনারা দু'জন হাসিনা ও খালেদাকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। ওরা এখন বুড়ি হয়েও বুড়ো আদম পছন্দ করে না। ঘরে বাইরে তারা জওয়ান আদম পছন্দ করে। তাই বুড়ো শাহ আজীজ, বুড়ো বদরুদ্দোজা ও বুড়ো কামাল হোসেন বিতাড়িত। এ বিতাড়িতদের বঞ্চনার মাতমে জনগন সাড়া দিবে না। কারণ তারাও ক্ষমতা ও রাস্তা-ঘাটে ন্যাংটা হাওয়াদের হাওয়া পেয়েছে। বেশী বাড়াবাড়ি করলে বয়সে তরুন মাহীরা স্বস্ত্রীক তাদের পিতা শশুরদের “বিগত জীবন ও যৌবন” হিসাব করে তাদের বর্তমান ভবিষ্যত ভেবে আপনাদের ত্যাগ করে “হাওয়া ভবনের” দিকে পাল তুলবে। তা বিচিত্র কিছু নয়। পশুরা তাই করে। মানব পশুরা আরো বেশি করবে।

একমাত্র মুক্তির পথ ধর্মীয় মানবতায় এ্যাবাউট টার্ন।

পাশব পশু ও মানব পশু তিনটি চচচ তে এক ও অভিন্ন। চবহহ, চবহরং, ধহফ চংডমবহ. জীবন ধারণ ও ভোগের জন্য অর্থ, পেনি আবশ্যিক। ভোগের পরে পেটের নিঃশ্বাসে লিঙ্গ, পেনিসের উৎপাত আরম্ভ হয়। তা'দমন হলেই প্রজন্ম, প্রজেনি জন্মায়। কুকুর কুকুরী, শূকর শূকরী, ও আদমী নরনারী এ ক্ষেত্রে একাকার। বরং মানব মানবীরা বারো মেসে পশু পাশবী। এর ব্যতিক্রম ঘটতে চচচর উপর তিনটি ঐঐঐ, অর্থাৎ ঐবধংঃ, ঐবধফ ধহফ ঐবধাবহ বসাতে হয়। যা সর্বক্ষণ চচচ কে কড়া শাসনে উর্ধ্বমুখী করে।

আল্লাহর শূকুর: তিনি আমাদের আদম ও বনী আদম বানিয়েছেন বলে।

কেননা আদম সন্তানই সৃষ্টির উপর আল্লাহর খলিফা। তিনি সৃষ্টিকৃয়া পূর্ণ করে সম্ভাকাশের উর্ধে তাঁর আরশে আসীন হন। মানুষকে সৃষ্টির উপর কর্তৃত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ফেরেশতাকুলকে সিজদা করতে নির্দেশ করেন। আদমকে সিজদা নয়। আদমের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সূচক রূপে। মাথা নত করতে এ আদেশ।

মানুষ এতো বড়ো যে, সে আল্লাহ ব্যতীত কারো কাছে মাথানত করবেনা। তাই দেহও বানিয়েছেন এমন করে যে আদম সন্তানেরা মাথা উঁচু করে চলে। অন্যান্য পশুপ্রাণীকুল উপুড় হয়ে কেউ রুকুর মতো, কেউ সেজদার মতো বিচরণ করে।

মানুষ আদম শুধু আল্লাহকে রুকু ও সিজদা করে লুটিয়ে পড়ে। সে মাটিকে সিজদা করেনা। মাটির উপর আল্লাহকে সিজদা করে। দু'পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা মেরে মেরে মাথা উঁচু করে ইঙ্গিত করে যে, সে আকাশ থেকে এসেছে, এবং পুনঃ সে আকাশেই প্রত্যাবর্তন করবে। ধরার মাটি শুধু তার পদচারণা ও চারণ ভূমি।

অন্য সব প্রাণী শুধু ন্যিকর্ষণের চচচ, চবহহ, চবহরং, ধহফ চংডমবহ প্রধান। তারা কেউ আল্লাহর খলিফা নয়। তারা পৃথিবীতে মানব কল্যাণের জন্য। তাই পার্থিব কার্য সমাধা করেই তারা মাটিতে পুনঃ মাটি হয়ে যাবে। মানুষ আল্লাহর দাসত্বের জন্য। আল্লাহ তাঁর আরশে আসীন। তাঁর খলিফা পৃথিবীতে তাদের কর্তব্য করে পুনঃ মহাকাশে তাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

তাই আদমকে উর্ধাকর্ষণের তিন সিঁড়ি দান করেছেন। তা, ঐবধঃ, ঐবধঃ ধহফ ঐবধাবহ, মানবাত্মা, মানব বিবেক ও স্বর্গ ভাবনা। এ তিনটি ঐঐঐ তিন চচচ -এর ওপর প্রাধান্য বিস্তার করলে মানুষ প্রায় মর্ত্য জীবনেও স্বর্গীয় জীবন যাপন করে। এবং জীবনাবসান হলে সে স্বর্গে, যেখান থেকে আগমন, সেখানে ফেরত যায়। এ কথা থেকে থেকে স্মরণ করাই, ইল্লাল্লাহি ওয়া ইল্লা ইলাইহি রাজিউন বলা। আমরা সবাই আল্লাহর, এবং অবশ্যই আমরা পুনঃ তাঁর নিকট ফেরত যাবো।

আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করে তাঁর থেকে মা হাওয়াকে সৃষ্টি করেন। মা হাওয়া থেকে বাবা আদমকে সৃজন নি। কারন বোধগম্য। একের পর দুইয়ের মতো। দুইয়ের পর তিন যেমন।

বাবা মা থেকে আল্লাহ সন্তানের জন্য ন্যূনতমের লিঙ্গ দান করেন। অর্থ ও প্রজন্মের ব্যবস্থাও করে দেন। লিঙ্গান্তরের প্রক্রিয়ায় আল্লাহ মানবের জন্য কঠোর পর্দার ব্যবস্থা করেছেন। যেনো ঐ প্রক্রিয়া শুধু লিঙ্গেরই ব্যাপার, মাথার ব্যাপার নয়। পশুদের এ প্রক্রিয়ায় মাথা ও লিঙ্গ প্রায় এক। তাদের মাঝে সঙ্গমে লেহন চোষন দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে মাদী আগে চলে, মর্দা তার পেছনে। তাই তারা ইতর প্রাণী।

বাবা আদম, মা হাওয়া ও তাদের প্রজন্মের ব্যাপার তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আদম প্রজন্মের মাথা সিজদার। শুধু লিঙ্গ লিঙ্গের। আল্লাহ প্রদত্ত তাগিদে আল্লাহর বিধানের লিঙ্গ লিঙ্গের মিলন ঘটবে। তা না হলে ব্যাভিচার।

এখানে নারীকে অবশ্যই পিত্রালয়ের জীবন বিসর্জন দিয়ে হিজরত করে পর পুরুষের বাড়ী স্থানান্তরিত হতে হবেই। তা না হলে তার নারী বৈশিষ্ট্যের মৃত্যু ঘটবে। কারন পিতা ভাতৃ দ্বারা তা সম্ভব নয়। মা হাওয়ারা গরমংধঃডংু.

কিন্তু পিতা আদম ও তাঁর সন্তানকে তাঁদের ঘর ও পিত্রালয় দুর্গসম মজবুত গড়তে হবে। কেননা তা যে মায়েই আশ্রয়, গৃহস্বর্গ! বাবা আদমের ঘর দুর্বল হলে তা ক্রমে ভেঙ্গে গিয়ে “হাওয়া ভবন” জন্ম নেয়। সেখানে আদম বেপারী, হাওয়া বেপারী আদমের অবৈধ সমাজ, রাষ্ট্র ও বেবিলনিয়ার পত্তন ঘটে। সেখানে আদমও স্বাধীন, হাওয়াও স্বাধীন। “মাদার পৈদার আজাদ”। বিশ্ব আজ এ সংকটে আকর্ষিত নিমজ্জিত। আদমের মাথা হাওয়ার নালায় নিমজ্জিত অপবিত্র, হাওয়ার সর্বাপ্র আদমের ত্রিশূলে গাঁথা! এর বাইরে যেনো নরনারীর অন্য কোনো অস্তিত্ব অকল্পনীয়!

এ পতনে বদরুদ্দোজা ও কামাল হোসেন সাহেবদের স্বপ্নের দেশ বাংলাদেশ বিশ্বে পয়লা। হাওয়া ভবন সুধা ভবন, সুধা ভবন হাওয়া ভবন। কোন ভবনেরই আদম নেই। তাই দেশে আদম ভবন নেই। বদরুদ্দোজা ও কামাল সাহেবরা কি আদম হবেন, নাকি বকরির তিন নং বাচ্চার ভূমিকা মঞ্চায়ন করবেন? না বিদেশ থেকে আদম আমদানী করে হাওয়া ভবন তাদের হাতে হস্তান্তর করবেন। বুশ, ক্লোর, শ্যারন ও বাজপেয়ীরা তা দখল করলে কি সুশীলদের বিপ্লব আসবে?

বিশ্ব ক্রয়ামতের মুখে দাঁড়িয়ে। বুশেরা চাঁদে তাদের বসতি স্থাপনে নাকি যাচ্ছে! ইউনিপোলার শক্তি রূপে প্রায় তার বিশ্ব দখল সমাপ্ত। বাংলাদেশ বদরুদ্দোজা ও

কামালদের ভুলে খালেদা হাসিনার ফাঁদে। চাঁদ আর ফাঁদ শুনতে একরকম হলেও আদম হাওয়ার সংসার মহা প্রলয়ের দ্বারপ্রান্তে।

এ মুহুর্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা কি আমাদের তিন ঐঐঐ এর জিব্রাইল ও মেরাজের ডানা মেলবো, না চচচএর ব্ল্যাকহোলে আঁহুতি দিবো!

চচচ ওয়ালারা তাদের প্রযুক্তির পাখা মেলে মাত্র প্রথম আকাশে ওঠা নামা করছে। কিন্তু দ্বিতীয় থেকে সপ্তম আকাশ বদরুদ্দোজাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু বদরুদ্দোজারা তার চাবি হারিয়ে কি ইয়াহুদী- খ্রিস্টানদের চচচর আবারে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ জীব রূপে অভিশপ্ত হয়ে হাওয়াদের হাওয়া ভবনের প্রাপ্তি ও বঞ্চনার শোকে প্রলাপচারিতা করবে, না সুবোধ বান্দার ন্যায় তওবা করে পুনঃ সাত আকাশ খোলার চাবি হাসিলের মেরাজ ও উত্থান প্রয়াসী হবে??

সাত আকাশের সিঁড়ি। আমার কেইস হিস্তি।

মানব দেহের ডাক্তার, আল্লাহর বান্দা এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী !

মানব দেহ একটি ঘর। এর স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহ। আমি আপনি তাতে “পরের জাগা পরের জমি, ঘর বানায়া আমি রই, আমি যে গো ঘরের মালিক নই!”

আপনি বয়সে পাকা। তবে আমার তিন কালের জানালা খোলা। আমি বর্তমান বিশ্বে সম্ভবতঃ সবচে বয়োবৃদ্ধ। বাবা আদমের প্রথম ছেলে। এখনো আমি জীবিত। আমি বাবা আদমের শপথের সাক্ষী।

আদম সন্তান ব্যতীত আমার কোন জাত নেই। গোটা বিশ্ব আমার দেশ। বাংলাদেশ থেকে পুনঃ বিশ্ব দখল করে তাতে সুশীল সমাজ পুনঃ প্রতিষ্ঠায় আদিষ্ট।

আমার মাথা সাত আসমানের উর্ধ্ব আল্লাহর আরশে ঠেকা। সেখানে আমি সেস্‌দায়। আমার পা ধরার মাটিতে।

আমি একটি সমস্যায় আক্রান্ত। তা হলো যে আমি আমার পোষ্য ছোট ভাইদের একটি সত্য বোঝাতে স্পষ্ট কথা বলতে পারছি না। অন্য সবার সাথে খোলাখুলি বলতে পারি। যেমনটি আপনাকে লিখছি। যেমনটি আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি যে, আমি এক ব্যতিক্রম ধর্মী ঘরে জন্মানো মানব সন্তান। তার পর আবার আমার পরিবারেও আমি সম্পূর্ণ পৃথক বৈশিষ্ট্য গড়া।

আমার পিতা মারা যান যখন, তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। আমি পিতা মাতার প্রথম সন্তান। আমার মা ৩০ বছর বয়সে বিধবা হন। আমরা চার ভাই ও এক বোন ছিলাম। সর্ব কনিষ্ঠটি পিতার মৃত্যুকালে মাত্র দেড় বছরের শিশু ছিলো।

পিতৃ বিয়োগের পর মেঘনা নদী বাড়ি-ভিটাও নিয়ে যায়। বাবা এক টাকাও রেখে যেতে পারেননি। নানা বাড়িতেও কোন আশ্রয় মেলেনি। সম্পূর্ণ একটি বিধবস্ত নদীতে পড়া পরিবার ছিলো আমার। কিন্তু আল্লাহ আমাকে এক অলৌকিক মেধা দান করেন যে আমাকে তিনি কারো দ্বারস্থ করেননি। তাঁর অদৃশ্য দানে আমি বেড়ে উঠি। মা সহ ভাই-বোনদের লালন-পালন ও পড়া লেখা সবকিছুর গুরু বোঝা আমি বহন করি। সর্বকনিষ্ঠটির নাম বাহাউদ্দীন মুহাম্মাদ ইউসুফ। ও ডাক্তার। কথা-বার্তা, চিন্তা-চেতনা ও সামাজিকতায় লোকে বলে যে আমারই টেপ বাজে।

কিন্তু সমস্যাটি হলো, ওরা বয়সে আমার অনেক ছোট। ৮, ১০ ও ১২ বছরের ছোট বলে আমার সাথে একটি ঈডসসঁহরপধঃরডহ এধঢ় রয়েছে। তার সাথে যোগ হয়েছে

মেধার গভীরতার পার্থক্য। তার কারণ হতে পারে যে ওরা আমার মতো কষ্ট করেনি। বা আমি কষ্ট করতে দেইনি। তাই ওরা জীবন গড়ার গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। নিশ্চিন্তে আরামে সচ্ছল অবস্থায় পড়া-লেখা করে বড়ো হয়েছে। গায়ে তুফানের ঝড়-ঝাপটা লাগেনি। তাছাড়া ওরা তিনজন পিঠা-পিঠি ও ন্যাংটা শিশু থেকে বড়ো হয়েছে প্রায় এক চৌকিতে শুয়ে। আর আমি জীবন সংগ্রামে বেরিয়ে পড়ি সিন্দাবাদসম। সেখানে সৃষ্টি হয়, কম্যুনিকেশন গ্যাপ।

এসব মিলে এমন হয়, যে আমি না ওদের পিতা, না ভাই, না বন্ধু না শিক্ষক! কিন্তু আবার সবই!

এখানে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল হয় যে, লেখা-পড়া ও জ্ঞান ও বিচিত্রায় আল্লাহ আমাকে যে দিকদর্শন দিয়েছেন, তার গভীরতায় ওরা ভাসা। বিশ-বাইশ বছর বয়সে আমি খাজা নাজিমুদ্দীন, ফজলুর রহমান ও আপনার বাবার বয়সের লোকদের সাহচর্যে এসে যাই। তখন ওরা শিশু বয়সে পাঠশালায় গোলাছুট খেলে।

এ ব্যবধানের ফলে ওরা আমার ঋড়ংসধঃরডহ ধফ গধশব ঁট থেকে বঞ্চিত হয়।

সুশীল সমাজ গড়ার পত্রালাপে আমার ব্যক্তি জীবনের প্রসঙ্গ বর্ণনার যৌক্তিকতা হলো যে গোটা বিশ্ব, পরিবারের যে নৈতিকতা ও ঐশি মূল্যবোধ হারিয়ে পাশব স্বাতন্ত্র্যে পশু সমাজের চেয়েও বাঁধন হারা হয়েছে, তাকে পুনঃ মানবপরিবারের হারানো দিকদর্শন দিতে আমার একটি ব্যক্তি জীবনকে চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ বদরুদ্দোজার সামনে সামনে ঝঃঁফু ঈধংব হিসেবে তুলে ধরা। হতে পারে, তাতে আমরা উভয় পরস্পরের মাঝে সনাতন ভ্রাতৃত্বের সূত্র পুনঃ আবিষ্কার করে উরংরহঃবমংধঃবফ ঐঁসধহরঃু কে জবরহঃবমংধঃরডহ- এর ব্যবস্থা পত্র উপহার দিতে পারি!

সে মহৎ উদ্দেশ্যে আমি আমাকে গিনীপিগ হিসেবেই পেশ করলাম! আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা ক্বুল করুন।

দেউলিয়া বাংলাদেশের হাওয়া ভবন, মক্কার কা'বা ও আমিরিকার হোয়াইট হাউস, নির্ভীক সত্য বললে, মূলতঃ একই যৌন বিকৃতির ঘৃণ্য কেলঙ্কারিতে অপবিত্র। হজ্জ ও ওমরার মতো তীর্থ যাত্রীদের কাছ থেকে অর্জিত অর্থ সৌদীরা ব্যাভীচারে ডোবা। “খাদেমা” নামে বিদেশী গৃহ পরিচারিকার সাথে পিতা-পুত্রের যৌনাচারের বিভৎস ঘটনা সেখানে ওপেন সিক্রেট। ব্রিটিশ চার্চের প্রধান বাকিংহাম প্রাসাদের রাজ পরিবার ব্যাভীচারের কিংবদন্তি! হোয়াইট হাউস তো হোয়াইট হেল! ১২ কোটি ধর্ম প্রাণ বাঙ্গালী মুসলমানদের দু' নেত্রীর “সহী ঘটনাবলীর” দু'কাঁধের ফেরেশতা তো বিঃ চোঃ ও কামাল হোসেন! এ সমস্ত পাপের হিমালয় অপসারণ ব্যতীত কি রুগ্ন মানবতার চিকিৎসা সম্ভব? বা কল্পনা করা যায়?

এ হিমালয় অপসারণে সর্বপ্রথম এ পত্রকার ও তার প্রাপক “অন্ধকারে আলোর আশা” বদরুদ্দোজাদের মতো দশ বিশটি পরিবারের গঙ্গাঙ্গান অত্যাবশ্যক। সে উদ্দেশ্যে আমি স্বীয় এ্যানাটমী পেশ করলাম।

আমি বাবা আদমের সে সন্তান, যার এ্যানাটমীতে নূহ, ইব্রাহীম, মুসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দেব গঠন উপাদান। তাই আমি দিব্য দৃষ্টিতে দেখেছি যে, ঢাকা থেকে মক্কা, ও মক্কা থেকে ওয়াশিংটন ফাঁকা। সদর রাস্তা। অবৈধ দখলদারদের উৎখাত করার সময় উপস্থিত। আজ কি কাল।

তাই প্রথমে নিজের কা'বা ধুচ্ছি। আমার সাড়ে তিন হাতের কা'বা আমার দেহ। তাকে যম্যম দিয়ে প্রথম ধুচ্ছি। তারপর পাথরের মক্কা ও আকসা। তাকেও ধুতে হবে। অন্ততঃ কল্প ও কলমের ঘোষণা হোক।

আমি মিরপুরে ইব্রাহীম ও হাজেরার কা'বা গড়েছি। তাও মক্কায় অর্জিত হালাল অর্থে। হালাল প্রত্যেক ভালো কাজের পূর্ব শর্ত। অবৈধ হারামখোরদের রাজনীতির ফল বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি।

ইব্রাহীমী আদর্শের স্বামী-স্ত্রীর সংসার বর্তমান বিশ্বের বেশ্যা নর-নারীদের মহামারী এইডস্/ এইচ আই ভি ঠেকানোর একমাত্র চংবংপংরঢঃরডহ.

হযরত ইব্রাহীম তাঁর এক স্ত্রী ও তাঁর সন্তানের দ্বারা মক্কার পত্তন করেন। আরেক স্ত্রীকে দিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাস ও মাসজিদুল আকসার পত্তন করেন। তৃতীয় স্ত্রী ও তাঁর সন্তানদের দ্বারা তিনি মাদায়েনী বা সেমিটিক সভ্যতার গোড়া পত্তন করেন। এভাবে তিনি কাফের নমরুদী পাপাচারী শোষণবাদের বিরুদ্ধে ঈমানী সুশীলবাদের বিশ্ব ইমামাত প্রতিষ্ঠা করেন। আল-কোরআনে তাঁকে “ইমামুন লিল্লাস্” বা সুশীল মানব জাতির ইমাম বলে আল্লাহ অভিষিক্ত করেন। তাঁর দোয়ায় মক্কায় শেষ নবী মুহাম্মাদ সঃ প্রেরিত হন।

ইসলামের পূর্ণতার নবীকে আল্লাহ পুরুষদের ইসলাম গ্রহণ ও শপথের জন্য শুধু তাওহীদের শর্ত আরোপ করেন। কিন্তু নারীদের ছ'টি শর্ত দেয়া হয়। তার মধ্যে পঞ্চমটি বিশেষ করে বর্তমান বিশ্বে সুশীলতার আন্দোলনে যোগদানকারী নারীদের কঠোরভাবে মানতে ও অন্যদের মানাতে হবে। নারীবাদী বেশ্যারা ও তাদের বিপননকারী পুরুষ ও লম্পটরা যেভাবে মা হাওয়ার কন্যাদের বিজ্ঞাপনের পণ্য বানিয়েছে, তা' থেকে উত্তরণে আল্লাহ প্রদত্ত ছ'দফার কোন বিকল্প নেই। তন্মধ্যে ষষ্ঠটি হলো وَلَا يَأْتِيَنَّ بِهِنَّ أَنْ يَنْفَرِيْنَ يَنْفَرِيْنَ يَنْفَرِيْنَ -

“হাওয়ার কন্যারা দু'হস্তের মধ্যস্থিত বক্ষ স্তন, এবং দু'পদ সন্ধিক্ষনের তলপেট, নাভী, উরু ও নিতম্ব প্রদর্শন করে কেলেঙ্কারি ছড়িয়ে বেড়াবেনা।” (পরীক্ষিতা নারী-১১)

হযরত ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারীরা কখনো তাদের স্ত্রীদের নিয়ে হানিমুন ও প্রদর্শনী করে বেড়াতে পারেনা। বর্তমানে তথাকথিত ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানরা হযরত ইব্রাহীমের দাবীদার হয়েও যে যৌন বিকৃতির ধারক-বাহক, তাদের একমাত্র ইব্রাহীমী, হাজেরা, সারা ও কাতুরা মায়েদের আদর্শ দিয়েই শুদ্ধি করা সম্ভব।

আমি কেবল ইব্রাহীমী আদর্শের বাপ-দাদার ঘরেই জন্মাইনি। আল্লাহ মনে প্রানে যেমন ইব্রাহীমী আদর্শের আলো দিয়ে আমাকে আলোকিত করেছেন, তেমনি আমাকে যে মায়ের পেটে পাঠিয়েছেন, তার নামও হাজেরা। আমার জীবনের শিক্ষায়ও আল্লাহ ইব্রাহীমী মূর্তি ভাঙ্গা তাওহীদ ও মুহাম্মাদ সঃ এর এতিম দশার এতিম অগ্নী পরীক্ষা করিয়েছেন। রাসূল সঃ এর জীবনে শুধু তার একার অনাথ দশা ছিলো। কিন্তু তাঁর এ অধম অনুসারীর জীবনে তিনটি শিশু এতিম ভাই, একটি বোন ও বিধবা মায়ের ভরণ-পোষণ সহ সকল দায়িত্ব ছিলো। সে দুঃখের জীবন স্মরণ হতেই এ বুড়া বয়সেও চোখের পানিতে বুক ভেসে যায়।

পড়া লেখায় যেমন আমি খারাপ ছিলামনা, দেখা শোনাও আমি খারাপ ছিলামনা। আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিভায় যেখানেই আমার পদচারণা হয়েছে, সবাই হাতে হাতে তুলে নিয়েছে বলা চলে। এভাবেই এদেশের বরণ্য রাজনীতিবিদ খাজা নাজিমুদ্দীন, ও তাঁর সারির লোকদের সাথে পরিচয় হয়। রাজনীতিতেও তরতর করে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠে যাই। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত নবুওতি মানদন্ডে যখন দেশের রাজনীতি ও রাজনিতিকদের ঘাটি, তখন বেচারাদের দৈন্য দেখে তাদের প্রতি করুনার অনুভূতি নিয়ে আমি সে পথ ত্যাগ

করি। এপথে কেউ কেউ জামাই বানাতেও হাত বাড়ান। কিন্তু তাতে আমি সমাজের তথাকথিত উপরতলার নারীদের দেখে খুব সতর্ক হয়ে যাই। আমি যেনো চামুখ দেখতে পাই যে এ সমাজের নর-নারীরা লিঙ্গ ও যৌনাঙ্গের সীমায় পরস্পর স্বামী-স্ত্রী নয়, বরং পরস্পরের মাথা ডুবিয়ে এরা দম্পতি! এদের বৌরাই এদের বৌ ও মা। এদের মা নেই। মাতৃহীন বেগমজাদা! নিকটতম গরিব আত্মীয় স্বজন এদের বাড়ির চৌ সীমায় পাতা পায়না।

এ দেখে কেবলই আমার বিধবা মা ও ভাই-বোনদের কথা ভাবতাম, ও অন্তরের চোখে ওদের চেহারা দেখতাম। মা'র বয়স যখন পঞ্চাশ-এর কোঠায় হলো, ভাইগুলোও শৈশব পেরিয়ে একটু ঝরঝরে হলো, তখন, মা ও ভাই-বোনদের দিকে তাকিয়ে নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে এক দরিদ্র ঘর থেকে বৌ আনলাম। যাতে মায়ের খেদমত হয়, আর ছোট ভাইদের যত্ন হয়।

আল্লাহর এমনই রহমত যে মেয়েটি বৌ হয়ে আমাদের সংসারে এমনভাবে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যে মিশে যায়, যেনো ওর জন্ম আমাদের ঘরে। বলা চলে, সে তার পিতা মাতা ও ভাই-বোন সব ভুলে আমার মাকে ওর মা, এবং আমার ভাই বোনরা ওরই মা'র পেটের ভাই বোন। বরং তার চেয়েও বেশি মনে হতো। এ অবস্থায় আমি ভীষণ সতর্ক ছিলাম যে, আমি যেন বউর পেটের স্বামী না হয়ে পড়ি। যেমন অন্যদের দেখেছি। এখন আমার ছোট ভাইরাও তাই।

আমি প্রবাস করেছি। কিন্তু সেখানে বউ নিয়ে বাসা বাঁধিনি। অথোপার্জন করে সংসারে পাঠিয়েছি। বউকে দিয়ে দেশে মা ও ভাই বোনদের সেবা যত্ন করিয়েছি, ভাইরা মেডিকেল ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। অপর দিকে বিশ্বের জ্ঞানের বিশ্বকোষ আহরণে আমার জ্ঞান পিপাসু মেধা, ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আকাশ ও আকাশ থেকে মহাকাশে পাখা মেলে। যেন জিরাঙ্গিলের ডানা পেয়ে যাই। একবার মঞ্চায় কিছু বিভিন্ন আরব দেশীয় পন্ডিতদের সাথে সংকীর্ণ আরব্য জাতীয়তা ও অন্যান্য খন্ডিত রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে উত্তম তর্ক-বিতর্কে ওরা সবাই আমার কাছে হার মেনে গেলো। পরে তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো “আল্লাহ তোমাকে জিরাঙ্গিলের ভাষা ও জ্ঞান দান করেছেন। আমরা হেরে গেলাম। আল্লাহর দরবারে তোমার জন্য দোয়া, আল্লাহ তোমাকে আরো ইল্‌ম দান করুন।”

অন্যরা আমীন বললো। আমিও ওদের সাথে আমীন বললাম। কিন্তু অপর দিকে আমার অজান্তে বিপত্তি ঘটতে আরম্ভ করে।

আমি বিদেশে থাকি। বুড়ো মা বাড়িতে। ভাইরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে সহ শিক্ষার ষাঁড়-গাভীর অবাধ বিচরণ। অবুঝ বুড়ো মা টের পায়নি। তিনি পূর্ববাসিনী। বাইরের খবরই বা কিভাবে পাবেন? বিদেশ থেকে স্টিচ্ করা পোষাক, পড়ার বই-পত্র ও টাকা আসছে। ছোট মিয়ারা দিন-দিন বড়ো মিয়া হচ্ছে। মেয়ে ওয়ালারা মেয়েদের আগে বাড়চ্ছে। বেচারী আমার বউ মহা আদরে ছোট ভাই, দেবরদের লালন করছে। আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে। আমিও গননা করি দেশে প্রত্যাবর্তনের সময়-সুযোগের। আমার নিজের উপর আন্দাজ করে আমার শিশু ভাইদের ভবিষ্যত নিয়ে আমার কর্তব্য ভাবি। একদিন দেশে ফিরে আসি। আমার ঋণশপড়হ উঁব আমার ছোট মিয়াদের বিচরণ ও উদ্ভয়ন সীমা যাচাই করতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেই আমি আঁতকে উঠি: সর্বনাশ হয়ে গেছে! আমার আর বুঝতে বাকি রইলো না যে ঐ মিয়াদের লিঙ্গের মাথা ও ঘাড়ের মাথা এক হয়ে গিয়েছে। তাদের নিুঙ্গেও চচচ, এবং উর্ধাঙ্গেও চচচ।

ঐঐঐ এর উর্ধাকর্ষণ এর লাইন প্রতিষ্ঠিতই হয়নি।



ভিতরে আমার আগ্নেয়গিরির জ্বালা। কাকেও কিছু বলতে পারছি না। বয়সের পার্থক্যের কারণে আমি ছোট মিয়াদের সাথে ওপেন হতে পারছি না। বয়সের পার্থক্যের চেয়েও জ্ঞান-বুদ্ধির বৈষম্য আরো বেশী। আমি ওদের মাপি মিটার দিয়ে ওরা আমাকে বুঝে ও মাপে সেন্টিমিটার দিয়ে। আমি ওদের বুঝতে চাই বিচার, বিচক্ষণতার মাথা দিয়ে, তারা আমাকে মূল্যায়ন করে লিঙ্গ মাথার পাল্লা দিয়ে।

ওরা চেয়ে দেখে, তাদের বড়ো ভাই এক ব্যক্তি, এক মাথা।

আবার গননা করে দেখে, যে তারা তিন ভাই, তিন মাথা ও তিন লিঙ্গ।

মা বেচারী হিসাব করে দেখেন, একদিকে এক ছেলে, ওপর দিকে তিন ছেলে!

বয়স-বুদ্ধির এতো ব্যবধানের কারণে আমি ছোটদের লেভেলেও নামতে পারছি না।

সংশোধনের জন্য একটু কঠোর হওয়া অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু হতে গিয়ে দেখি মা ওদের। আমার না।

বউ বেচারী অবাক! ওর লেভেলও তো বেশী উঁচু হবার কথা নয়!

আমার আজীবন গড়া সংগ্রামে তিলে তিলে গড়া স্বপ্নের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে।

রাগে গোস্যায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, মায়ের জন্য আমার বিপথে পা বাড়ানো পোষ্যদের জবাব দিতে পারছি না। মায়েরা নাড়ী দোষে দুর্বল নারী। তাদের নাড়ীর টান অন্ধ। যোগ্য সন্তানদের বিরুদ্ধে কুলাঙ্গার সন্তানের পক্ষে যায়। মা আমার সাথে থাকলে আমি জুতো পেটা করে ওদের লিঙ্গ জ্ঞান সাইজ করে ফেলতাম।

মায়ের আমার পক্ষে আসার সকল যুক্তি ছিলো। আল্লাহর পর মাটিতে তাঁর জন্য এ ছেলেটি ব্যতীত আর কোন অবলম্বন ছিলো না। অভাব অনটনে টুপি সেলাই করেও তাকে বাঁচতে হয়েছে। মার বাপ, চাচা ও মামা কেউ মাকে বিধবা হওয়ার পর একদিনও দেখতে আসেনি। সাহায্যের হাত বাড়ানো তো দূরের কথা।

মা আমার স্বাধীন চেতা ভীষন জেদী মহিলা ছিলেন।

আমি বোবা হয়ে গেলাম। মুখ খুলতে পারিনি। খুললে মা তার প্রথম শিকার হন।

তবুও আমাকে পদক্ষেপ নিতে হয়। আমি যে সিন্দাবাদ কান্ডারী! আমি ভুল করলে যে জাহাজ ডুববে! মা ও ভাই বোনরা আমার পিতৃহারা জীবনে মেঘনায় ভাসানো জীবন তরীর বিপন্ন আরোহী। আমি ভুল করা মাত্রই সবার সলীল সমাধী হবে।

সে যাত্রা প্রমত্ত মেঘনার করাল গ্রাস থেকে জীবন তরী বেয়ে পার পেলাম। এখন ঢাকার শুকনোয় আমার হেঁয়ালি মা ও তার ছেলে মেয়েরা একত্র হয়ে আমাকে ডুবাতে একত্র হয়। তাদের জানা নেই যে আল্লাহ আমাকে আরব মরুতে নিয়ে পুনঃ নূহের কিস্তির মাঝি বানিয়ে ধন্য করেছেন। এখন আমার কিস্তির আরোহী আল্লাহর পাঁচ দূত প্রত্যয়ী নবী নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ সঃ দেব অনুসারীরা। আমি ঐ পাঞ্জতানের ওয়ারিশ। তাঁদের নৌকার মাঝি। সে নৌকা, রবি ঠাকুরের “ধানের শীষের” সোনার তরী, বা জয় বাংলার “ভোটদস্যুতার” নৌকা নয়। শুধু নূহের নৌকা। বিশ্বে নূহের উপর সালাম *سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ*।

আমি আল্লাহর নামে ঘোষণা করছি যে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত, পয়লা নম্বর পতিতদেশ, বাংলাদেশ থেকে বিশ্ব মুক্তির সূর্য উদ্ভিত হবে। তার জন্য পূর্বে উল্লেখিত তিন দফার সাথে নিূের দু’দফা যোগ করে এখন “পঞ্চ শিলের পঞ্চশীলা” বা ঐযব ঈযধংঃবং ড়ভ ঋরাব উরধসড়হফং ঘোষিত হলো। এক আল্লাহ আমাদের সহায়, আমরা

আদম সন্তান। এ ভূখন্ডের মানব সন্তানদের অন্য কোনো পরিচয় নেই। বাঙ্গালীও নয়, বাংলাদেশীও নয়। এ শপথ ও ঘোষনার স্বাক্ষরী, সর্ববিদ্যমান, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ। অতএব ঃ

চার) আল্লাহর শেষ নবীর বিদায় হজ্জ ভাষনের ভিত্তিতে পৃথিবীর যে কোনো আদম সন্তান নর-নারী, মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী রূপে বাংলাদেশ আসবে, সে এদেশের মুক্ত নাগরিক। তার প্রতি কোনো বৈষম্য থাকবে না, রইলো না। হোকনা তারা মূলে মুসা ও ঈসা আঃ দের আনুসারী।

পাঁচ) মুক্ত ও উন্মুক্ত, এরা এদেশে এসে সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মূলধন দিয়ে বাসস্থান ও কর্মসংস্থান সহ প্রত্যেক উল্লয়নে বিনিয়োগ করতে পারবে। আল্লাহর দেয়া বিধিবিধানের বাইরে তাদের উপর রাষ্ট্র ও সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রন থাকবে না। মূলধনের যাকাত ও মুনাফা বা প্রবৃদ্ধির এক পঞ্চমাংশ (খুমস্ ) ব্যতীত কোনো কর কাকেও পরিশোধ করতে হবে না।

তবেই, ইনশাআল্লাহ, বাংলাদেশে হাজার বিলিয়ন মূলধন পাড়ি জমাবে। এবং বিশ্বের এক নম্বর পতিত দেশ, এক নম্বর উন্নত দেশের সূর্য্যসম উদিত হবে। বিন লাদেন ও তালেবানের আফগান নয়, বিশ্ব নবীর বিশ্ব শান্তির দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত মাদীনা হবে বাংলাদেশ। এবং এ রূপান্তর আল্লাহর জন্য কোনো ব্যাপারই নয়।

তবে, হে বাঙ্গালীরা তোদের মানুষ হতে হবে। হবি? হলে সব হবে।

বিশ্বাসের বিশ্বায়ন ঘোষক

ইমামুদ্দীন মুহাম্মাদ তোয়াহা বিন হাবীব